অনাথ-চরিত।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।

আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউশনের কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন
৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩১৭।

মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।

অনাথ-চরিত।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপন্যাস।

৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ স্থিত আর্য্যমিশন্ ইন্স্টিটীউশনের অধ্যক্ষ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, 'সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং মেট্রপলিটান্ কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক।—বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অনাথ-চরিত" যতক্ষণ পাঠ করিলাম ততক্ষণই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার ভাষা যেমন সরল তেমনই মিষ্ট। ভাবগুলি মনোমধ্যে একেবারে অঙ্কিত হইয়া যায়। স্থানে স্থানে এমন মুগ্ধ হইতে হয় যে অশ্রু চাপিয়া রাখা যায় না। বাঙ্গালীর প্রত্যেকের গৃহে ইহার আদর হওয়া উচিত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, প্রকৃতিবাদ অভিধানের সংশোধক এবং কলিকাতার রাজকীয় হিন্দু বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।—"অনাথচরিত" পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থখানি উপন্যাসের প্রণালীতে লিখিত, অথচ সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় বাসনার উদ্রেজক নহে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মে মতি থাকিলে মানুষ সকল প্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সদ্গুরুর কৃপায় সংসারের মোহ কাটাইয়া ভূমানন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে, এই গ্রন্থ পাঠে শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলেই উপকার পাইবেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুখবোধ্য।

হিতবাদী।—অনাথ-চরিত একটি আখ্যায়িকা। এই পুস্তক খানিতে লেখক [illegible] হিন্দু চরিত্র [illegible] দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস সে চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আজ কালকার

এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্লাবিত আর্য্যদেশে আর্য্য সন্তানগণ এই পুস্তকে হিন্দুর আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

বসুমতী।—আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ভাষা সম্পদে ও ভাব-গৌরবে এই গ্রন্থখানি অনন্য—সাধারণ। এই পুস্তক পাঠ করিলে ছাত্রবৃন্দের বিশেষ উপকার দর্শিবে। ইহা পাঠ করিতে করিতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। অন্তঃপুরচারিণীগণ যদি জঘন্য উপন্যাস পাঠ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার হয়।

সুলভ সমাচার।—'অনাথের' জীবনের কথা জন্য গ্রন্থকার পুস্তক খানির নাম 'অনাথ-চরিত' নামকরণ করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তক খানির নাম 'মানব-চরিত' দিলেই বেশ হইত। গল্পচ্ছলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা এই পুস্তকে আছে। পুস্তকের ভাষা সুন্দর, আখ্যান-ভাগ ও মনোরম। এই পুস্তক খানি ছাত্রগণের অবশ্য পাঠ্য।

Bengalee—We have received a copy of a Bengalee-book "Anath-charit" by Babu Hari Mohan Banerjee of the Aryya Mission Institution of Calcutta. In the preface the author says that the book has been written at the instance of the authorities of the Calcutta University who wanted a suitable text-book for our schools ; and the author has done his work well. The life story of Anath, a fictitious character of the book implies, furnishes excellent examples and incidents, full of moral lessons ; and, as such, the book will be useful to those for whom they are intended.

পুস্তক পাইবার স্থান—

৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Gobardhan Press, Calcutta.

উপহার।

যিনি চরাচর বিশ্বের নিয়ন্তা, যিনি জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, যাঁহার কৃপাবলে অশেষ বিপত্ত্যাদি উত্তীর্ণ হইয়া সুখপদে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি, যাঁহার অনুকম্পায় মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নবান্ হইতে সাহসী হইয়াছি, সেই পরমপিতা সদ্‌গুরুচরণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উপহার স্বরূপ অর্পণে অগ্রসর হইতেছি। মৎসদৃশ নগণ্য শিষ্যার্পিত উপহার শ্রীগুরু-পাদপদ্মোপযোগী না হইলেও 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' এই বাক্যের সার্থকতা বোধে তদর্পণে সাহসী হইলাম। ইতি

প্রকাশকস্য।

ভূমিকা।

আখ্যায়িকার নাম 'অনাথ চরিত' দেওয়া হইল। ইহাতে অনাথের জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিখিত হইয়াছে। মানব-জীবনে সাধারণতঃ ঐরূপ ঘটনাদি হইয়া থাকে; সুতরাং আখ্যায়িকার নাম অনাথ-চরিত্রের পরিবর্ত্তে মানব চরিত দিলেও ক্ষতি ছিল না।

বিদ্যোৎসাহী জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, এম্, এ ইত্যাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অন্যান্য মহোদয়গণের মন্তব্যানুসারে বঙ্গীয় ছাত্রগণের শিক্ষার উপযোগী করিয়া এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা রচিত হইল। ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব কিছুমাত্র নাই। ইহা যে কেবল ছাত্রগণের প্রীতিকর ও রুচিকর করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু ইহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ কথাসকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ফল কথা এই গ্রন্থে মনুষ্য-জীবনে যে সকল ঘটনা সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া, বিপত্তি ও সম্পৎ-কালে বিধিপূর্ব্বক থাকিবার ব্যবস্থাদি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। উদাহরণ সহ উপদেশ মানব-চরিত্র গঠনের যাদৃশ উপযোগী হইয়া থাকে, শুষ্ক উপদেশ কদাচ তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য অনাথের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা মানব চরিত্রকে সুনীতিপ্রবণ করিবার আশয়ে আমার এই উদ্যম।

অনাথ-চরিত তিন খণ্ডে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে জীবনের প্রথমাবস্থা; দ্বিতীয়ে, মধ্যাবস্থা এবং তৃতীয়ে শেষাবস্থার কথা লিখিত হইয়াছে। যে অবস্থায় জীব স্বভাবের বিকসিত সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া, নব উদ্যমের সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাই প্রথমাবস্থার

অন্তর্গত বিষয়। যে অবস্থায় জীব তত্তৎ কার্য্যকরণে সুখদুঃখ অনু-ভূতির দ্বারা ক্রমশঃ ভগ্নোৎসাহ হইতেছে অর্থাৎ আশা ছিল কার্য্যপ্রবৃত্তি সুখে উৎপন্ন হইয়া সুখেই নিবৃত্তি পাইবে, পরন্তু দুঃখানুভূতিতে ভগ্নোৎসাহ হইতেছে—ইহাই দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়। শেষ খণ্ডে পার্থিব সুখ-দুঃখের অসারত্ব বোধে মনে শান্তি স্থাপনের দ্বারা সুখে অনন্তে প্রবেশের চেষ্টা হইতেছে।

ছাত্রগণের প্রবন্ধাদি রচনা শিক্ষা সম্বন্ধেও ইহা সবিশেষ উপযোগী হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ এ পুস্তকে কোথাও অযৌক্তিক বা ভ্রমাত্মক বিষয় দেখিলে, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে, কৃতার্থ হইব। ইতি

প্রকাশকস্য।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

অনাথ চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালস্য কুটিলা গতিঃ।

কাল-স্রোত অনন্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে, জীব তাহাতে ভাসমান হইয়া ছুটিতেছে। কখন বা অনুকূল বায়ু দ্বারা নীয়মান হইয়া সুখে চলিতেছে, কখনও বা প্রতিকূল রাতে বিধ্বস্ত হইয়া, বিপন্নবোধে কষ্ট পাইতেছে। জীবের অবলম্বনের জন্য কালবক্ষে অনন্ত উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, জীবকে তাহা ধরিয়া চলিতেই হইবে; নচেৎ কাল-সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন হইয়া, জীবসত্তা শেষ হইবে। সুখতরী অবলম্বনে সকলেই যাইতে ইচ্ছা করে, সৌভাগ্যক্রমে হয়ত জীব সুখতরী পাইয়াও থাকে; কিন্তু কালের কুটিল গতিতে পড়িয়া তরী জীর্ণাবশেষ হইয়া, সময়ান্তরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে

অথবা জীব স্বয়ং কালকুহকে পড়িয়া, ভিন্নদর্শনে মুগ্ধ হইয়া, সুখতরীকে দুঃখকারণ বলিয়া ত্যাগ করে। এইরূপে সর্ব্বদাই জীবের অবলম্বনের পরিবর্ত্তন হইতেছে; যেমন বায়ুর সংযোগে প্রকাশিত জলবিম্ব, পুনরায় সংযোগান্তে জলেই লীন হইয়া থাকে, সেইরূপ কালবক্ষে অনন্ত প্রাণীর আবির্ভাবও হইতেছে, আবার অবলম্বন-বিচ্যুতিতে কালেই তাহাদের লয় হইতেছে। একদা এইরূপ তিনটি প্রাণী,—স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র, একসঙ্গে এই কাল-স্রোতে দেখা গেল—যেন একই সূত্রে গাঁথা, পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া চলিতেছে।

স্বামীর নাম বিমলাচরণ ত্রিবেদী। বিমলাচরণ স্বীয় পত্নী অবলাসুন্দরী ও পুত্র অনাথনাথকে সঙ্গে লইয়া মাতৃভূমি অযোধ্যা নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্প্রতি চাম্বা নগরীতে বাস করিতেছেন। মাতৃভূমি-ত্যাগ ও চাম্বাবাসের কারণও সেই কালগতি—বিমলাচরণ সেই কাল-স্রোতে ভাসিয়া অযোধ্যা হইতে চাম্বাতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি অতি সজ্জন ও সরল প্রকৃতির লোক; বিদ্যা ও বুদ্ধিপ্রভাবে অযোধ্যায় সর্ব্বজনপূজিত ছিলেন, সম্পত্ত্যাদিও তাঁহার নিতান্ত অল্প ছিল না; তথাপি তাঁহাকে অতুল গৌরব, প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া চাম্বাতে আসিতে হইল। আসিবার কারণ আত্মীয়-বিরোধ। জীব লালসার দাস; সেখানে আত্মীয় পর নাই। লালসার বশীভূত হইয়া আত্মীয়ও পর এবং পরও আত্মীয় হইয়া থাকে। বিমলাচরণেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল; অভাগার কোন দোষই ছিল না; তথাপি তাহার শত্রু কেন?

পরন্তু খল ও লোভীর নিকট দোষগুণের বিচার নাই; লোভের বস্তু যেখানে দেখিবে, সেই খানেই সে আক্রমণ করিবে।

বিমলাচরণেরও তাহাই ঘটিল; তাঁহার বিপত্তির কারণ তাঁহার ধন মান। এত সম্পত্তি—এত ঐশ্বর্য্য—কুটুম্বরোষ কি তাহা সহ্য করিতে পারে? তাহা চক্ষে দেখিয়া, কি করিয়াই বা তাহারা স্থির থাকে? অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়কে অনেক যত্নে ও বিস্তর চেষ্টায় কর্ম্মক্ষম করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা কৃতজ্ঞ নহে; অপরন্তু তাহারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে উদ্যোগী ও যত্নবান্। খলের স্বভাব কাল-সর্পবৎ, উপকারের জন্য সে কৃতজ্ঞ নহে, দংশন করাই তাহার প্রকৃতি; উপকারী অপকারী নির্ব্বিশেষে অবসর মতে সে দংশন করিবেই। আজ বিমলাচরণেরও সেই দশা ঘটিয়াছে; তিনি পরম যত্নে কালসর্প পোষণ করিয়াছেন, তাই উহারা অবসর পাইয়া আজ তাঁহাকে দংশন করিল; বিমলাচরণ জ্বালায় অধীর হইয়া, চাম্বার অভিমুখে ছুটিলেন।

যেমন জীবের অবলম্বনের জন্য অনন্ত উপাদান কালবক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে; ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক জীবকে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে, তদ্রূপ ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, জীবের অবলম্বনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী; ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সাধের সংসার, লোকে বহু যত্নে সংসার-বীজ রোপণ করিয়া তাহার পোষণ করে; কিন্তু তাহাও সময়ে সময়ে বিষফল উৎপাদন করিয়া পরিহারোপযোগী হয়। বিমলাচরণ পূর্ব্ব সংসার পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র সংসার

অবলম্বনের জন্য চাম্বা যাত্রা করিলেন। এখানকার সংসার বৃহৎ নহে, সামান্য মাত্র; স্ত্রী ও একমাত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র লইয়া তিনি গৃহী। ঐশ্বর্য্যাদিরও কোন আড়ম্বর নাই; কোন প্রকারে কালাতিপাত করিবার জন্য সামান্য ব্যবসায়াদি উপজীবিকা অবলম্বনে ক্ষুদ্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে সংসার চলিল; ঝটিকার উৎপাত উচ্চবৃক্ষেই হইয়া থাকে, নিম্নভূমিতে তাহা স্পর্শ করে না; সুতরাং ক্ষুদ্র সংসারে কোন উৎপাত ঘটিল না। কিন্তু সংসার কখন চিরস্থায়ী নয়; ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, সংসার এককালে ঘুচিবেই, ইহা কালধর্ম্ম। বিমলাচরণের সংসারেও তাহাই ঘটিল—সময়ে বিমলাচরণ সংসারাবলম্বন-চ্যুত হইয়া কালগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র—তিনটি প্রাণী একই সূত্রে গাঁথা ছিল; সুতরাং একের অভাবে অপর দুইটি বিষম দায়ে পড়িল। স্বামীর অভাবে পতিপ্রাণা নারীর অত্যধিক কষ্ট হইয়া থাকে। তাহার উপর বর্ত্তমান অবস্থায় অসহায় বালক পুত্রের কি গতি হইবে, ইহাই তাঁহার সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

পরন্তু কি পাপে অভাগিনীর এ দুর্দ্দৈব ঘটিল? ধর্ম্মপথে থাকিবার ঈদৃশী পরিণতি, ইহাই কি বিধির নির্ব্বন্ধ? অথবা ইহাই কি বুঝিব যে, সদ্ভাবে বা অসদ্ভাবে কৃতকর্ম্মের কোন ফলাফল নির্দ্দিষ্ট নাই; যেরূপ সুযোগে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার ফলও কি সেইরূপ হইয়া থাকে? বিধাতার কূটরহস্য কে ভেদ করিতে পারে? বিধিকৃত উদ্দেশ্যের অর্থ মানুষ

কি বুঝিবে? বহির্দ্দৃষ্টিতে কেবল স্থূলভাবে যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, বিধিকৃত সূক্ষ্মকর্ম্মে কেমন করিয়া তাহার অবগতি হইবে? স্বভাবের গতি অতি বিচিত্র। অবস্থা-ভেদে হলাহলের অমৃতবৎ এবং অমৃতের বিষবৎ পরিণতিও দৃষ্টিগোচর হয়। এমতস্থলে সকল কর্ম্মের সম্যক্ দোষ গুণের বিচার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের দ্বারা সম্ভবপর নহে। আবার সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল আপাততঃ বিষবৎ, পরন্তু পরিণামে অমৃতবৎ; ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। * অনাথ ও অবলাসুন্দরীর অনুষ্ঠিত সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণামফল যে অমৃতবৎ হইবে না, তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব?

কে কত ভার বহনে সমর্থ, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে; অন্যে তাহা সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম। অবলাসুন্দরীর দুঃখভার তাঁহাকে কত কষ্ট দিতেছিল, তাহা তিনিই বুঝিয়াছিলেন— অন্যে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে না।

ফায়ারপ্রূফ নামক বস্ত্রবিশেষের ব্যবহারে অগ্নিদাহ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে পারা যায়। উক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া কোন ব্যক্তি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে লোকে মনে করিল, হায়, হয়ত লোকটা অগ্নিদগ্ধ হইল। তাহারা বহির্দ্দৃষ্টিতে যেমন দেখিল, সেইরূপই বুঝিল; ফায়ারপ্রূফে লক্ষ্য নাই; সুতরাং এইরূপ মীমাংসা। এ সংসারে সমস্ত সম্বন্ধই অনিত্য, এমন সাধের দেহ তাহারও সম্বন্ধ অনিত্য; সমস্তই ঘুচিয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না; থাকিবে কেবল আত্মসত্তা। সুতরাং আত্মায়

* যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নির্ভরতাই বাঞ্ছনীয়। সেই আত্মনির্ভরতা যাঁহার যত অধিক, তিনি সেই পরিমাণে সুখী। যাহার বিয়োগ আছে, তাহাতেই দুঃখ; পার্থিব সমস্ত সম্বন্ধই বিয়োগাধীন; সুতরাং তাহাতে দুঃখ অনিবার্য্য। সেই দুঃখ সকলেরই ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী। কি ধনবান্ কি নির্ধন সকলের পক্ষেই একই নিয়ম। পরন্তু আত্মনির্ভরকারীর পক্ষে নিয়ম স্বতন্ত্র; সে ধনবান্ হইয়াও ধনবান্ নহে, নির্ধন হইয়াও নির্ধন নহে—আত্মাই তাহার ধন, আত্মাতেই তাহার নির্ভরতা। আত্মা নিত্যবস্তু; সুতরাং সেখানে বিয়োগের আশঙ্কা কোথায়? দুঃখই বা কিরূপে সম্ভবে? আত্মনির্ভরকারী সমস্ত বস্তুই আত্মবৎ দেখিয়া থাকে, পরভাবে দেখে না; সুতরাং আত্মবৎ দেখিয়া সমস্তই আত্মাতে গ্রহণ করে। ভিন্নদর্শনের নিয়ম তাহা নহে; সমস্ত বস্তুতে পরভাবে দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে সেই পরবস্তুতে লয় করিবার চেষ্টা হয়। পর অনিত্য; সুতরাং বিয়োগজনিত কষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ফায়ারপ্রূফ বস্ত্র পরিধান করিলে অগ্নিদগ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না, সেইরূপ আত্মনির্ভরকারী আত্মকবচে সর্ব্বতঃ সমাবৃত হইয়া, তদবলম্বনে সর্ব্বত্র গতিবিধি করেন; সুতরাং পরের সংসর্গে আসিলেও, পর তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে না। অথবা আত্মনির্ভরকারীর সবই আত্মীয়, পর কেহ নাই; সুতরাং কে তাঁহাকে কষ্ট দিবে? পরন্তু তাহারও শিক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা অবলাসুন্দরীর ছিল; স্বামীর নিকট তিনি সে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানবে পশুপ্রকৃতি।

মানুষ বলিলেই, হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মনুষ্যাকারযুক্ত জীবকে বুঝায় না; যিনি মনুষ্যোপযোগী গুণে অলঙ্কৃত, তিনিই প্রকৃত-পক্ষে মনুষ্যপদ-বাচ্য। এরূপ মনুষ্য অতি বিরল; পরন্তু পশুগুণ-সমন্বিত মনুষ্যাকার জীব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মানুষের ধর্ম্ম স্বার্থত্যাগ; পশু চাহে স্বার্থসিদ্ধি। অপরের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল কয়টা লোক ভাবিয়া থাকে? পরের অনিষ্ট দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি, ইহাই সাধারণের ধর্ম্ম। মানুষের বিপত্তিকালই এই দ্বিতীয়োক্ত সম্প্রদায়ের লোকের স্বার্থসিদ্ধির প্রকৃত অবসর।

শ্মশানে মৃতদেহ দেখিলে, গৃধ্র-শৃগালাদির আনন্দ হইয়া থাকে; গৃহদাহ সময়ে তস্করগণ দ্রব্যাদি অপহরণের সুযোগ-

কাল ভাবিয়া থাকে; তদ্রূপ অবলাসুন্দরীর বিপত্তিতে অনেকেরই সুখের অবসর হইল। দুঃখিনী নারীর ভাগ্যে দুর্ব্বৃত্তদলের সমাগমের অভাব হইল না। বন্ধুর ভানে আসিয়া কপটাচারগণ অবলাসুন্দরার স্বামিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তিও অপহরণ করিয়া দুঃখিনার সর্ব্বনাশসাধন করিল।

এমত অবস্থায় মাতা অবলাসুন্দরী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস,এক্ষণে আমরা সহায়হীন; আমাদের অর্থবল, লোকবল, কিছুরই সঙ্গতি নাই; এক্ষণে আমিই তোমার একমাত্র আশ্রয়স্থল; কিন্তু অনন্যোপায় বলিয়া তোমার প্রতি যথাবিধি কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিতেছি না।"

অনাথ উত্তর করিল।—"কেন মা, খুল্লতাত বর্ত্তমান আছেন, মাতুলও আছেন। তাঁহাদের নিকট গিয়া ত আমরা অনায়াসে থাকিতে পারি?"

মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া বিষণ্ণা হইলেন। বিষণ্ণা হইবার কারণ, অপর কিছুই নহে—অকৃতজ্ঞ আত্মীয়গণের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, নবীন হৃদয়ে ক্ষুণ্ণভাব উৎপাদন করিতে হইবে, তাই তিনি বিষণ্ণা। কিন্তু পুত্রের কথায় একেবারে নিরুত্তর থাকাও ভাল বুঝিলেন না; তাই বলিলেন—"তুমি তাঁহাদের আত্মীয় ভাবিতে পার; কিন্তু তাঁহারা তাহা না ভাবিলে, তুমি কিরূপে তাঁহাদের আত্মীয় হইবে? কিরূপেই বা তাঁহাদিগের নিকট আত্মীয়োপযোগী কর্ত্তব্যের প্রত্যাশা করিবে? তোমার পিতা তোমার খুল্লতাতদিগকে বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাঁহাদের

আচরণে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া, মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া, এই চাম্বা নগরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ আমাদের এই চাম্বা-নির্ব্বাসনের অপর কি কারণ আছে? এমত অবস্থায় তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিরূপে কোন সাহায্যের আশা করিতে পার? তাঁহারা তোমার পিতার প্রতি যে কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহা তোমার বা আমার সম্বন্ধে যে করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তোমার মাতুল সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তোমার মাতুলের অতি শৈশবকালেই মাতৃবিয়োগ হয় এবং আমিই তাঁহাকে মাতৃস্বরূপে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত লালন পালন করিয়াছি। যতদিন তোমার মাতামহ জীবিত ছিলেন, ততদিন তোমার মাতুলালয়ে আমার আদর ও যত্ন ছিল। তাঁহার দেহান্তের পর হইতে আমার তথাকার আত্মীয়তা ঘুচিয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় তাঁহাদের নিকট কিরূপে সাহায্য প্রত্যাশায় উপস্থিত হইতে পারি?"

অনাথ বলিল—"আত্মীয়গণের আত্মীয় বোধ না থাকিলেও, আমাদের অবস্থা দেখিয়াও কি তাঁহাদের আত্মীয়বোধ হইবে না? কেন মা, এ বিপন্নাবস্থা দর্শনে শত্রু হৃদয়েও যে করুণার সঞ্চার হয়! আমার বোধ হয়, তাঁহারা কখনই আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না; অন্ততঃ লোকলজ্জা ভয়েও পারিবেন না। রক্তমাংস-বিশিষ্ট মনুষ্য-শরীরে পাষাণহৃদয়ের অস্তিত্ব সম্ভবে না।"

মাতা বলিলেন—"বৎস, তুমি সরলহৃদয় বালক; তাই তোমার

মনে ঐরূপ যুক্তি হইতেছে। পাষণ্ডদের আবার করুণা কি? লোকলজ্জাই বা কি? তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপে প্রণোদিত হইতেছে, সেইরূপই করিতেছে। সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অমুকের সহিত আমার এই সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সম্বন্ধোচিত তৎপ্রতি আমার কর্ত্তব্যও আছে। যেখানে কোন সম্বন্ধই নাই, সেখানে কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? অন্যের দুঃখে দুঃখ-বোধ হইলেই তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। যেখানে দুঃখ-বোধ নাই, সেখানে করুণার সঞ্চার কি প্রকারে হইবে? কর্ত্তব্যই বা কি থাকিতে পারে? অপরের হৃদয়ে যেরূপ আঘাত লাগিবে, নিজ হৃদয়ে তাহার প্রতিঘাত না হইলে, সেই আঘাতের কথা কিরূপে বুঝিবে? পশুবৎ জীবে মনুষ্যোচিত আচরণ সম্ভবে না। ইহাদের যখন যে ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে, তখন তাহারই বশে তদনুরূপ কার্য্য করে। যেমত কোন মার্জ্জার অত্যধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, রসনার তৃপ্তির জন্য নিজ শিশুকেও ভক্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু পুনরায় বাৎসল্যভাব হৃদয়ে উদিত হইলে, 'হায় কি করিলাম' বলিয়া 'ম্যাও' 'ম্যাও' রবে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে থাকে; মনুষ্যাকার-বিশিষ্ট পশুদেরও সেই দশা।—তাহারা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, কোন্ অকর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া থাকে, ও তাহার ফলে কি কষ্টই না সহ্য করিয়া থাকে? এমত অবস্থায় এরূপ জীবগণের নিকট দয়ার প্রত্যাশা করা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র; তবে তোমার দ্বারা তাহাদের স্বার্থ-সাধনোপযোগী কোন কার্য্য সাধন হইতে

পারে, ইহা বুঝিতে পারিলে, তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারে।”

অনাথ বলিল—“আমি আপনার পুত্র; মাতার প্রতি-পালন কার্য্য পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব যাহাতে আমি অপরের কার্য্যোপযোগী হইয়া, আপনাকে প্রতিপালন করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা অদ্য হইতে করিব।”

মাতা বলিলেন—“না বৎস, তোমার এক্ষণে বয়ঃক্রম অল্প; এখন তুমিই আমার প্রতিপাল্য। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তুমি আমার দায় গ্রহণ করিও। চল, এক্ষণে আমরা তোমার মাতুলালয়েই যাই; তথায় তাহাদের সংসারে যথোচিত সাহায্য করিয়া, থাকিবার চেষ্টা করি।”

অনাথ বলিল—“মা, আর কতদিন পরে আমি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইব এবং আপনার ভারগ্রহণে অধিকারী হইব?”

মাতা বলিলেন—“এক্ষণে তোমার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র; আর দুই বৎসর পরে, অধিকারী হইবে।”

মাতার প্রস্তাবে পুত্র অগত্যা সম্মত হইল; কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প রহিল যে, নির্দ্দিষ্ট সময় আসিলেই মাতাকে নিজ দায় হইতে মুক্ত করিবে।

অবলাসুন্দরী পুত্রসহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন; পরন্তু আবার একটি চিন্তার বিষয় তাঁহার মন অধিকার করিল। চিন্তা নিজ সম্বন্ধে নহে, নিজ সম্বন্ধে থাকিবারও কোন কারণ ছিল না; যে হেতু স্বামীর শিক্ষাগুণে তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন। চিন্তা পুত্র-

সম্বন্ধে—পাছে কোমল হৃদয়ে কোন কারণে আঘাত লাগিয়া পুত্র কষ্ট পায়, তাহাই তাঁহার চিন্তা ; পাছে পুত্রের নবীন হৃদয়ে সঙ্গদোষ-জনিত কুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা। সে কারণে, যে মন্ত্রে স্বয়ং স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই পুত্রকে উপদেশ দিলেন। যথা—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

এইরূপে উভয়ে মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-সম্বন্ধ ধর্ম্মমূল ;—পাশব নহে।

স্বভাব অনন্তভাবে বিরাজিত ; জীব মাত্রই সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রত্যক্ষ উদাহরণ স্থল। একটির সহিত অন্য একটির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই ; ভিন্ন ভাব থাকিবেই, ইহা স্বভাবের নিয়ম। তবে স্থূলভাবে দেখিতে গেলে, কতক কতক সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে। সে মতে, কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্যপ্রিয়, কোনটি বা অধর্ম্মপ্রিয় ও মিথ্যাব্যবসায়ী ; তন্মধ্যে কেহ বা দানশীল, কেহ বা কৃপণ-স্বভাব, আবার কেহ বা মিশ্র-গুণ-সমন্বিত। অমৃতসহর-নিবাসী অনাথের মাতুল যশোদানন্দ শেষোক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন। যশোদানন্দ ধনে, মানে ও দানশীলতায় অমৃতসহরে এক জন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন ; তথাপি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটুকু বিশেষ ছিল ; তাহা

পরে বিবৃত হইতেছে। যশোদানন্দ দানশীল অথচ কৃপণ-স্বভাবও ছিলেন—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দানের যোগ্যপাত্র দেখিয়া, করুণার আবেগে তাঁহার দানকার্য্য হইত না; তবে যশোলাভেচ্ছায় বড় বড় সমিতিতে বা রাজদ্বারে তিনি দান করিতেন; পরন্তু অত্যন্ত বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার চিত্তে করুণার লেশমাত্র উদ্রিক্ত হইত না এবং দারিদ্রের সাহায্যার্থ এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না—ভাবিতেন, যখন দাতা ও গ্রহীতা ভিন্ন অপর কেহই জানিল না, তখন এ দানে ফল কি? যশোদানন্দের আত্মীয়পালন একটি গুণ ছিল, আবার আত্মীয় নিগ্রহ দোষও ছিল—বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিজ সুখ ও বিলাসের জন্য যাহাদের প্রতি তাঁহার স্বার্থ সম্বন্ধ ছিল, সেই সকল আত্মীয়গণই তাঁহার অনুগ্রহ পাইত; অপরাপর আত্মীয়গণ,—যাহাদের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে—তিনি উদাসীন থাকিতেন। তিনি প্রবঞ্চক ছিলেন, লোকের নিকট স্বয়ং প্রবঞ্চিত হইতেও ভাল বাসিতেন—বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্‌গুণযুক্ত ছিলেন না; তবে গুণের ভান করিয়া, বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা লোককে প্রবঞ্চিত করিতেন এবং যথার্থবাদী কেহ তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিলে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না—যে তোষামোদ ও মিথ্যাব্যবহারে তাঁহাকে প্রতারিত করিত, সেই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইত। ফলকথা বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি তৃণগর্ভ মৃৎ-পুত্তলিকার ন্যায় সুন্দর-দর্শন ছিলেন।

জগতে এইরূপ নর-পশুর অভাব নাই ; কেবল যে যশোদানন্দ ঐরূপ স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা নহে। নরপশু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন, গো, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর পশু মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী হইয়া, বহুতর উপকার সাধন করে, পরন্তু সেই গো, অশ্ব প্রভৃতি সেই সেই উপকার করণোদ্দেশে কোন কার্য্যই করে না, বরং খাদ্যাদি প্রাপ্তির লোভপ্রযুক্তই তৎসমস্ত করিয়া থাকে ; তদ্রূপ এই নরপশু সম্প্রদায়ের দ্বারা মনুষ্য-সমাজে বহুতর সৎকার্য্যাদি সাধিত হইয়া থাকে ; পরন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সৎকার্য্য সাধন নহে, উহারা অপরাপর উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে—যেন বিধাতা কর্ম্মফলের প্রলোভন দেখাইয়াই তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতেছেন।

এইরূপ নরপশু যশোদানন্দের নিকট অবলাসুন্দরী পুত্রসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবলা-সুন্দরী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন ; কিরূপ কথায় ভ্রাতার মন আকৃষ্ট হইবে, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাই সেইভাবে অবলাসুন্দরী ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাই, এক্ষণে আমরা সহায়হীন ; তুমি আত্মীয়, তাই আশ্রয় লাভো-দ্দেশে তোমারই নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অপরাপর কতলোক তোমার সাহায্য পাইয়া থাকে ; আত্মীয়ের ত কথাই নাই। অতএব আশা করি, আমরাও সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইব না। আমরাও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তোমার সংসারের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক ব।"

যশোদানন্দ মনে মনে ভাবিলেন—"এ সুযোগ মন্দ নয়; এককালে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—ইহাদের প্রতিপালনে লোক-সমাজে আমি এক জন আত্মীয়-প্রতিপালক বলিয়া পরিচিত হইব, অথচ ইহারা সংসারে থাকিলে, অপরাপর অনেক সুযোগও হইতে পারে"। তাই প্রকাশ্যে বলিলেন—"সে কি ভগিনি, তুমি সংসারে কর্ত্রীস্বরূপ থাকিবে, ইহা ত অতীব বাঞ্ছনীয়। এখন আমায় বহুতর সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; বিশেষতঃ গৃহিণী অসুস্থা বলিয়া রন্ধনের জন্য পাচিকা নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। ভদ্র আর্য্য পরিবারে স্বতন্ত্র পাচক-পাচিকার প্রয়োজন-বোধ কখন বাঞ্ছনীয় নহে, তথায় রন্ধনাদি কার্য্য পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণের দ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বেতনভোগী লোকের নিকট খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে যত্ন বা শ্রদ্ধার আশা করা যায় না। তথাপি কি করি, অনন্যোপায় বলিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, ইহা অতি উত্তম সংযোগ বুঝিতে হইবে—আজ সে কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা হইল। অনাথ আমার পুত্রতুল্য; আমার দুইটি পুত্র আছে, অনাথও তৃতীয় পুত্রের মত থাকিবে। আমার পুত্র দুইটিই অল্পবয়স্ক; সুতরাং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন পরিচারক রাখিতে হইয়াছে। অসভ্য ইতর লোকের সহবাসে পুত্র নষ্ট-স্বভাব হইবে, ইহা জানিয়াও, কি করি, অনন্যোপায় বলিয়া সে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পরন্তু অতঃপর আর তাহার প্রয়োজন হইবে না; তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনাথেরই

রক্ষণাবেক্ষণে তাহারা থাকিবে। ভগিনি, বাল্যকাল হইতে আমি তোমারই যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, আজ সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের পুনর্মিলনের সুযোগ হইল।”

উপরি উক্ত প্রস্তাবে অবলাসুন্দরী সম্মতা হইলেন এবং পুত্রসহ ভ্রাতার সংসারেই থাকিতে লাগিলেন। কিছুদিন ভগিনী ও তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে যশোদানন্দের আদর ও যত্ন রহিল; পরে কপটীর কাপট্য ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল। ‘ভগিনীর হস্তে গৃহের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন’ ইহা যশোদানন্দেরই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত ব্যবস্থা; তাহা ক্রমশঃ স্তোকবাক্যে পরিণত হইল। প্রকৃতপক্ষে গৃহসম্বন্ধে অবলাসুন্দরীর কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব রহিল না; তবে তিনি পাকশালার পাককার্য্যে একাধিপত্য পাইলেন এবং অনাথও মাতুল-পুত্রদ্বয়ের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

ইদানীন্তন বিধবার ভাগ্যে ঈদৃশী পরিণতি, ইহা কিছু নূতন কথা নহে; এ সম্বন্ধে কেবল যে যশোদানন্দই দোষী, তাহাও নহে; বর্ত্তমান আর্য্যসংসারে প্রায়শঃ সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—যেন অসহায়া বিধবাগণের ইহাই বিধিনির্ব্বন্ধ। বিধবা রমণীর প্রতিপালন কার্য্য, তাহার আত্মীয়গণ একটা মহাদায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। লোকে অপরাপর কত প্রকার দায়ই না সহ্য করিতেছে, তথাপি বিধবার দায় কেহ গ্রহণে প্রস্তুত নহে।

পরন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলিলে, আর্য্য-ধর্ম্মপত্নী কখনও বিধবা হয়েন না এবং কিছুতেই তাঁহার কষ্ট হয় না। স্বামীর উপদেশে বিশ্বপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বামী

বর্ত্তমান থাকিতে তিনিই তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতা; তদভাবে সদ্‌গুরুই তাঁহার গতি। এমত সংসর্গে তিনি সংসারের যাবতীয় কষ্ট তৃণবৎ জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে শিখেন।

যেমন লতা বৃক্ষাবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, বৃক্ষের অভাবে সে ক্ষীণ, মলিন ও শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়ে, তদ্বৎ স্ত্রীজাতি ও পুরুষাবলম্বন ব্যতিরেকে অনন্যসাপেক্ষ ভাবে থাকিতে অক্ষম। কি মনুষ্য, কি পশু, সকলেরই এই স্ত্রীপুরুষের বন্ধনীর আবশ্যক—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। তবে বন্ধনের তারতম্য আছে; বন্ধন পশুসমাজে কামভাবে এবং মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মভাবে সাধিত হয়। মনুষ্য-সমাজে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বলিয়া উক্ত হয়েন—'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। যেমন লতা যে বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তাহারই গুণ পাইয়া থাকে, তদ্বৎ স্ত্রীও স্বামি-সংসর্গে স্বামীরই গুণ পাইয়া থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী হইলে, সে দোষ স্ত্রীর নহে, সে দোষ স্বামীর—স্বামী যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথেই স্ত্রী যাইতে শিখিয়াছে।

অতএব আর্য্য-ধর্ম্মপত্নীর বিধবা হইবার আশঙ্কা কোথায়? ধর্ম্মপতির ব্রহ্মই মার্গ; সহধর্ম্মিণী স্ত্রীও সেই মার্গ অবলম্বন করিয়াছে; সুতরাং তাহার বিপথে যাইবার সম্ভাবনা কেন হইবে? সেই ব্রহ্মই সকলের পতি; সুতরাং তিনি বিশ্বপতি নামে অভিহিত। ব্রহ্ম অলক্ষিত পুরুষ—স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। সেই প্রত্যক্ষ দেবতার অভাবে শাস্ত্রে অন্য পতিরও ব্যবস্থা আছে—তিনি অজ্ঞানতিমিরচ্ছেদী ব্রহ্মভাবাপন্ন জিতেন্দ্রিয়

গুরু ;—স্বামীর অভাবে, আত্মোন্নতিসাধনার্থ, তাঁহারই নিয়োগে স্ত্রীজাতির থাকিবার ব্যবস্থা।

জীব জন্মের দ্বারা পশুভাবাপন্ন ; যে পর্য্যন্ত না পশুভাব ঘুচিয়া মনুষ্য ভাবাপন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত জীব প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য পদ-বাচ্য নহে। পশুপতির আরাধনায় থাকিয়া, বিশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জীবের পশুভাব ঘুচিয়া যায়। সেই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য জগতে কতিপয় সংযোগের আবশ্যক হইয়া থাকে ; বিবাহ-সংযোগও তন্মধ্যে একটি। এই বিবাহ-সংযোগ মনুষ্য-সমাজেই প্রচলিত ব্যবস্থা। পশুগণ মধ্যে যেরূপভাবে স্ত্রী পুরুষে সংযোগ হইয়া থাকে, মনুষ্য-সমাজে বিবাহ-সংযোগ সেরূপ নহে। উহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, উহা ধর্ম্মোদ্দেশে সাধিত হয় ; নচেৎ স্ত্রীপুরুষে মিলন, উহাত স্বাভাবিক ভাবে জীবের হৃদয় মধ্যে বর্ত্তমান আছেই ; পুনরায় নূতন করিয়া সংযোগের আবশ্যকতা কেন হইবে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপদি ধৈর্য্যম্‌।

এইরূপে দীনভাবে থাকিয়াও অবলাসুন্দরী ও তৎপুত্র শক্রশূন্য হইল না—এখানেও তাহাদের শত্রু জুটিল। শত্রু, যশোদানন্দের স্ত্রী। ভগিনী ও ভাগিনেয়ের কার্য্যকলাপ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, পাছে যশোদানন্দ তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হয়েন ও তজ্জন্য তাঁহার নিজ স্বার্থের কোন অনিষ্ট হয়, ইহাই তাঁহার আশঙ্কা। তাই তিনি স্বামীর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কত কি বলিয়া, তাঁহাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেন এবং বলিতেন—'আজ অবলাসুন্দরী ব্যঞ্জনাদি পুড়াইয়া দিয়াছে; 'আজ অনাথ বালকদিগকে অযথা মারিয়াছে' ইত্যাদি। স্ত্রৈণ যশোদানন্দও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মধ্যে মধ্যে

তাহাদের প্রতি অযথা তিরস্কার করিতেন। অবলাসুন্দরী তাহা বুঝিতেন, বুঝিয়াও স্থির থাকিতেন; ভাবিতেন—'ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক'।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল; তথাপি সেই একই ভাব—অবলাসুন্দরী ও তাঁহার পুত্রের অবস্থার আর পরিবর্ত্তন হইল না। তবে কি ইহাই বিধাতার উদ্দেশ্য যে, তাহাদের এইরূপ একাদিক্রমে কষ্ট সহ্য করিয়াই জীবনযাত্রা শেষ করিতে হইবে? কিন্তু না, স্বভাবের তাহা নিয়ম নহে। বিপদের পর সম্পদ, দুঃখের পর সুখ, ইহা অবশ্যম্ভাবী। দিবসের সূর্য্যতাপে প্রপীড়িত জীব রাত্র্যাগমে আশ্বস্ত হইতেছে, পুনরায় রাত্রির শৈত্যকষ্টে প্রপীড়িত জীব দিবসাগমে আশ্বস্ত হইতেছে। এইরূপে দুঃখের পর সুখ, বিপদের পর সম্পদ ইত্যাদি-পর্য্যায়ক্রমে সংসারস্রোত নিশ্চিত নিয়মে চলিতেছে; পরন্তু জীব মুগ্ধ হইয়া, সম্পদে অথবা বিপদে আত্মহারা হইয়া, ইন্দ্রিয়কবলে আত্মবিসর্জ্জন দিতেছে। 'বিপদি ধৈর্য্যম্',—ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে যথাসময়ে বিপদ আপনিই ঘুচিয়া যাইবে। গৃহ-দাহ উপস্থিত হইলে, জ্বলন্ত অগ্নিতে 'হায় কি হইল' বলিয়া ঝম্প প্রদান করিলে, অগ্নি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অব্যাহতি দিবে না; তাহার যাহা কার্য্য, তাহা সে করিবেই; অধিকন্তু যে ঝম্প প্রদান করিল, তাহাকেও আত্মসাৎ করিবে। পরন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জল-সেচনাদির দ্বারা অগ্নি-নির্ব্বাপণের চেষ্টা করিলে, অথবা উপায়ান্তর না থাকিলে, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও,

অগ্নি যথাসময়ে আপনিই নির্ব্বাপিত হইবে। সেইমত অবলা-সুন্দরী ও অনাথ যশোদানন্দ-ভার্য্যার রোষভাব অপনোদন করা দুরূহ বুঝিয়া, নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তাঁহারা মনে করিলেন,—যথাসময়ে প্রতীকার আপনিই হইবে। সে সময়ের সূচনা অদূরে দেখা গেল; অনাথ সেই সূচনার আবাহনে অগ্রসর হইতে লাগিল।.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভগবদ্-বলের প্রাধান্য।

কালের প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে শেষে কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মাতা বলিয়াছিলেন যে, 'আর দুই বৎসর পরে অনাথ তুমি আমার ভারগ্রহণে অধিকারী হইবে'। সেই কাল আজ উপস্থিত; তাই অনাথ হৃষ্টমনে মাতার নিকট গিয়া বলিল,—"মা, আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছি; এক্ষণে মাতার প্রতি পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি প্রাপ্তির ইচ্ছা করি।"

অবলাসুন্দরীর পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিল; অনাথের সেই পূর্ব্ব প্রশ্ন 'মা আমি কত দিনে প্রাপ্তবয়স্ক হইব' তাহা মনে পড়িল; পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিলেন; পরন্তু কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন—"অনাথ তুমি কি বলিতেছ?"

অনাথ বলিল—"কর্ত্তব্য বোধে বর্ত্তমান সময়ে যেটুকু বলা উচিত, তাহাই বলিতেছি এবং আপনারই পূর্ব্বকথিত 'তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আমার ভারগ্রহণ করিও' এই আশ্বাসবাক্য অনুসারে বলিতে সাহসী হইয়াছি।"

অবলাসুন্দরী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে বলিলেন—"বৎস, তুমি কি করিতে চাহ?"

অনাথ বলিল—"আমি অর্থ উপার্জ্জনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও আপনার সেবা কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে করিতে পারি, তাহারই উদ্দেশে দেশান্তরে যাইতে ইচ্ছা করি।"

মাতা বলিলেন—"সে কি অনাথ, তুমি বালক; কখন বাহিরে যাও নাই; এ যাবৎকাল পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহেতেই আবদ্ধ আছ; অতএব তুমি একাকী কিরূপে বহির্গমনে সাহসী হইতেছ?"

অনাথ বলিল—"সে কি মা, কর্ত্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই, ভগবান্ তাহাকে সাহায্য করেন। পক্ষিশাবকও প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, মাতাকে তাহার প্রতিপালন কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া, স্বয়ং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বাহির হইয়া থাকে। আর আমি মানুষ, আমি তাহা পারিব না? বিশেষ আমি একাকীও যাইতেছি না।"

পুত্র একাকী যাইবে না শুনিয়া, কতকটা আশ্বস্তা হইয়া, মাতা বলিলেন—"তোমার সহিত অপর কে যাইবেন?"

অনাথ বলিল—"আপনারই প্রদর্শিত হৃদয়ের সখা—হৃষীকেশ।"

পুত্রের কথা শুনিয়া অবলাসুন্দরীর মোহ দূর হইল; তিনি বলিলেন—"বৎস, তোমার দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম; তোমার নবীন উদ্যমে আমি বাধা দিব না; সেই হৃষীকেশই তোমার মঙ্গল করিবেন; তুমি কর্ত্তব্য বোধে যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহা করিতে পার।" এই বলিয়া তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ রক্ষিতসম্বল কতিপয় মুদ্রা, পুত্রের পাথেয়ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহার হস্তে দিলেন।

অতঃপর অনাথ মাতুলের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমরা আপনার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছি; মাতার ও আমার জীবিকার ভার আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আপনার পুত্রতুল্য; পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, পিতার ভার লাঘব করিয়া থাকে; আমি আপনার সেই ভার লাঘব করিবার উদ্দেশে, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দেশান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।"

যশোদানন্দ ভাগিনেয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহার উদ্যমে বাধা দিবার কোন উপায়ই নাই; অনাথের অভাবে যে নিজ পুত্রদেরও রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি হইবে, ইহাও বুঝিতেছেন; কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, তিনি বলিলেন—"বৎস, এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? উহার সুযোগ আমিই সময়ান্তরে করিয়া দিব।"

অনাথ উত্তর করিল—"উহার সুযোগ আমারই দেখা উচিত। এজন্য আপনাকে বিব্রত করা আমার উচিত নহে।"

ভাগিনেয়ের দৃঢ়তার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে

না বুঝিয়া, যশোদানন্দ শেষে বলিলেন—"তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম; আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

পরে অনাথ মাতুলানীর নিকট গেলেন এবং বিদায় পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাতুলানী পূর্ব্ব হইতেই অনাথকে দেখিয়া ভীত হইতেন; ভাবিতেন,—কি জানি, হয়ত কোন সময়ে যশোদানন্দের অধিকতর প্রিয় হইয়া বালক তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাই হৃষ্টমনে বিদায় দিয়া বলিলেন— "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন; তুমি যেমন ভাল ছেলে, এরকম ছেলে আজকাল কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? তা তোমার ভালই হইবে।"

অবশেষে অনাথ তাহার স্নেহাস্পদ মাতুল-পুত্রদ্বয়ের নিকট গেল। পরন্তু তাহাদের নিকট উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবামাত্র বালক দুইটি অধীর হইয়া বলিল—"দাদা, তুমি কোথায় যাইবে? আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।" অনাথ মধুরবচনে অনেক বুঝাইয়া 'শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব' ইত্যাদি আশ্বাস-বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিল। যশোদানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রটি বলিল,—"দাদা, আমার জন্য একটি কাঠের ঘোড়া আর একটি ভাল ছড়ি আনিও।"

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, অনাথ গমনোন্মুখ হইল। বালক সহচরগণ 'দাদা আবার শীঘ্র প্রত্যাগত হইবে' অথবা 'ঘোড়া ও ছড়ি আনিবে' ইত্যাদি আশ্বাস-বাক্যে ক্ষান্ত হইল; যশোদানন্দ প্রভৃতিও আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু মাতার

প্রাণ—স্থির থাকিতে পারিল না। পার্থিব সমস্ত বস্তুর বিনিময়ে একমাত্র পুত্রই যাঁহার অবলম্বন ছিল, পুত্রকে পলক মাত্র অন্তরালে রাখিয়া যিনি কখন স্থির থাকিতে পারিতেন না, তিনি 'পুত্র কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে কোথায় যাইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই' ইহা বুঝিয়া, কি রূপে স্থির থাকিবেন? বিশেষ তিনি ত রাক্ষসী-স্বভাবসম্পন্না মাতা ছিলেন না, যে তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণ-কালের জন্য বাৎসল্যভাবের উদয় হইয়া, পর মুহূর্ত্তে তাহা বিলীন হইবে—পরন্তু তাহা সুদৃঢ় ও অচলভাবে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। ভগবদ্ভাবও তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহা বাৎসল্যভাবকে পরিভব করিতে পারে নাই। তাই এই কষ্ট ও যাতনা; নচেৎ হৃদয়ে ভগবানের অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইলে, বিচ্ছেদযন্ত্রণা কেন হইবে? সেস্থলে বিপদের আশঙ্কাই বা কোথায়? কথায় বলে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'—যিনি সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি সহায় থাকিলে, অনিষ্টের সম্ভাবনা কেন হইবে? তবে সেইরূপ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আবশ্যক; তাহা ভগবৎ-সহবাসে আপনিই হইয়া থাকে।

অনাথ যাত্রা করিল; দুঃখিনী মাতা দেখিতে লাগিলেন; যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, ততক্ষণ দেখিলেন; অনাথ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, কে যেন দুঃখিনী হৃদয়ে একটা আঘাত করিল,—তাহাতে শব্দ উত্থিত হইল 'হায় কি হইল'। অনাথের হৃদয়ে সেই আঘাতের প্রতিঘাত হইল, অনাথ তাই ভাবিতেছে—"এ আবার কি? হয়ত মাতা কষ্ট পাইতেছেন।" অনাথের

চিত্তদৌর্ব্বল্য আসিয়া জুটিল, মন আর অগ্রসর হইতে চাহে না; মন পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইল। পরক্ষণেই কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল—"তুমি সাধু উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া, পুনরায় কেন পশ্চাৎপদ হইতেছ?" অনাথের দীক্ষামন্ত্রের কথা স্মরণে আসিল—"ত্বয়া হৃষীকেশ ইত্যাদি" স্মরণ মাত্রই তাহার মোহ অপনোদিত হইল। অনাথ বুঝিল, যে বলে বলীয়ান্ হইয়া সে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছে, সেই বলই তাহার মাতাকে রক্ষা করিবে। এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, পুনরায় পূর্ণ উদ্যমের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে সে চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ সকলকারই একটা উদ্দেশ্য থাকে; অনাথেরও তাহা ছিল—তাহা জীবিকা-সংগ্রহের জন্য দেশান্তরে গমন। লোকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, পূর্ব্ব হইতেই বহুবিধ ব্যবস্থার কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু অনাথের তাহা ছিল না—দেশান্তরে গিয়া জীবিকা সংগ্রহ করণ এইটুকু মাত্র তাহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু দেশান্তরে গিয়া কি করিতে হইবে, অথবা কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাহার সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এ বিষয়ে সে পূর্ব্বে কিছুমাত্র চিন্তা করে নাই। তবে কাহার ভরসায় সে এরূপ অনিশ্চিত কার্য্যে ব্রতী হইতেছে?—ভরসাস্থল একমাত্র সেই হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ।

যেমন সমুদ্রবক্ষে নাবিক দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া,

'কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়' হইয়া, শেষে ভগবন্নির্ভরতা অবলম্বন পূর্ব্বক তরীখানি বায়ুমুখে ছাড়িয়া দেয় এবং বলে, 'ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক'; অনাথও সেই পন্থা অবলম্বন করিল; কি করিবে, কোথায় যাইলে কার্য্যের সুযোগ হইবে, কিছুই জানে না; সুতরাং বলিতেছে—"হৃষীকেশ, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ তোমারই নিয়োগে কার্য্য করিয়া যাইব"। কৃপালু ভগবান্ কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন; যে তাঁহাকে চাহে, সেই পায়; যে তাঁহার প্রতি নির্ভরতা রাখে, তাহাকেই তিনি সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান। সেই মতে নাবিকেরও সুগতি হইয়া থাকে, সুবাতাসের দ্বারা নীত হইয়া, তরী অকূল সাগরে কূল প্রাপ্ত হয়; অনাথেরও যে সুগতি হইবে না; তাহা কে বলিল?—তাহা অবশ্যই হইবে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

অনাথ নিশ্চিন্তমনে চলিতেছে, কোথায় যাইতেছে, তাহা সে জানে না। দিনমণিও অবিশ্রামগতিতে চলিতেছেন; পরন্তু তাঁহার যাইবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে—তিনি বিশ্রামার্থ অস্তাচল-শিখরদেশ অবলম্বন করিলেন। অনাথেরও বিশ্রামভূমির নির্দ্দেশ হইল। অদূরে একটি উদ্যান-সমীপে সরোবর-তীরে শিলাখণ্ডোপরি তাহার বিশ্রামাসন নির্দ্দিষ্ট হইল। উদ্যান-মধ্যে একটি কুটীর ছিল, তাহা একটি কাপালিকের বাসগৃহ। গৃহমধ্যে একটি কালী দেবীর প্রতিমা ও সম্মুখে একটি শোণিতরঞ্জিত হাড়িকাষ্ঠ স্থাপিত ছিল। কাপালিক একটি সবল ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন; তাঁহার দেহ চিতাভস্মে

আবৃত, গলদেশে অস্থিমালা দোদুল্যমান, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি-লক্ষণাক্রান্ত সেই কাপালিক উদ্যানমধ্য হইতে অনাথকে দেখিল, দেখিয়া আতিথ্যে আহ্বান করিবার জন্য অগ্রসর হইল। এ আহ্বানের উদ্দেশ্য আগন্তুকের প্রতি দয়া প্রকাশ নহে; পরন্তু আগন্তুক দেবী-ভোগের উপযোগী কি না, তাহারই নির্ণয়ের জন্য কাপালিক অগ্রসর হইতেছে। কাপালিকের ধর্ম্মানুসারে সেই দেবীর স্থানে স্বেচ্ছাগত নর বা পশু দেবীরই ভোগ্যবস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়া, সেই শোণিত-রঞ্জিত হাড়িকাষ্ঠে তাহাদের বলিদানের ব্যবস্থা হইত। 'নর' বলিতে পশু-স্বভাবসম্পন্ন নর বুঝিতে হইবে; পরন্তু মনুষ্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে হাড়িকাষ্ঠের ব্যবস্থা ছিল না—তাহারা দেবীরই সন্ততি বলিয়া পরিত্যাজ্য হইত।

স্বেচ্ছাক্রমে কে হাড়িকাষ্ঠে মস্তক অর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়? যেমন মৎস্যলোভী ব্যক্তি মৎস্য ধরিবার উদ্দেশে খাদ্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া, কৌশলে মৎস্য ধরে, কাপালিকেরও তদ্রূপ ব্যবস্থা—জীবগণকে আতিথ্যাদি যত্নের দ্বারা মুগ্ধ করিয়া, শেষে হাড়িকাষ্ঠে তাহাদের বলিদানের ব্যবস্থা করিতেন।

কাপালিক অনাথকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পরে নিকটস্থ হইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বালক, কোথা হইতে এবং কি উদ্দেশ্যে মায়ের স্থানে আসিয়াছ"। প্রশ্ন শুনিয়া অনাথ বুঝিল—উহা কোন দেবীর স্থান এবং কাপালিক দেবীর সেবক। উত্তরে বলিল—"মায়ের ছেলে মাতৃদর্শনেরই অভিলাষ করিয়া থাকে"।

উত্তর শুনিয়া, কাপালিক অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বুঝিলেন, বালক দেবীভক্ত; বলিদান তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। কাপালিক বলিলেন—"চল তবে অগ্রে মাতাকে দর্শন করিবে, পরে অন্য কথা হইবে"। অনাথ ভাবিল 'ইহা দৈব সংযোগ; বুঝি হৃষীকেশ এইবার কৃপাদৃষ্টি করিলেন'।

উভয়ে উদ্যানস্থিত দেবীমন্দিরের দিকে চলিল। মন্দির সমীপে আসিয়া অনাথ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিল। পরে তথায় উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। অনাথ আত্মকথা সমস্ত বলিল। তাহা শুনিয়া কাপালিকের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। পরন্তু "পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ" এই কিম্বদন্তীই সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হয়; এস্থলে 'পাষাণহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক' এটি অভিনব কথা বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কাপালিক কত শত কঠোর কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছে, হৃদয়ে তাহার আঘাতও লাগিয়াছে; পরন্তু সে হৃদয় পাষাণবৎ, সর্ব্বস্থলেই আঘাত করিবামাত্র তাহা প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জগতে অসম্ভব কিছুই নাই; সম্ভব অসম্ভব হয়, অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে; বর্ত্তমান ঘটনাই তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ—পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইল।

কাপালিক বলিলেন—"বৎস, তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; তোমার প্রতি দেবীর আজ বিশেষ কৃপা দেখিতেছি; নচেৎ পাষাণহৃদয়ে করুণার সঞ্চার কোথা হইতে হইল? আমি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছি। অতঃপর আমি ইচ্ছা করি, তুমি দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হও এবং আমারই কার্য্যে ব্রতী হইয়া কায়মনোবাক্যে

দেবীসেবায় নিযুক্ত থাক। দেবীর অনুগ্রহে তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্টই থাকিবে না।

অনাথ বলিল,—"প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; পরন্তু মাদৃশ ক্ষুদ্র জীব এই গুরুভার বহনে কখনও সমর্থ হইবে না। এই ক্ষীণ হৃদয়ও কখনও এতাদৃশ কঠোর সাধনের উপযোগী হইতে পারিবে না।

ক্রমশঃ সন্ধ্যাগমে আরতির সময় উপস্থিত হইল। কাপালিক যথাবিধি আরতি-কার্য্য শেষ করিয়া, মাতার প্রসাদ 'কারণ' পান করিল। ঐ প্রসাদের কিয়দংশ অনাথহস্তেও অর্পিত হইল। অনাথ প্রসাদের গুণ ও মহিমা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিল না। জিজ্ঞাসা করায় কাপালিক বলিল,—"উহাতে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।" অনাথ গণ্ডূষ-পরিমাণ মাত্র গ্রহণ করিল; কিন্তু জিহ্বাস্পর্শ মাত্রই প্রসাদ অত্যন্ত কটু বোধ হইল; পরে এক বিন্দু গলাধঃকরণ হইতে না হইতেই বোধ হইল যেন, অনলরাশি ধারাবাহিরূপে কণ্ঠনালী দিয়া প্রবেশ করিতেছে। বালকের উদর প্রসাদগ্রহণে অসমর্থ হইল—প্রসাদ বক্রগতিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহির্নিক্ষিপ্ত হইল। অনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল, এবং বলিল—"প্রভু, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমার পাপ-শরীর প্রসাদ গ্রহণে অসমর্থ হইল।"

অনাথ পূর্ব্বে 'কারণ' কাহাকে বলে, তাহা জানিত না; এখন বুঝিল, উহা সুরার অপর নাম; উহাই দেবীর প্রসাদ বলিয়া কথিত হইয়াছিল। তাহা সে উদরস্থ করিতে অক্ষম হইল। পরন্তু কাপালিক এ বিষয়ে সিদ্ধ ছিলেন; তিনি তাহা আকণ্ঠ

পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহার দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইল; দিব্যজ্ঞানোদয়ে তিনি কত কি বলিতে লাগিলেন, এই অদ্ভুত দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে কাপালিক অনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অনাথ তুমি বালক, সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছ না; মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বলিদানাদি কার্য্যদ্বারা মাতার প্রীতি উৎপাদন করিয়া, সুখে থাকিতে কেন অবহেলা করিতেছ?"

অনাথ বলিল—"সে কি প্রভু, আমি অবহেলা কেন করিব? তবে তত্তৎ কার্য্য করিতে আমি স্বভাবতঃ অক্ষম; এইজন্যই আপত্তি করিতেছি। 'কারণ' বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছে; কিন্তু বলিদান সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝি নাই; তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিলে, কৃতার্থ হইব।"

কাপালিক—মা আমার অসুরনাশিনী; বলিকার্য্যের দ্বারা ঐ হাড়িকাষ্ঠে অসুরগণের দলন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনাথ—ইহাতে বিশেষ কিছু বুঝিলাম না। উক্ত বলিদান ত জীবমাত্রেরই বিধিকৃত ব্যবস্থা; উহা একদিন সকলকার হইবেই। পরন্তু মাতৃসমীপে আনীত জীবের ক্লেশ হইতে পারে না; সুরই হউক, অসুরই হউক, মাতৃচরণে দেহত্যাগে জীবের ক্লেশ কেন হইবে?

কাপালিক—স্বকৃত পাপের ফলভোগ অবশ্যই হইবে।

অনাথ—পরন্তু মাতৃচরণে উপস্থিত হইলে, সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

কাপালিক—বলিদান কার্য্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

অনাথ—তাহা জীবহত্যা নহে, ইহা নিশ্চিত।

কাপালিক—তবে তাহা কি?

অনাথ—যে কারণে জীব অসুর বলিয়া পরিচিত, মাতৃচরণে উপস্থিত হইয়া, সেই কারণের উচ্ছেদেই অসুর-বলিদান কার্য্য সম্পাদিত হয়।

কাপালিক—কার্য্য কর, ফলাফল পরে বুঝিবে। অভ্যাসের দ্বারা কার্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়াই তাহার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

অনাথ—ইহা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি—প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? বিশেষতঃ অবিমৃষ্য-কারিতাও ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে বিশ্রাম করিল। প্রভাতাগমে অনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কাপালিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্বমত অনির্দ্দিষ্টগতিতে যাত্রা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দৈব-নির্ভরতা।

জগতে সমস্ত কর্ম্ম দুইটি কারণের অধীন; প্রথম কারণ—স্বেচ্ছাকৃত উপায়াদি, দ্বিতীয় কারণ দৈব-কর্ত্তৃত্ব। ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কার্য্য করিতে যে চেষ্টাদি হয়, তাহা সাধারণ প্রকৃতির অন্তর্ভূত কারণ এবং যেখানে ফলাফলের কোন নির্দ্দেশ নাই, অথচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা দৈব কারণে সম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। অনাথের কার্য্যকলাপ এই দ্বিতীয়োক্ত কারণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, কিছুই জানে না, অথচ কার্য্য করিতেছে; তাহাও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নহে; পরন্তু দৈব-নিয়োগে—'ত্বয়া হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। অপিচ ইহাকে অবিমৃষ্যকারিতাও বলা যায় না। অবিমৃষ্যকারিত্বের পরিণামফল সাধারণতঃ অশুভই হইয়া

থাকে; কিন্তু দৈব-চালিত কর্ম্মে ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না থাকায়, উহার পরিণামফল অশুভ নহে; কার্য্য সফল হইলে সুখানুভূতি ও মোহ নাই, নিষ্ফল হইলেও ক্ষতিবোধ জন্য কষ্ট নাই। অনাথেরও কার্য্যকলাপ তদ্রূপ। স্বার্থের উদ্দেশে কোন কর্ম্ম করিতেছে না, যাহা কিছু করিতেছে, তাহা দৈবের নিয়োগে; সুতরাং তাহাতে মোহ বা কষ্ট কেন হইবে। ইতিপূর্ব্বে কাপালিকের নিকট উদ্দেশ্য-সাফল্যের সুযোগ হইয়াও হইল না। দৈব তাহাতে বাধা দিল, বলিল—'অনাথ, এ কর্ম্ম তোমার উপযোগী নহে, চল, অন্যত্র তাহার সন্ধান পাইবে।' কিন্তু কোথায় গেলে সন্ধান পাইবে, তাহা সে জানে না; দৈব বলিতেছে—'ভয় নাই, অবশ্যই সন্ধান পাইবে, আমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া চল, আমিই যথাস্থানে তোমাকে লইয়া যাইব।'—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

অনাথ চলিতেছে। শীতাতপ প্রভৃতি ক্লেশের কারণপরম্পরা সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাতার অভাবও মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেছে; পরন্তু মাতৃমন্ত্রে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস থাকায়, অনাথ কিছুতেই অভিভূত হইতেছে না; সুতরাং সকল বিষয়েই তাহার মুখে সেই একই কথা—'ভগবানের যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।'

জীবের কর্ম্ম-জনিত সংস্কারের অধিকার হইতে অব্যাহতি নাই; বিষয়-সংযোগে সে কখন আসক্তিজনিত সুখানুভব করিতেছে, পুনরায় বিয়োগে দুঃখানুভব করিতেছে। পরন্তু ঐ সুখ-দুঃখের অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইবার অপর কোন

উপায়ও নাই—উপায়, একমাত্র সেই ভগবদাশ্রয়। যেমন জল-সংযোগে প্রজ্বলিত অগ্নি তৎক্ষণেই নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐশীশক্তি সংযোগে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব কষ্টজনিত দাহ অবিলম্বেই প্রশমিত হয়। ইহাই অনাথ প্রত্যক্ষ বুঝিল; এক্ষণে মাতার উপদেশ-বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইল; সুতরাং তাহার মুখে সেই একই কথা— ভগবানের যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।'

প্রচণ্ড রবিতাপ ভেদ করিয়া অনাথ চলিল; কিন্তু দৈব তাহার সহায় বলিয়া কোন কষ্টই নাই। অগ্নি-পরীক্ষা সময়ে সীতাদেবী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন; পরন্তু অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ না করিয়া, নিজক্রোড়দেশে তাঁহাকে সুখে রক্ষা করিল; সেইরূপ যাঁহার নিয়োগে প্রচণ্ড সূর্য্য প্রখররশ্মি দ্বারা জগৎ তাপিত করিতেছেন, তাঁহারই নিয়োগে শীতল কিরণ বর্ষণে অনাথকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্বহিঃ-অসামঞ্জস্য।

জলন্ধর প্রদেশে একটি পর্ব্বতোপত্যকায় কতিপয় সন্ন্যাসীর আশ্রম। স্থানটি পরম মনোরম; উত্তরে বিশাল পর্ব্বতমালা; তত্রত্য প্রস্রবণ হইতে বারিধারা ক্ষুদ্র নদীর আকারে প্রথমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বাহিনী হইয়া, পুনরায় দক্ষিণে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহারই মধ্যস্থিত স্থান, সেই সন্ন্যাসিগণের আশ্রম-ভূমি। স্থানটি স্বভাবতঃই রমণীয়; বিশেষতঃ দিবসাবসানে যখন দিনমণি অস্তমিতপ্রায় হন, তখনকার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। উপরে নীলাকাশ—উত্তরে গগনস্পর্শী উন্নত পর্ব্বত,—তাহার শিখরদেশ অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ায়, নদী যেন বক্ষঃকম্পন দ্বারা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ রাত্রিকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া, মধুর কলরবে নিজ নিজ আবাসস্থানের অনুসন্ধানার্থ

ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! মনে হইতে পারে, ইহাতে অভিনব কি আছে যে, দৃশ্যটি এত মনোহর হইল? অভিনব কিছুই নহে,—পর্ব্বত অনেকেই দেখিয়াছে, নদী ও নীলাকাশও অনেকেই দেখিয়াছে, পক্ষীর কলরবও অনেকেই শুনিয়াছে; পরন্তু এককালীন এসকলের সম্মিলন, সকলে দেখে নাই; একের সংযোগে অপরটির সৌন্দর্য্যের বিকাশ লক্ষ্য করে নাই; প্রত্যক্ষ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, স্বভাবের বস্তুনিচয়ের সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্রভাবে অপ্রকাশ থাকে—উপযুক্ত সম্মিলনেই তাহার বিকাশ হয়।

একমাত্র সন্ন্যাসিগণই স্বভাবের এতাদৃশ মনোহর ভাব-রাজ্যে আধিপত্য করিতেছিল; বর্ত্তমান সময়ে অনাথ আসিয়া তথায় প্রতিদ্বন্দ্বি-স্বরূপে দাঁড়াইল।

দূর হইতে অনাথ সন্ন্যাসিগণের আশ্রম দেখিল; আশ্রমোত্থিত 'হর হর' 'বম্ বম্' ইত্যাদি শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল; সন্ন্যাসিগণের আকার ইঙ্গিতাদি দেখিয়া অনাথ মুগ্ধ হইল; এবং মনে করিল—"ইহারাই বুঝি ভগবানের প্রকৃত প্রেমিক জীব"। তুম্বী, কমণ্ডলু ও কৌপীনাদি দর্শনে ভাবিল, ইহারা বিলাস-প্রিয় নহে; বুঝি পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদি ইহারা চাহে না; ভগবান্‌ই ইহাদের প্রকৃত সম্বল। কিন্তু বহির্দ্দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, অন্তর তদ্রূপ না হইতে পারে। বহির্দ্দেশে সুন্দর ভাব প্রকটিত থাকিলেও অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে কদর্য্যভাবও থাকিতে পারে—জগতে অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বস্তু অতি বিরল।

অনাথ ক্রমশঃ সন্ন্যাসিগণের নিকটস্থ হইল এবং তাঁহাদের

ভাবভঙ্গী দেখিয়া চমৎকৃত হইল—যেন কি একটি উদাসভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রকটিত রহিয়াছে। পরন্তু সে ভাবের ভাব অপরে কি বুঝিবে? যে ভাবুক সেই বুঝিতে পারে যে, সে ভাব ভগবৎ-প্রেমজনিত নহে—উহা গঞ্জিকাসেবন-মাহাত্ম্যের পরিণাম ফল মাত্র। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে একজন বিশিষ্টরূপ ভাবাপন্ন বলিয়া পরিলক্ষিত হইল; তিনি ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, একটি উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি ধূনি জ্বলিতেছিল; গঞ্জিকাসেবনের উপকরণাদি—গঞ্জিকা, কলিকা প্রভৃতি ও ভজনগীতির জন্য খঞ্জনী খরতালাঙ্গ বর্ত্তমান ছিল। অনাথ ইঁহাকেই প্রধান বুঝিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিল। পরে অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইল।

প্রধানকে সম্বোধন করিয়া অনাথ বলিল—"প্রভো, আমি জনৈক পথিক, আপনার আশ্রয়ে উপনীত হইলাম"।

সন্ন্যাসী অনাথের বিনীতভাব ও সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতেছেন,—"এ ছেলেটাকে শিষ্য করিতে পারিলে মন্দ হয় না।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"জাতা রহো বাচ্ছা, তেরা ক্যা নাম, ক্যা মতলব্‌সে যহাঁ আয়া।"

অনাথ বলিল—"প্রভো, আমার নাম, অনাথনাথ; মতলব অপর কিছুই নাই; আমি অত্যন্ত দরিদ্র; জননীর ও নিজের জীবিকা-সংগ্রহার্থ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক্ষণে আপনারই আশ্রয়ে উপনীত হইলাম; যথাবিধি উপদেশ দানে কৃতার্থ করুন।"

প্রধান বলিল—"বৈঠ্ যাও বাচ্ছা, মৈঁ তেরা সব্ কুছ্ সুবিধা কর্ দূংগা"।

ইত্যবসরে একটি চেলা সন্ন্যাসী গঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া, কলিকাহস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রধানকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মহারাজ পর্সাদ্ কর্ দীজিয়ে"। প্রধান কলিকাটি গ্রহণ করিলেন এবং মৃদুস্বরে কতিপয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অনুমানে বুঝা গেল, উহা উদ্দেশে মহাদেবকে অর্পণ করিলেন। পরে 'বম্ মহাদেব' বলিয়া সাগ্রহে ধূমপান করিয়া কলিকাটি চেলার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। চেলাগণও মহারাজের প্রসাদ পাইল। পরে প্রধান ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ একতানে ভজনগীতি আরম্ভ করিল। যথা—

রাগ ভৈরোঁ—তাল কাওয়ালী।

মনুয়া ভজ্ লে সীতারাম।
ঔর সব্ কুছ্ মিথ্যা জানো তিন্মে ন কুছ্ কাম॥
ঘট্ পট্ যো কুছ দেখো ভইয়া, সব্মে বিরাজে রাম
ঘট্ পট্ ছোড়ি রাম ভজো ভাই. যহ জগ্ রামে রাম॥

অনাথ ভজন শুনিয়া প্রীত হইল, গীতির মর্ম্মও বুঝিল। ভাবিল, তাহার হৃষীকেশই বুঝি ইহাদের ইষ্টদেবতা হইবে।

এ মোহময় জগতে প্রকৃত বস্তুর নির্ণয় করা সুকঠিন; কাচ দেখিয়া অনেক সময়ে হীরক বলিয়া প্রতারিত হইতে হয়, অমৃতভ্রমে বিষ ভক্ষণ করিতে হয়; সাধুভ্রমে কপটীর হস্তে পড়িতে হয়; পরন্তু কাচ কখন হীরক হইবে না, বিষ অমৃত

হইবে না, কপটীও সাধু হইবে না। সময়ক্রমে মোহ আপনিই অপসারিত হইবে—কাচ, বিষ ও কপটীর নিজ নিজ স্বরূপ আপনিই প্রকাশিত হইবে। শব্দ উচ্চারণ মাত্রই সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের স্বরূপ-প্রকাশ হইয়া থাকে—কপট সন্ন্যাসীদেরও জটা, ভস্ম, ত্রিশূলাদি কতক্ষণ উহাদের কাপট্য ঢাকিয়া রাখিবে? নিজ নিজ কার্য্যই প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় দেখাইয়া দেয়; সন্ন্যাসীদেরও প্রকৃত স্বভাবের আভাস কিছু কিছু প্রকটিত হইয়াছে—সন্ন্যাসিগণের গঞ্জিকা-সেবনে একান্ত আগ্রহ দেখিয়া, অনাথের স্বচ্ছ বিশ্বাস আবিল হইয়া পড়িল। সে ভাবিল—সন্ন্যাসীদের গঞ্জিকায় এত ভক্তি কেন?

অনন্তর ভোজনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর নিকট ভোজনোপকরণেরও অভাব নাই—কত লোক বাবাজীকে দর্শনডালি স্বরূপ ঘৃত, ময়দা, মিস্টান্ন প্রভৃতি উপঢৌকন দিতেছে। সেই সমস্ত উপকরণ দ্বারা দাল, রুটি, হালুয়া প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানারূপ খাদ্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা অগ্রে প্রধানের ভোজ্য হইল; পরে চেলাগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইল। অনাথও প্রসাদের অংশ পাইল—সকলেই পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইল। ভোজনান্তে আর একবার গঞ্জিকা সেবনের চেষ্টা হইল; অবিলম্বেই গঞ্জিকা প্রস্তুতের আয়োজন হইতে লাগিল। আশ্রমের প্রথানুসারে অগ্রে প্রধান গঞ্জিকা সেবন করিলেন; পরে চেলাগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইল।

অকস্মাৎ একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল—প্রধান,

'জান গিয়া' বলিতে বলিতে ভূতলশায়ী হইলেন। সকলেই বলিয়া উঠিল—'বাবাজীর ভাব লাগিয়াছে।' চেলাগণ উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা জানিত—তাহারা তৎক্ষণাৎ শীতল বারি আনয়ন পূর্ব্বক বাবাজীর মস্তকোপরি ঢালিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবাজীর ভাব প্রশমিত হইল। অনাথ সেই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিল এবং ভাবিল—ভাবলাগা কি বস্তু! বারি-সংযোগেই বা কিরূপে তাহা প্রশমিত হয়? পরম্পরায় শুনিল যে, ঈশ্বর-প্রেমে তন্ময়ত্ব-হেতু বাহ্যজ্ঞান শূন্যাবস্থাকে ভাবের অবস্থা কহে। সে ভাব যে বাবাজীর হইয়াছে, ইহাতে অনাথের প্রতীতি হইল না। অধিকন্তু অনাথ শুনিল যে, বাবাজীর উক্তরূপ ভাবলাগার অবস্থা একটি অভিনব ব্যাপার নহে; উহা তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে এবং তাহা প্রায়শঃ গঞ্জিকাপানের পরক্ষণেই হইয়া থাকে। অনাথ বুঝিল, উহা অন্য কারণে নহে,—গঞ্জিকার আবেশেই সম্ভব হইয়া থাকিবে। 'জান গিয়া' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বাবাজীর ভাব লাগিয়াছিল, ইহা অনাথ লক্ষ্য করিল। সে বুঝিল, প্রতারকের নিজ কাহিনী সঙ্কট কালে আপনিই ব্যক্ত হইল। যেমন গৃহ-পালিত পক্ষী, কত শত নূতন কথা শিখিয়া, 'রাধা কৃষ্ণ' প্রভৃতি বুলি বলিয়া থাকে; কিন্তু মার্জ্জার আসিয়া গ্রীবাদেশ অধিকার করিলে, আর সে অনৈসর্গিক উক্তি হয় না,—তখন তাহার স্বাভাবিক 'ট্যাঁ' 'ট্যাঁ' বুলিই ব্যক্ত হইতে থাকে। বাবাজীরও সেই ভাব—'হর হর', 'বোম্ বোম্' শব্দ গঞ্জিকার প্রকোপে লুপ্ত হইয়া, স্বাভাবিক শব্দ 'জান্ গিয়া' উচ্চারিত হইল।

দেহাভিমানী জীবের এইরূপ ব্যাপারই হইয়া থাকে—দেহেতেই তাহার লক্ষ্য, দেহের ভদ্রাভদ্রে অন্যান্য কাল্পনিক অবলম্বনের আর সত্তা থাকে না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—শরই তাঁহার প্রকৃতি ছিল; সুতরাং আসন্নসময় পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধ হইতে কোন কারণে তিনি বিচ্যুত হয়েন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদ ধর্ম্মের জন্য অনন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। ধর্ম্মাবলম্বনে যীশুখ্রীষ্ট দেহ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যাহার যাহা অবলম্বন, তাহাই তাহার প্রাণ; অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাহাই তাহার সাথী হইয়া থাকে; পরে তাহাতেই তাহার লয় হয়। দেহাভিমানী জীবের দেহাবলম্বনে জড়বৎ পরিণতি এবং ধর্ম্মপ্রকৃতির ধর্ম্মাবলম্বনে সূক্ষ্মা পরিণতি হইয়া থাকে। পরন্তু ভণ্ড সন্ন্যাসীদের অবস্থা অন্যরূপ—ইহাদের অন্তরের অবলম্বন এক বস্তু, দৃশ্যমান বাহ্যভাবে অবলম্বন স্বতন্ত্র বস্তু। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরেরই প্রকাশ বাহ্যে হইয়া থাকে; সুতরাং অন্তরের বিকৃতিতে কাল্পনিক বাহ্যাড়ম্বর তিষ্ঠিতে পারে না। অতঃপর সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে গেলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে প্রধান অনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাচ্ছা তু চেলা বন্ যা।"

অনাথ উত্তর করিল—"তাহা ত সৌভাগ্যেরই কথা; পরন্তু আমাকে চেলা হইয়া কি করিতে হইবে?"

প্রধান বলিল—"অরে তুঝ্‌কো কুছ্ নহি করনে হোগা;

তুম্ অয়সেহি মেরা সাথ্ ফিরে চলো, গাঁজা পিও, ভজন্ করো, ঔর্ আনন্দ্ কর্তে রহো।"

অনাথ ভাবিল, গাঁজা খাইয়া আনন্দ করা তাহার দ্বারা হইবে না। বিশেষতঃ বাবাজীর ভাব লাগা দেখিয়া, আনন্দের আভাস সম্বন্ধে তাহার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছিল। উত্তরে বলিল—"আপনার সঙ্গে থাকিলে, অবশ্য আমার ভরণপোষণের সুযোগ হইতে পারে; কিন্তু আমার জননীর কি গতি হইবে? তিনি আমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং এ যাবৎকাল লালন পালন করিয়া আসিতেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী পরিহাসচ্ছলে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"যহ লড়্কা অভিতক্ পূরা সংসারী হ্যায়, তুম্নে কভি শাস্ত্র অধ্যয়ন্ কিয়া, মোহমুদ্গরাদি গ্রন্থ্ পড়া? দেখো যহ জগ্ সব্ মায়া হ্যায়, ক্যা তেরে মাতা, ক্যা ভ্রাতা, সব্ কুছ মিথ্যা মায়া জানো, এক ভগবান্ই সত্য হ্যায়—রাম নাম হ্যায় এক সাঁচা জগ্মেঁ কোই ন বাচা হো। যদি বহই ভগবান্ কো চাহো তো যহ সব্ ছোড়ো ঔর উন্হীকে ভজন্ কর্তে রহো।"

অনাথ বলিল—"কল্য ত আপনারাই ভজনের সময় বলিতেছিলেন—'ঘট্ পট্ জো কুছ্ দেখো ভইয়া সবমে বিরাজে রাম্'—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার মাতাতেও ত সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের অস্তিত্ব আছে: সুতরাং তিনি কদাচ পরিত্যাজ্যা নহেন।"

সন্ন্যাসী বলিল—"বহ বাত সচ্ হ্যায়, লেকিন্ তুম্হারী

মাতাকী দেহতো তুম্‌হারী মাতা নহি, উন্‌মে জো শক্তি হ্যায়, জিন্‌কী কারণ্‌ সে তুমনে পালিত হুয়ে বহী শক্তি ঐশ্বরী হ্যায়।"

অনাথ—আমিও সেই কথাই বলিতেছি—মাতার অস্থি-মাংস-বিশিষ্ট শরীর আমার মাতা নহে; উহা আমার মাতার দেহ; পরন্তু যে অস্থিমাংস-বিশিষ্ট শরীরটিকে অবলম্বন করিয়া, ঐশ্বরী শক্তির বিকাশে আমার শরীর রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই শরীরটিকে রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাতৃদেহ রক্ষা করা, মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য; স্বয়ং কর্ম্মক্ষম হইয়া, মাতৃসাহায্যের আর আবশ্যক নাই মনে করিয়া, মাতাকে পরিত্যাগ করা, পশু-ব্যবহারোচিত কর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য কি হইতে পারে? তাহার পর আমাকে যে সংসারী বলিয়া উপহাস করিতেছেন, ভবাদৃশ মহাত্মাও কি তদ্রূপ উপহাসের পাত্র নহেন? আমি মাতাকে লইয়া সংসারী, আর আপনি শিষ্যমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ লইয়া সংসারী। অপিচ অপ্রতিহতভাবে স্বকীয় সুখ-স্বচ্ছন্দ সাধনার্থ কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আপনি এইরূপ সন্ন্যাসীর ভানে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। আপন সুবিধার জন্য আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া আপনি, ভিন্নাকারে সংসার স্থাপন করিয়াছেন মাত্র; ভাবুন দেখি, আপনার বর্ত্তমান সংসারভুক্ত শিষ্যমণ্ডলী আপনাকে সঙ্কটাবস্থায় ত্যাগ করিয়া, যদি অন্যত্রগামী হয়, আপনি কি তাহাদের তদ্রূপ ব্যবহারকে মনুষ্যোচিত বলিয়া অনুমোদন করিবেন?

সন্ন্যাসী—আরে হম্‌ কিস্‌কা পর্‌বা রখ্‌তে হঁয়? মেরে

চেলেলোক অপ্‌নে অপ্‌নে সুবিধে কে লিয়ে মেরা পাস্ আয়ে হঁয়, হম্‌কো ছোড়্‌নেসে উন্‌হীকো অমঙ্গল হয়—'গুরুং ত্যজেৎ ভবেৎ মৃত্যুঃ।'

সন্ন্যাসীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই চেলাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—'সচ্ হয়, সচ্ হয়'।

সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিল—এ ছেলেটা থাকিলে, মহা গোলযোগ ঘটাইবে; আমারও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকা দায় হইয়া উঠিবে। তাই প্রকাশ্যে বলিলেন—"তেরা অভি বহুত্ দেরী হ্যায়, শাস্ত্র পড়ো ঔর কভি মায়া ছোড়্‌নে সকো তো মেরা পাস্ আও"।

জনৈক ভক্ত অনাথকে বলিল—"ভাগ্‌সে তুঝ্‌কো গুরু মিলাথা, লেকিন্ অপ্‌না করম্‌সে তুনে খোয়ায়া।"

অনাথ বুঝিল,—এ পাষণ্ডের সহিত মিথ্যা বচসা নিষ্ফল; তাই 'যে আজ্ঞা প্রভু' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কিছুদূর যাইয়া, মাতৃদত্ত মুদ্রাগুলির কথা অনাথের মনে পড়িল। উহা তাহার উত্তরীয় বস্ত্রের এক পার্শ্বে বাঁধা ছিল। দেখিতে না পাইয়া, দুঃখিত হইল; বুঝিল, রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় সন্ন্যাসিগণ তাহা অপহরণ করিয়াছে। সন্ন্যাসীদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া, ইতিপূর্ব্বেই সে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বহুতর পরিচয় পাইয়াছিল; এক্ষণে বুঝিল, পাষণ্ডদের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তিও আছে। অর্থ যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু মাতার স্নেহদত্ত ধন অকারণে নষ্ট হইল, ইহাই তাহার দুঃখ; তাই কখন ভাবিতেছে—'কাঙ্গালের ভাগ্যে সর্ব্বপ্রকারে

অশুভই ঘটিয়া থাকে'; আবার ভাবিতেছে—'না, দরিদ্রের ভগবানই সহায়'; অবশেষে মীমাংসা হইল, ইহা দৈবানুগ্রহেই হইয়াছে; দৈব বলিতেছে,—'বালক, তোমার অর্থাদি সম্বল থাকিতে, কিরূপে হৃষীকেশই তোমার একমাত্র সম্বল হইবেন?' এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, অনাথ পুনরায় নিশ্চিন্তমনে চলিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:-

দৈব সংযোগ।

সংযোগ-বিয়োগের নিয়মাধীন হইয়া, প্রকৃতির অনন্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। একটির সহিত আর একটির সংযোগ হইয়া, অথবা একটি হইতে আর একটি বিযুক্ত হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে নূতন নূতন প্রকৃতির সৃষ্টি হইতেছে। যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অনুকূলে অনুকূলে সংযোগ আপনিই হয়; পরন্তু প্রতিকূল ভাব থাকিলেই বিয়োগের চেষ্টা হইয়া থাকে। অনাথের পক্ষেও সেই সাধারণ নিয়ম—কাপালিক অথবা সন্ন্যাসিগণের সহিত সে মিলিতে পারিল না; তাহার প্রকৃতি সে মিলনে বাধা দিল। তাই সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। উদ্দেশ্য—অনুকূল সংযোগ-প্রাপ্তি। যে যাহা চায়, সে তাহা পায়; ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারে কোন বিষয়েরই অভাব নাই—অনাথেরও অবশ্য অনুকূল সংযোগ হইবে।

সন্ন্যাসীদের আশ্রমে অনেকেরই গতিবিধি হইয়া থাকে। সে প্রথানুসারে অনাথ গিয়াছিল; অনাথের ন্যায় অন্যান্য কতিপয় লোকও তথায় উপস্থিত ছিল। যে সময়ে অনাথ সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আইসে, সে সময়ে, দীনদয়াল-নামক তত্রস্থ একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক সেই সন্ন্যাসীদের আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। অনাথের সহিত সন্ন্যাসীর সমস্ত কথাবার্ত্তা তিনি শুনিয়াছিলেন; শুনিয়া তিনি অনাথের আচরণে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। অনাথ প্রস্থান করিলে, তিনিও তাহার অনুগমন করেন; পরে কিয়দ্দূর আসিয়া, তিনি অনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার দৃঢ়তা, ভগবদ্বিশ্বাস ও মাতৃভক্তি-বলে, বোধ হয়, আজ আমি দৈব-নিয়োগেই তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছি—কে যেন অন্তর হইতে বলিয়া দিতেছে—"এ বালককে তোমারই রক্ষা করা উচিত।"

উদারচেতা দীনদয়ালকে দেখিয়া, অনাথের হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইল; অনিমিষ-নেত্রে তাঁহারই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শক্তি-বিরহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল; পরে বলিল—"মহাশয় আপনি কে? আপনাকে দেখিয়া আমার পিতৃমূর্ত্তি স্মরণ পথে আসিতেছে; যেন সেই ভাব, সেই মূর্ত্তি! তাঁহারই স্নেহময়ী বাণী আপনার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

দীনদয়ালও অনাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হইলেন; তিনিও অনাথের তুল্যভাবাপন্ন হইলেন

—অথবা উভয়েরই মনোভাব স্ব স্ব আননে স্পষ্ট প্রতিফলিত হওয়ায়, নিজ নিজ পরিচয় স্বতঃই প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, উভয়েই নির্ব্বাক্ রহিলেন।

অতঃপর দীনদয়াল বলিলেন—"তোমার সাধু উদ্দেশ্য, বোধ হয়, আমার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। আমার সংসারে একমাত্র দশমবর্ষীয়া বালিকা কন্যা ব্যতিরেকে অপর কেহই নাই। কন্যাটির অতি শৈশবাবস্থাতেই মাতৃবিয়োগ হইয়াছে; তদবধি আমি, তাহার জননীস্থানীয়ও হইয়াছি। আমার পুত্র নাই, এক্ষণে তুমিই পুত্র-স্থানীয় হইয়া অবস্থান কর এবং তোমার মাতা আমার গৃহকর্ত্রীস্বরূপে অবস্থান করুন। কাহার হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, আমি অবসর গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই বিষয় আমি এতদিন ভাবিতেছিলাম; সম্প্রতি তোমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তোমাকেই সেই ভার অর্পণ করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করি।"

দীনদয়ালের সেই সমস্ত কথা শুনিয়া, অনাথ চমৎকৃত হইল; মধ্যে মধ্যে মনে নানারূপ সন্দেহও উপস্থিত হইতে লাগিল। ভাবিল—কাপালিক ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়াও ত মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল; পরন্তু শেষে আমাকে প্রতারিত হইতে হইয়াছে। আবার ভাবিল—'না, ইনি কখন সেরূপ প্রকৃতির লোক হইবেন না।' শেষে প্রকাশ্যে বলিল,—"মহাশয়ের কথাগুলি আমার পক্ষে আকাশ-কুসুমবৎ বোধ হইতেছে; এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে এরূপ আশাতীত সংঘটন

অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি। এতাদৃশ অভাবনীয় ব্যাপারে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না"।

দীনদয়াল বলিলেন—"তুমি ভাগ্যবান্ নহ, তাহা কি করিয়া জানিলে? জগতে হতভাগ্য কেহই নহে; নিজ নিজ কর্ম্মফলে সকলেই ভাগ্যবান্ বা হতভাগ্য হইয়া থাকে। যিনি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারই প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তিনিই ভাগ্যবান্; যে ভগবানকে চাহে না, সে তাঁহাকে পায় না এবং সেই হতভাগ্য। বৃক্ষের পুষ্টির জন্য তাহার মূলসমূহের মধ্যে যেটি প্রধান, তাহারই সম্যক্ পুষ্টিসাধনার্থ অন্যান্য কতিপয় সাধারণ মূলের উচ্ছেদ সাধন করিতে হয়; সেইমত তোমারও জীবনে সাধারণ মূলস্বরূপ অভিনব কত শত ভ্রমাত্মক কল্পনার আবির্ভাব হইতেছে; তাহার উচ্ছেদ না হইলে, ভগবদ্ভক্তিস্বরূপ যে প্রধান মূল, তাহার দৃঢ়তা-সম্বন্ধে অনিষ্ট হইতে পারে। তুমি ভাগ্যবান্ বলিয়াই, দৈব তোমার সহায় হইয়া, সেই সকল ভ্রমাত্মক অবলম্বন হইতে পৃথক্ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার সন্দেহ হইতে পারে যে, আমিও যে তদ্রূপ আর একটি ভ্রমাত্মক অবলম্বন না হইব, তাহাই বা কে বলিল? পরন্তু দৈব তোমার সহায় এবং আমার সহিত বর্ত্তমান মিলন অভাবনীয় বলিয়া তাহাকেও দৈব সংঘটনই বলিতে হইবে। অতএব এ সংযোগ অকারণে অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে—দৈবানুগ্রহে সংযোগের দোষগুণের পরিচয় আপনিই প্রকাশ পাইবে; ইতিপূর্ব্বে

অন্যান্য স্থলে তাহাই হইয়াছে। অতএব চল, আমার গৃহে গিয়া অবস্থান করিবে।”

অনাথ বলিল—“আমার সমস্ত সন্দেহ আপনিই দূর করিলেন এবং আমার ইহাও মনে হইতেছে যে, আপনিই সেই দিব্য পুরুষ; পরোক্ষে শিক্ষাদানে বালকের দুর্ব্বল মন যথাযথ শিক্ষালাভে অসমর্থ দেখিয়া, আপনি প্রত্যক্ষ আকারে উপদেশ দিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন।”

দীনদয়াল—আমি সেই সাক্ষাৎ দিব্য পুরুষ নহি; তাঁহার কার্য্য-কলাপ অলক্ষিত ভাবেই হইয়া থাকে; তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, তাঁহারই ইচ্ছায় তোমার সাহায্যার্থে আজ আমাকে তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমি অপুত্রক হইয়াও, দৈব-সংযোগে পুত্রলাভ হইল বলিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

অনাথ—আজ আমারও শুভদিন বুঝিতে হইবে—সেই পুত্রবৎসল উদারচেতা পিতা যাঁহাকে পূর্ব্বে হারাইয়াছিলাম, তাঁহাকে পুনরায় লাভ করিলাম।

এইরূপ কিছুকাল কথোপকথনের পর উভয়ে দীনদয়ালের গৃহাভিমুখে চলিলেন। অগ্রে দীনদয়াল পশ্চাৎ অনাথ চলিল। শেষে উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সরোবর ও উদ্যানাদিতে পরিশোভিত সুন্দর অট্টালিকা। চারিদিকে দাসদাসী ঘুরিতেছে—ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ইহা এ পর্য্যন্ত কেবল দীনদয়াল ও তাঁহার দশমবর্ষীয়া কন্যা সরলার অধিকৃত ছিল; এক্ষণে অনাথ আসিয়া, তথায় বাসের জন্য

উপস্থিত হইল। অনাথের দৃষ্টিতে ইহা ইন্দ্রভবন বলিয়া বোধ হইল; ইহাই তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। সে ভাবিল— 'ইহা ত স্বপ্ন নহে,—স্বপ্ন হইলেও সুখস্বপ্ন বলিতে হইবে'।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সরলা দৌড়াইয়া আসিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাবা, কাঠের পুতুল কৈ।"

দীনদয়াল কন্যার জন্য 'কাঠের পুতুল' আনিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর করিলেন—"আজ তোমার জন্য কাঠের পুতুল না আনিয়া, রক্তমাংস-বিশিষ্ট জীবন্ত পুতুল আনিয়াছি।"

সরলা—"কৈ বাবা, রক্তমাংসের পুতুল।"

পিতা অনাথকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ইহাই সেই পুতুল, ইহাকে লইয়া খেলা করিবে।"

সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"ইনি কে?"

পিতা—"ইহা দৈবলব্ধ খেলিবার বস্তু; তোমারই উপভোগের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।"

সরলা—"একটা 'কাঠের খেলানা' থাকিলে তাহা লইয়া আমরা উভয়েই খেলা করিতে পারিতাম; ওঁকে লইয়া ত কাঠের পুতুলের মত খেলা করিতে পারিব না?"

পিতা—"কেন, ওঁকেও কাঠের পুতুলের মত ব্যবহার করিবে —খেতে দিবে, স্নান করাইবে, আর বহুবিধ যত্ন করিবে। কাঠের পুতুলের অনেক দোষ আছে—সে কথা কহে না, হারাইয়া যায় ইত্যাদি; কিন্তু এ তোমার কথায় উত্তর দিবে, হারাইয়া গেলে, তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না; ইহা আপনিই আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবে।"

সরলা—"কাঠের পুতুলের ন্যায় আমার ইচ্ছামত উনি ত সব করিবেন না—ওঁরও ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে ?"

এইখানেই সরলা জীবের স্বভাবসিদ্ধ দোষের পরিচয় দিল। সুখলোভী জীব তাহার ভালবাসার বস্তুকে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু হায় ! সে চেষ্টায় বিফল হইয়া পরে নিজেই সেই বস্তুর অধীন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করে।

দীনদয়াল বলিলেন—"এ বালক অতি শান্তস্বভাব, তোমার ইচ্ছামত কাঠের পুতুলের ন্যায়ই থাকিবে ; তবে সাবধান, তুমি যেন উহার অধিকারগত হইয়া, স্বয়ং কাঠের পুতুল না হইয়া যাও—জীবমাত্রই দৈবনিয়োগে মায়াবক্ষে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ বিচরণ করিতেছে।"

দীনদয়ালের শেষ কথা সরলা বুঝিতে পারিল না। অনাথ তাহা বুঝিল এবং বলিল—"এক্ষণে বুঝিলাম, আমি আর অনাথ নাই ; আপনাকে পাইয়া সনাথ হইয়াছি ; আর আপনার এই কন্যা—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—সরলার সহিত একত্র বাসে সরলতার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিব।"

পরে সরলা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবা, বেলা হইয়াছে ; স্নান করিয়া আহারাদি করুন ; আমি অনাথের স্নানাহারের উদ্যোগ করিয়া দিতেছি।"

সরলার যত্ন ও সরলতা দেখিয়া অনাথ চমৎকৃত হইল—সে যেন তাহার কত দিনের পরিচিত ব্যক্তি। অনাথ ভাবিল —"সরলা উপযুক্ত পিতার উপযুক্তা কন্যা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

এদিকে অবলাসুন্দরী পুত্রকে বিদায় দিয়া অবধি, ম্রিয়মাণা হইয়া রহিয়াছেন—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ভোজনে, উপবেশনে—সেই একই ধ্যান—সদাই সেই ভাবনা—বাছাকে কোথায় পাঠাইলাম, কেনই বা সঙ্গে না যাইলাম ইত্যাদি নানারূপ চিন্তায় তিনি জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। কখন বা মনে প্রবোধ আসিতেছে যে, 'বাছার আমার ভয় কিসের—স্বয়ং হৃষীকেশ যখন তাহার সহায়?' পরন্তু সে প্রবোধ ক্ষণেকের জন্য; একমাত্র পুত্রই যাঁর অবলম্বন, সেই মাতার হৃদয়ে সে ধারণা কিরূপে চিরস্থায়ী হইবে? সুতরাং আবার সেই ভাবনা—"আমি কি পাপীয়সী, বাছাকে একাকী ছাড়িয়া দিয়া কি করিয়া নিশ্চিন্তা আছি?"

সকলেরই আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি থাকে; মনের দুঃখ তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিলে, দুঃখভার কথঞ্চিৎ

লঘু হয় ; পরন্তু দুঃখিনীর আত্মীয় থাকিয়াও কেহ নাই ; আত্মীয়ের মধ্যে রন্ধনশালার রন্ধন স্থালী ও তৈজসাদি মাত্র। রন্ধন করিবার সময় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—'তোমরা আমার বাছাকে কত খাইতে দিয়াছ, এখন আর কেন দাও না ?' পরন্তু তৈজসাদির অন্য কোন উত্তর নাই, অগ্নিসংযোগে উত্থিত সেই একই শব্দ—'টগ্' 'বগ্', 'চুঁই' 'চুঁই' ইত্যাদি। অবলাসুন্দরী মানিয়া লইলেন, ইহা তাঁহারই প্রশ্নের উত্তর ; বলিতেছে—'ভয় কি ? আবার সে খাইবে।'

অবলাসুন্দরী দুঃখভার আর বহিতে পারেন না ; অধীর হইয়া ভ্রাতৃজায়ার নিকটে ভার নামাইবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—"ছেলেটার জন্য বড়ই ভাবিতে হইতেছে, মন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না।"

কথাটি সহানুভূতির প্রত্যাশায়ই বলা হইল সত্য ; কিন্তু পরদুঃখে দুঃখিত না হইলে, সহানুভূতি কেমন করিয়া হয় ? উত্তরে ভ্রাতৃজায়া বলিল—"তোমার যেমন রকম, ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে কোন্ দিন প্রাণটা হারাবে দেখ্‌ছি ; কেন, ছেলে কি আর কারুর নাই, আর ছেলেও কি কারুর বিদেশে কায ক'র্‌তে যায় না ? তোমার আজকাল যেমন দেখ্‌ছি,—তরকারিতে নুণ দিতে ভুলে যাও,—ভাতের ফেন গাল্‌তে ভুলে যাও,—আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমরাও মারা যাই। কি ক'র্‌বো আমার শরীর ভাল নয়,—আগুন তাতে যাবার জো নাই,—নইলে রান্না করা, ভারি তো কায—পঞ্চাশ জনের রান্না আমি এক নিমিষে রেঁধে দিতে পারি।"

চেষ্টা করিলেই যদি চেষ্টা ফলবতী হইত, তাহা হইলে, আর ভাবনা কিসের? অবলাসুন্দরী দুঃখভার ভ্রাতৃজায়ার সমীপে নামাইবার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু ভারটি অনুপযুক্ত পাত্র সমক্ষে নামিতে অসম্মত হইল; অধিকন্তু উর্দ্ধে উঠিয়া দুঃখিনীর হৃদয়কে দৃঢ়রূপে অধিকার করিল।

দুঃখিনীর দুঃখভার সহানুভূতির দ্বারা কেহ বহন করিতে প্রস্তুত হইল না। প্রকৃতপক্ষে একের কষ্ট কি অন্যে বুঝিতে পারে? তবে পরকে আপন করিয়া লইয়া সহানুভূতির দ্বারা তাহা বুঝা যায়। দুঃখিনীর ভাগ্যে সে লোক জুটিল না,—পর কেহ আপন হইল না; সুতরাং মনের কষ্ট মনেই উদিত হইয়া, মনেই বিলীন হইল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; কিন্তু একাদিক্রমে সুখ বা একাদিক্রমে দুঃখ অবিরাম ধারায় চলে না; সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ—ইহা অবশ্যম্ভাবী—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।' এক্ষণে দেখা যাউক অবলাসুন্দরীর ভাগ্যে বিধাতা কি সুখভোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

সুখ মিলন।

হৃষীকেশ অনাথের মনোগত বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন; সে যাহা চাহে, তাহা সে পাইয়াছে—পিতার অভাবে পিতৃস্থানীয় গুরু দীনদয়ালকে পাইয়াছে; মাতার ও নিজের থাকিবার স্থানও মিলিয়াছে; এক্ষণে মাতা আসিয়া তথায় একত্র বাস করিলেই, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। তথায় কোন বস্তুরই অভাব নাই—দীনদয়ালের স্নেহেরও অভাব নাই; অধিকন্তু সরলার ভালবাসা ও যত্নে তাহার সুখের পরাকাষ্ঠা হইল। পরন্তু সরলা কেন তাহাকে ভালবাসে?—সে সরলা,—ভালবাসা তাহার স্বভাব বলিয়াই ভালবাসে; পিতৃ-আজ্ঞায় সে ভালবাসে, অপিচ অনাথের স্বভাবগুণেও ভালবাসে—সে স্বভাব অন্যের ভালবাসা আপনিই আকর্ষণ করে। অনাথও ভালবাসিতে ও যত্ন করিতে জানে; কিন্তু সরলার নিকট হা'র মানিল—সরলার যত্ন ও ভালবাসা অজস্রধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অনাথ প্রতিদানের অবসর পাইল না।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। পরে দীনদয়াল অনাথের মাতা অবলাসুন্দরীকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব হইবামাত্র অনাথ বলিল—"পিতঃ! উপযুক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহার জন্য আমি একমাত্র আশার উপর নির্ভর করিয়া, মহাকষ্টকর বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম, তাঁহাকে তৃপ্ত না দেখিলে, আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি না। আপনার আদেশ হইলেই, তাঁহাকে গিয়া আনিতে পারি। তথায় সরলাও উপস্থিত ছিল; সে বলিল—"অনাথের যখন মাতা, তখন তিনি আমারও মাতা; সুতরাং আমারও যাওয়া উচিত। দীনদয়াল বলিলেন—"উত্তম প্রস্তাব; তবে তোমরা অদ্যই যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

অবিলম্বে যাত্রার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল; নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যশোদানন্দের বাটীতে উপঢৌকন দিবার জন্য সঙ্গে লওয়া হইল। অনাথ একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঘোটক ও একটি যষ্টি, যাহা সে মাতুল-পুত্রকে দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সঙ্গে লইল। পরে প্রণামপুরঃসর দীনদয়ালের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, দাসদাসী সমভিব্যাহারে শকটারোহণে অনাথ ও সরলা অবলাসুন্দরীকে আনিবার জন্য যাত্রা করিল।

প্রখর রবিকিরণ ভেদ করিয়া, শকট চলিতেছে, অনাথ সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"সরলা, এইরূপ প্রখর রৌদ্রতাপে একাকী পদব্রজে ঘুরিতে ঘুরিতে পিতা ও তোমাকে লাভ করিয়াছি।"

সরলা—আর গৃহে বসিয়াই আমি তোমাকে পাইয়াছি।

অনাথ—সুতরাং তুমি অধিক ভাগ্যবতী।

সরলা—তাহাতে বিচিত্র কি? তোমাকে যে লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যফল অপর আর কাহার হইতে পারে?

সরলার নিকট অনাথ পরাভব স্বীকার করিল; বলিল—"না সরলা, আমি অন্যায় বুঝিয়াছি; আমিই অধিক ভাগ্যবান্—সরলার নিকট সরলতা শিক্ষা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।"

এইরূপ পরস্পর কথোপকথনে পথ অতিবাহিত হইল। ক্রমশঃ শকট যশোদানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল। অনাথ দূর হইতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা সরলাকে বলিল—"সরলা ঐ আমার মাতুলালয়।" সরলা আগ্রহসহকারে দেখিতে লাগিল। ক্রমশঃ শকট গৃহসমীপে আসিয়া থামিল। শকটের শব্দ শুনিয়া যশোদানন্দের পুত্রদ্বয় ছুটিয়া দেখিতে আসিল। অনাথকে দেখিবামাত্র উভয়েই পুনরায় এই কথা বলিতে বলিতে গৃহমধ্যে ছুটিল—"মা! বাবা! পিসীমা! দাদা আসিয়াছে।" বাটীর মধ্যে সংবাদ দিয়া অবিলম্বেই বালক দুইটি পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হারানিধি আসিয়াছে শুনিয়া, অবলাসুন্দরীও বহির্দ্দেশে ছুটিলেন; মাতুল ও মাতুলানী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। দাস দাসী, সাজ সজ্জা ও নানাবিধ তৈজসাদি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। অনাথ ও সরলা শকট হইতে অবতরণ করিল। অনাথ চলিতেছে, সরলা ছায়াবৎ অনুসরণ করিতেছে।

প্রকৃত তথ্য কেহ কিছু বুঝিলেন না—তাহা সকলেই জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। অনাথ অগ্রে মাতা, পরে মাতুল ও মাতুলানীকে প্রণাম করিল; সরলাও তদ্বৎ প্রণাম করিল। অনাথ মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র মাতার চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল; অনাথেরও তাই। তদ্দর্শনে সরলা বলিল—"অনাথ কাঁদিতেছ কেন?" পরস্পরের অশ্রুবিসর্জ্জনের কারণ সরলা কিছু বুঝিল না; ভাবিতে লাগিল—"এ সুখের অবসরে কান্না কেন?" অনাথের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া, অবলাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা কাঁদিতেছেন কেন?"

অবলাসুন্দরী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন সংবরণ করিয়া, অনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মেয়েটি কে?" উত্তরে অনাথ বলিল—"আমারই রক্ষাকর্ত্তা পিতৃতুল্য গুরুদেব দীনদয়ালের কন্যা, সরলা।"

অবলাসুন্দরী "মা ক্রোড়ে আইস" বলিয়া সরলাকে ক্রোড়ে লইলেন। আবার সেই অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এই বার সরলা অশ্রু বিসর্জ্জনের কারণ বুঝিল; ভাবিল—উহা প্রেমাশ্রু—তাহা সরলারও চক্ষু হইতে বারি আকর্ষণ করিল। সরলা বলিল—"মাতৃক্রোড় উপভোগের সুখ এত দিনে অনুভূতি হইল।"

অবলাসুন্দরীও বলিলেন—"কন্যালিঙ্গনের সুখ আজি প্রত্যক্ষ বুঝিলাম।"

সরলার শৈশবাবস্থাতেই মাতৃবিয়োগ হয়। পাছে শিশু

কন্যা মাতৃবিয়োগের সংবাদে কাতরা হয়, তাই পিতা দীনদয়াল ও অন্যান্য সকলে মাতার মৃত্যু-সংবাদ তাহার কর্ণগোচর করেন নাই। 'মাতা পিত্রালয়ে আছেন', 'আজ আসিবেন', 'কাল আসিবেন' বলিয়া সকলেই সরলাকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সরলাও তাঁহাদের আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিত। অবশেষে ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থা হইয়া, সরলা অনাথের সহিত মাতৃ-সন্ধানে বহির্গতা হইল; ভাবিল, —অনাথ যখন তাহার এত প্রিয়,—অনাথের আত্মা ভিন্নাত্মা নহে; যে কারণে পিতা দীনদয়াল অনাথের পিতৃস্থানীয়, সেই কারণে অনাথের মাতাও অবশ্য তাহার মাতৃস্থানীয়া; তাই সে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা, আপনি আজ আসিবেন, কাল আসিবেন, সেই আশা শৈশবকালাবধি পোষণ করিয়া আসিতেছি; পরন্তু কখন আসিলেন না দেখিয়া, আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি; মায়ের প্রাণ এত কঠিন কেন মা!"

উত্তরে মাতা বলিলেন—"কঠিন ছিল; পরন্তু আজ দ্রবীভূত হইল—এ প্রাণ আর তোমায় ছাড়িবে না।"

গুরুজনদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পর, অনাথ মাতুল-পুত্রদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার গলদেশ জড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কনিষ্ঠটি বলিল—"দাদা কাঠের পুতুল ও ছড়ি কৈ?" অনাথ তাহা অর্পণ করিবামাত্র সে সানন্দে বলিতে লাগিল— "দাদা, তুমি যেখানে গেছ্‌লে, সেখানে ত অনেক ঘোড়া, হাতী পাওয়া যায়? আমিও সেখানে যা'ব।"

অনাথ বলিল—"পাওয়া যায় বৈ কি? তোমাকে অবশ্য লইয়া যাইব।"

তাহার পর অনাথ দীনদয়ালের সহিত সংযোগ বিষয়ে সমস্ত বার্ত্তা সকলকে জ্ঞাপন করিল। দীনদয়ালের নাম শুনিয়া যশোদানন্দ বলিলেন—"আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি; তিনি জলন্ধর প্রদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি।" প্রকৃত পক্ষে তিনি তাঁহাকে জানিতেন না; এক্ষণে না জানিয়াও জানিলেন। সুখ্যাতিপ্রিয় ব্যক্তি আত্মাভিমানী হইয়া থাকে; সুতরাং আপনাকে মহৎ বলিয়া জানে। মহতের সহিত মহতের পরিচয় থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; এইবোধে এই উক্তি তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপই হইয়াছে।

মাতুলানী বিদ্বেষান্বিতস্বভাবা; তিনি বলিলেন—"যতই ভাল ভাল বলনা কেন, তবুও পর কখন আপনার হয় না"।

উত্তরে অনাথ বলিল—"জগতে সবই পর, আপনার করিয়া লইলেই আপনার হয়; আপনিও ত পরকন্যা,—এখানে কি করিয়া 'আপনার' হইলেন।

মাতুলানী বলিলেন—"তাহা বিধি-সংযোগে হইয়াছে।"

অনাথ বলিল—"দীনদয়াল প্রভৃতির সহিত আমার সংযোগও বিধিকৃত।"

সরলা বলিল—"বিধিকৃত সংযোগে 'আপনাদের' অনাথ আজ 'আমাদের' হইয়াছে।"

দুঃখবোধ না হইলে, সুখের বিশেষত্ব বুঝা যায় না। পুত্র-বিরহে অবলাসুন্দরী যে কি কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা

তিনিই বুঝিয়াছিলেন ; পরন্তু এত শোক—এতকষ্ট—অনাথের আগমনে তাহা আর কিছুমাত্র নাই; যেন সুখবারি বর্ষণে সঞ্চিত মল মন হইতে সমূলে নির্দ্ধৌত হইল। অবলাসুন্দরীর আর সে ভাব নাই, আর সে নির্ব্বাক্ ম্লানভাব নাই ; তাঁহার এখন কথা ফুটিয়াছে—অনাথ ও সরলার সহিত কত কথা, কত জিজ্ঞাসা হইতে লাগিল এবং উপর্য্যুপরি পুত্রকন্যার মুখচুম্বনের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একের সুখ অন্যের দুঃখের কারণও হইতে পারে; বিদ্বেষানলই তাহার কারণ। তাহা মাতুলানীর হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। অভাগিনী, স্বামীকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল—"কেমন পূর্ব্বেই ত ব'লেছিলাম, পর কখন আপনার হয় না; যম, জামাই, ভাগিনা, তিন নহে আপনার ; কেমন ছুঁচ্ হ'য়ে ঢুক্‌লো আর ফাল্ হ'য়ে বেরুল ; আর একটা কোথা থেকে পাকা ঝিকুর মেয়ে সঙ্গে ক'রে এনেছে; ওটার যেন পেট থেকে কথা বেরুচ্চে।"

যশোদানন্দ বলিলেন—"উহাদের নিজের উপায় উহারা নিজেই করিতেছে ; তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি ? যদি উহারা চলিয়া গেলে তোমার কোনরূপ অসুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে, উহাদের যাইতে নিষেধ করিতেও পারি।"

স্ত্রী বলিলেন—"পোড়াকপাল, ওরা আবার আমার কি সুবিধে ক'র্‌বে, সাংসারিক কাযের সুবিধে ? নেই মানুষ ত নেই কায, ওদের নিয়েই ত আমাদের সংসার ; ওরা চ'লে গেলে, আর কাযই বা কি ? কষ্টই বা কিসের ?"

অবলাসুন্দরী ও অনাথ চলিয়া গেলে, অসুবিধা কি হইবে

তাহা যশোদানন্দ বিলক্ষণ বুঝিতেন; কিন্তু কি করিবেন, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং তাহাদের গতিরোধ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন।

এইরূপ পরস্পর কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল; পরে সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে গেলেন। পরদিন প্রভাতে জলন্ধর যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সমস্তই প্রস্তুত হইল। পরে অবলাসুন্দরী, অনাথ ও সরলা সকলকে যথাবিধি আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শকটারোহণে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নের সত্যতা।

যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন এই দেহ-তরির ভার বহন করিতে হইবে। অনন্ত সংসার-সমুদ্র,—তাহাতে কত প্রকার বায়ু বহিতেছে,—প্রতিকূল বায়ুর সঙ্ঘাতে ঝটিকা প্রভৃতির উৎপত্তি হওয়ায়, বিপত্তিরূপ বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া, তরিকে মগ্নপ্রায় করিতেছে। কর্ণ সুদৃঢ় এবং কর্ণধার উপযুক্ত হইলে, এমত ঝঞ্ঝাবাতে তরি রক্ষা পাইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কর্ণ ক্ষীণ হইলে, অথবা অনুপযুক্ত কর্ণধারের হস্তে ন্যস্ত হইলে, তরি বিধ্বস্ত হইয়া, অতল সমুদ্রজলে মগ্ন হইয়া থাকে। যদি অনুকূল বায়ুর সমাগমে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, তবে তরি সুবাতাসে চালিত হইয়া, সুখগতিতে আপনিই গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। অথবা সুদৃঢ় কর্ণ, উপযুক্ত কর্ণধারের হস্তে নিহিত হইলে, তরঙ্গ থাকিয়াও নাই—সমুদ্র চিরপ্রশান্ত বলিয়াই অনুভূত হয়।

অনাথ ও অবলাসুন্দরীর দেহ-তরণীর কর্ণ সুদৃঢ় বটে—কারণ, হৃষীকেশই সেই কর্ণ। পরন্তু পুত্রবিচ্ছেদরূপ তরঙ্গের প্রতি লক্ষ্য থাকায়, অবলাসুন্দরী মধ্যে মধ্যে কর্ণত্যাগে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। অনাথের অবস্থা তাহা নহে—সে তাপ, শ্রম, বিচ্ছেদাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও করে নাই, সে কোন ক্রমে কর্ণ ছাড়ে নাই, তাহার লক্ষ্য কর্ণ হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

এক্ষণে অবলাসুন্দরীর ঝটিকা কাটিয়াছে; অনুকূল বায়ু বহিতেছে; সুতরাং তরি আপনিই সুখগতিতে চলিতে লাগিল।

শকট চলিতেছে, অবলাসুন্দরী কত কি ভাবিতেছেন। অবলাসুন্দরী স্ত্রীলোক,—স্বভাবতঃই অন্তঃপুর মধ্যে তাঁহার বাস; যথা তথা যাওয়া সম্বন্ধে তিনি অনভ্যস্তা; সুতরাং নানাপ্রকার ভাবনা তাঁহার ত হইতেই পারে। অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইতেছে, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত একত্র বাস করিতে হইবে—ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিল। কখন বা মনোমধ্যে গত ঘটনার অনুশোচনাও হইতেছে, ভাবিতেছেন—"ভগবন্, কি পাপে এত কষ্ট পাইলাম? আমি ত জ্ঞানতঃ কাহারও কিছু অনিষ্ট করি নাই, তথাপি পুত্রবিচ্ছেদে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিলাম কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন; তথাপি ভাবনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না; সমস্ত ভাবনা স্বপ্নাকারে তদীয় মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ সম্মুখে এক সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। মহাপুরুষ অবলাসুন্দরীকে বলিতেছেন—

"সুবর্ণরঞ্জিত গেহ শান্তির আলয়।
তথা তব বাসভূমি হইবে নিশ্চয়॥"

এই বলিয়া তিনি অবলাসুন্দরীকে ঊর্দ্ধদেশে লইয়া গিয়া, সেই বাসভূমির নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া এক বিরাট পুরুষের দর্শন লাভ হইল; অবলাসুন্দরী ভাবিতে লাগিলেন—'ইনি কে?' অন্তরীক্ষ হইতে উত্তর আসিল—

'এ ভূমির অধীশ্বর হরি হৃষীকেশ।
তাঁহারি স্মরণে হয় সর্ব্ব দুঃখ শেষ॥'

অবলাসুন্দরী বুঝিলেন, এতকাল তিনি কল্পনায় মাত্র যে হৃষীকেশের স্মরণ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাঁহার দর্শনলাভ হইল। পরক্ষণেই আনন্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; নিদ্রাভঙ্গের পর অবলাসুন্দরী ভাবিতেছেন,—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহাই স্বপ্ন; না এখন যাহা দেখিতেছি, তাহা স্বপ্ন?" বিচারে সিদ্ধান্ত হইল,—স্বপ্ন অলীক ও অনিত্য; পরন্তু আমি মহাপুরুষানুগ্রহে যে বাসভূমি দেখিলাম, তাহাতে যখনই লক্ষ্য পড়িতেছে, তখনই সেই একই ভূমি,—তাহাতে বর্ত্তমান সেই একই হৃষীকেশ—সর্ব্বথা প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং উহাই নিত্য ও সত্য; পরন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর যে দৃশ্য দেখিতেছি, তাহা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং ইহাই স্বপ্ন।"

ক্রমশঃ শকট দীনদয়ালের গৃহসমীপে উপনীত হইল; সকলে শকট হইতে অবতরণ করিলেন। দীনদয়াল বহির্বাটীতেই অবস্থান করিতেছিলেন; যেন তাঁহাদেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া-

ছিলেন। অনাথ ও সরলা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অবলাসুন্দরীও তদ্বৎ প্রণাম করিলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ-লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বিস্ময়-গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন—"পিতঃ, আমার প্রতি আপনার অসীম দয়া দেখিতেছি; সাক্ষাৎ দর্শনপ্রদানের পূর্ব্বেই আপনি অনুগ্রহ করিয়া, মদীয় মানস-পটে আবির্ভূত হইয়া, উপদেশ দান করিয়াছেন।"

অবলাসুন্দরীর বাক্য শ্রবণে দীনদয়াল ঈষৎ হাসিলেন। এ হাসির মর্ম্ম সরলা ও অনাথ বুঝিল না; কারণ তাহারা স্বপ্নের রহস্য জানিত না।

দীনদয়াল বলিলেন—"মা, আপনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

অবলাসুন্দরী বলিলেন—"তাহা আপনারই অনুগ্রহ মাত্র; আপনি গুরু; যেমত আদেশ করিবেন, সেইরূপই হইবে।"

সরলা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"পিতঃ! এ সম্বন্ধ মন্দ নয়; মা আমার—আপনার মাতা, অনাথের মাতা এবং আমারও মাতা। আপনি—আমার পিতা, অনাথের পিতা এবং মাতারও পিতা। অনাথ—আপনার অনাথ, মাতার অনাথ এবং আমারও অনাথ।"

দীনদয়াল বলিলেন—"আর তুমি—আমার সরলা, তোমার মাতার সরলা এবং অনাথেরও সরলা।"

দীনদয়ালের ক্ষুদ্র সংসার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল; পূর্ব্বে পিতা ও কন্যা দুইজনমাত্র লইয়া সংসার ছিল; এক্ষণে

সংসারে চারি জন লোক হইল। অবলাসুন্দরীও নিজ সংসার সম্বন্ধে বহুকালাবধি বঞ্চিতা ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার নিজ সংসার হইল। সংসারে গৃহকার্য্য সম্বন্ধে অবলাসুন্দরী, গৃহকর্ত্রীরূপে এবং সকলের শিক্ষাদাতা গুরু দীনদয়াল গৃহস্বামিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

হর্ষে বিষাদ।

এইরূপে কিছুকাল সংসারস্রোত চলিতে লাগিল; কিন্তু স্রোত এক ভাবে চিরকাল চলে না; নানারূপ উপসর্গাদি মধ্যবর্ত্তী হইয়া, স্রোতের ভাবান্তর করিয়া দেয়।

সরলার বয়ঃক্রম এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ; সুতরাং উহা বিবাহোপযোগী সময় বুঝিতে হইবে। তাই দীনদয়াল সরলাকে বলিলেন—"সরলা, এইবারে তোমার বিবাহ হইবে। এতাবৎ কাল তোমার সম্বন্ধে যে ভার আমি গ্রহণ করিতেছিলাম, এক্ষণে সে ভারগ্রহণে তোমার স্বামী অধিকারী হইবেন।"

পিতৃবাক্য শুনিয়া সরলা বিষণ্ণা হইল এবং বলিল—"পিতঃ! আজি কেন আপনার নিকট এ নিদারুণ উক্তি শুনিতে হইল? সরলা অন্যের হইয়া জীবনধারণ করিতে কখন সমর্থা হইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

দীনদয়াল বলিলেন—"উপযুক্ত বয়সে অবিবাহিতা থাকা—ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম; তাহা করা উচিত নহে। আর যাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তিনি আমারই আত্মবৎ এবং তোমারই যোগ্যপাত্র হইবেন; অযোগ্যপাত্রে তুমি কখন অর্পিতা হইবে না।"

পিতার কথায় সরলা কোন উত্তর করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু মন তাহার প্রবোধ মানিল না; সে কত কি ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাইবে, কাহার সঙ্গে গিয়া বাস করিতে হইবে, সরলার সরল প্রাণে কত কি কালিমা পড়িবে, ইহাই তাহার ভাবনা। কিন্তু ভাবনা নিষ্ফল, যাহা হইবার তাহা হইবে; বিবাহ-সংযোগ বিধিরই নির্ব্বন্ধ; তাহা অযোগ্যে অযোগ্যে হয় না; যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্যেরই মিলন হইয়া থাকে—'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'।

সরলার বিষণ্ণভাব অনাথ বুঝিল; তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সরলা আজকাল তোমাকে এত বিষণ্ণা দেখিতেছি কেন?"

সরলা উত্তর করিল—"আমার বিবাহ হইবে বলিয়া।"

অনাথ—সে ত সুখের কথা তাহাতে দুঃখ কেন?

সরলা—আমার মন দিয়া দেখিলে, তবে বুঝিতে পারিবে।

অনাথ—ভাল, তোমার মনের কথাই বল না,—দেখি আমার মন দিয়া তাহা বুঝিতে পারি কি না।

সরলা—তোমাদিগকে ছাড়িতে হইবে, তাই দুঃখ।

অনাথ—কেন তুমি আমাদের ছাড়িবে; আর তুমি ছাড়িলেই বা আমরা তোমায় কেন ছাড়িব?

সরলা—স্ত্রীজাতির পক্ষে ইহাই বিধি—আত্মীয়কে ছাড়িয়া পর করিতে হইবে এবং পরকে আত্মীয় করিতে হইবে।

অনাথ—কেন, আমিও ত আত্মীয় ছাড়িয়া পরকে আত্মীয় করিয়াছি ; তথাপি ত আমার বিবাহ হয় নাই।

সরলা—তোমার কথা স্বতন্ত্র। তোমার বিষয়ে বিধাতা ভুল করিয়াছিলেন ; অনাত্মীয়ের সহিত ভ্রম বশতঃ আত্মীয়-বোধে সংযোগ করিয়াছিলেন ; পরে ভ্রম সংশোধন করিয়া তিনি প্রকৃত আত্মীয়ের সহিত তোমার সংযোগ করিয়াছেন।

অনাথ—তোমারও সুখ-সংযোগ হইবে না, তাহা কি করিয়া জানিলে ?

সরলা—এমন পিতা, মাতা ও অনাথের সহিত সংযোগ আর কোথায় হইবে ? এক্ষণে সরলা-বর্জ্জন—ইহাই বুঝি বিধি-নির্ব্বন্ধ।

এক্ষণে অনাথ বুঝিল, কেবল যে সরলা তাহাদিগকে ছাড়িবে, তাহা নহে ; তাহাদিগকেও সরলাকে ছাড়িতে হইবে। অকস্মাৎ অনাথের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল ভূমিতে পড়িল ; অনাথ গদ্‌গদস্বরে বলিল—"আমরা তোমাকে কখন ছাড়িব না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

দীনদয়াল অনাথের সহিত সরলার বিবাহ দিবেন পূর্ব্ব হইতেই ইহা তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। অনাথের গোত্রাদির পরিচয় সংগ্রহ করিয়া, অনাথ যে সরলার যোগ্যপাত্র হইবে, ইহা তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদা তিনি অবলাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, অনাথ ও সরলা উভয়েই বিবাহোচিত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে উহাদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।"

অবলাসুন্দরী—আপনার যেমত ইচ্ছা, তদ্রূপই হইবে।

দীনদয়াল—আমার ইচ্ছা, অনাথেরই সহিত সরলার পরিণয় হয়।

অবলাসুন্দরী—আমারও ইচ্ছা তাহাই; তবে জাতি, কুল ইত্যাদির মিলনসম্বন্ধে কোন বাধা হইবে কি না, তাহা জানা নাই বলিয়াই আপনাকে বলিতে সাহসী হই নাই।

দীনদয়াল—তাহাতে সম্যক্ মিলন হইবে, তাহা আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি। আর প্রধান মিলন—প্রকৃতি বিষয়ে—তাহাতে পরস্পরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

অবলাসুন্দরী—তবে তাহাই হউক; আমারও সাধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আর বাছা সরলাকে কোথায় কাহার গৃহে পাঠাইয়া দিব এবং কাহার গৃহ হইতে কন্যা আনিয়া অনাথের সহিত সংযোগ করিয়া দিব—এই চিন্তাই মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় প্রবল হইত। যাহা হউক, আপনার কৃপায় সে চিন্তা হইতে আজ অব্যাহতি পাইলাম।

ঘরের পুত্রকন্যা ঘরেতেই থাকিবে; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহাদের সংযোগ হইবে না বুঝিয়া, অবলাসুন্দরীর আনন্দের পরিসীমা নাই; তাই অবিলম্বে তিনি অনাথ ও সরলাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের পরিণয় পরস্পরের মধ্যেই হইবে, ইহাই পিতার ইচ্ছা; এক্ষণে আমি তোমাদের 'দুই হাত এক' করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই।"

অনাথের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া সরলা আশ্বস্তা হইল; অমৃতময়ী কথা প্রাণহীন দেহে যেন প্রাণের সঞ্চার করিল। এ বিবাহ-সংযোগ সে কখন ভাবে নাই; বরং অসম্ভব বলিয়াই জানিত। বিবাহ-মিলন বিভিন্ন গোত্রেই হইয়া থাকে; পরন্তু একই গুরুর নিকট একই মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া, সে জানিত, অনাথের ও তাহার একই গোত্র; এক্ষণে সে বুঝিল, বিবাহ বিষয়ে গোত্রের বিচার স্বতন্ত্র ভাবে হইয়া থাকে। ইহা বুঝিয়া সে পিতাকে ও ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সরলার সহিত কথোপকথনে 'সরলা-বর্জ্জন' এই কথাটিতে অনাথের প্রাণে যেন শেলবিদ্ধ হইল। সরলাকে ছাড়িয়া সে কিরূপে প্রাণধারণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না; তাই সর্ব্বদা ভাবিত—"কেন, তাহার সহিত সরলার বিবাহ হইলে ত 'সরলা-বর্জ্জন' আর হইবে না। কিন্তু সে প্রস্তাব করে কে? সে কাহারও নিকট এই প্রস্তাব করিতে পারিল না—লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। আবার ভাবিত—সে আশা দুরাশা; বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা কি করিয়া মনোমধ্যে পোষণ করে? কিন্তু যাহাই হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরলাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহার হৃদয় তাহাকে গ্রহণ করিল।

উদিল শারদ শশী গগন মাঝারে।
মূঢ়মতি শিশু তারে চাহে ধরিবারে॥
আয় চাঁদ ব'লে শিশু ডাকে অনিবার।
হেসে হেসে স'রে যায় ধরা তাহে ভার॥
পবিত্র মানস-পটে শিশু পাতে ফাঁদ।
অঙ্কিত তাহাতে দেখ আকাশের চাঁদ॥

অনাথের আজ সে চিন্তা দূর হইল,—আকাশের চাঁদ হস্তগত হইল,—সরলা আর তাহার চিত্তপটে কেবল চিত্রবৎ অবস্থান করিবে না—সরলা এক্ষণে তাহার আয়ত্তাধীন প্রত্যক্ষ বস্তু। যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমান রহিল; অধিকন্তু সরলার সহিত সম্বন্ধ আরও দৃঢ়ীভূত হইল; যাবৎ অনাথ ও সুরলার সত্তা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ সে সম্বন্ধ ঘুচিবার নহে।

অভাবনীয় শুভসংযোগের বার্ত্তা শুনিয়া, অনাথ ও সরলার

উদ্বেগ ঘুচিল—কেহ কাহাকেও হারাইবে না,—অনাথ সরলারই থাকিবে,—সরলাও অনাথের হইবে। বালক-বালিকার পবিত্র প্রেম দর্শনে বিধাতার দয়ার উদ্রেক হইল—আদেশ হইল, ইহাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাধারণতঃ বিবাহ-সংযোগ অপরিচিতে অপরিচিতেই হইয়া থাকে ; পরন্তু এ সংযোগ—বিশিষ্ট মিলন,—পরিচিতে পরিচিতে সংযোগ, শুভ সংযোগ,—অভাবনীয় অচিন্তনীয় সংযোগ বলিতে হইবে। তাই অনাথ হৃষ্টমনে গৃহসংলগ্ন উদ্যানস্থিত স্বর্ণলতিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

"কনকলতিকা সম সুন্দর সরলা-কায়"।

সরলা বলিল—"তরুবর পাদমূলে বেড়িয়া থাকিতে চায়"।

অনাথ—তরুর সৌভাগ্য হেন কভু কি ঘটিবে হায়।

সরলা—লতিকা ভাবিতা পাছে প্রভুপদ ব্যথা পায়।

অনাথ—সুভার বহনে কভু ব্যথা কেন হ'বে হায়।

সরলা—অবলা সরলা প্রাণে কত কি আশঙ্কা হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

কপটের সাধুভান।

ফাল্গুন মাসের পঞ্চম দিবস বিবাহের দিন স্থির হইল এবং উৎসবের জন্য প্রচুর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। বর-কন্যার স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট করা হইল। কন্যার গৃহে অবলাসুন্দরী সরলাকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন; বরের গৃহে দীনদয়াল অনাথের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। দীনদয়ালের কুটুম্বাদির নিমন্ত্রণ হইল; অবলাসুন্দরীর পিত্রালয়ে যশোদানন্দ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাই দীনদয়াল অবলাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, আপনার স্বাক্ষরে আপনার ভ্রাতা যশোদানন্দ মিশ্র মহাশয়কে সরলার বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া একখানি পত্র দিউন।"

অবলাসুন্দরী "যে আজ্ঞা" বলিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। যথা—

কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ মিশ্র

ভায়া কল্যাণবরেষু।

আগামী ফাল্গুন মাসের পঞ্চম দিবসে মদীয় কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর শুভ পরিণয়, পূজ্যপাদ শ্রীদীনদয়াল শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅনাথনাথ শাস্ত্রীর সহিত হইবে। আশা করি তদুপলক্ষে তুমি সপরিবারে জলন্ধরস্থ মদীয় ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইবে। একাকিনী স্ত্রীলোক,—স্বয়ং যাইতে অসমর্থা বলিয়া, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

শ্রীমতী অবলাসুন্দরী দেবী।

অপর একখানি পত্র দীনদয়াল স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া, নিম্নলিখিত মর্ম্মে যশোদানন্দকে লিখিলেন। যথা—

মান্যবর

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ মিশ্র মহাশয়

মান্যবরেষু।

আগামী ফাল্গুন মাসের পঞ্চম দিবসে আমার পুত্র শ্রীমান্ অনাথনাথ শাস্ত্রীর শুভ পরিণয় ত্বদীয় ভগিনী শ্রীমতী অবলাসুন্দরী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর সহিত হইবে। মহাশয় উক্ত দিবসে সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

শ্রীদীনদয়াল শাস্ত্রী।

উভয় পত্র স্বতন্ত্রভাবে দুইটি লোক দ্বারা প্রেরিত হইল। পত্রদ্বয় যথাসময়ে যশোদানন্দের নিকট আসিল। ভাগিনেয় অনাথের সহিত দীনদয়ালের কন্যা সরলার বিবাহ হইবে, ইহা যশোদানন্দ বুঝিলেন; কিন্তু অনাথ দীনদয়ালের পুত্র কিরূপে হইল, অথবা সরলা কিরূপে নিজ ভগিনীর কন্যা হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

পত্র পাইয়া ভার্য্যার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহাকে পত্রদ্বয়ের মর্ম্ম অবগত করিলেন। যশোদানন্দের স্ত্রীর অবলাসুন্দরীর প্রতি এখন আর পূর্ব্বকার রোষভাব নাই; এক্ষণে তিনি অবলাসুন্দরী ও অনাথের বিলক্ষণ অভাব বোধ করিতেছিলেন; তাই অনাথের বর্ত্তমান বিবাহ সংবাদ শুনিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"বেশ, আমরা সকলেই যাইব; একটি মাত্র ভাগনে,—তার সম্বন্ধে আমাদেরই সমস্ত দেখা উচিত; আর তোমার ভগিনীর পক্ষেও চিরকাল পরের বাড়ী থাকাটা ভাল দেখায় না; বিবাহ শেষ হ'লেই তাঁকে সঙ্গে ক'রে এইখানে আন্‌বো।"

যশোদানন্দ বলিলেন—"সে ত ভাল কথা; আমি থাকিতে পরের সাহায্য তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাও আমি ইচ্ছা করি না; অতএব আমিও তাহাদের আনিবার চেষ্টা করিব।"

মনে পাপ থাকিলে, সরল হওয়া যায় না। সমব্যবসায়ী হইলেও কপটিগণের পরস্পরের মধ্যে সরলতার অভাব হইয়া থাকে। সে কারণে যশোদানন্দ এবং তাঁহার স্ত্রীর মনোগত

উদ্দেশ্য একই হইলেও, তাহা পরস্পর কথোপকথনে সম্যক্ ব্যক্ত হইল না। উভয়েরই উদ্দেশ্য অবলাসুন্দরী ও তৎপুত্রকে কোন উপায়ে নিজ গৃহে আনিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা; পরন্তু সে উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া, বাহ্য অমায়িকতাই প্রকাশ করিতেছেন; যেন তাঁহাদেব নিজ নিজ কোন স্বার্থ নাই। অবলাসুন্দরী ও অনাথের হিতের জন্যই তাহাদিগকে আনিবার চেষ্টা হইতেছে।

সংসর্গদোষে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; সুন্দর স্বভাবও নিকৃষ্ট পাপস্বভাবে পরিণত হইতে পারে। সংসর্গদোষে কি না হয়? সংসর্গদোষে চন্দ্র কলঙ্কিত,—সুদৃঢ় লৌহও অম্লরস সংযোগে কলঙ্ক গ্রহণ করিয়া থাকে। যশোদানন্দ স্বভাবতঃ স্বার্থপর ছিলেন সত্য; পরন্তু পত্নীর সংসর্গদোষে তাঁহার স্বভাব অধিকতর কলঙ্কিত হইল। আত্মীয়ের কিসে ভাল হইবে, সে দিকে ত লক্ষ্য নাই, অধিকন্তু তাহাদের ভাল দেখিতেও কষ্টবোধ হইতে লাগিল—কি উপায়ে তাহাদের অনিষ্ট করিবেন, তাহাদিগকে নিজবশে আনিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান চেষ্টা হইল। বর্ত্তমান বিবাহোপলক্ষে তিনি অনাথ ও অবলাসুন্দরীর নিকট গিয়া, কৌশলে তাহাদিগকে নিজগৃহে আনিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যশোদানন্দ সপরিবারে অনাথের বিবাহোপলক্ষে দীনদয়ালের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

দীনদয়াল যথোচিত সম্মান-সহকারে যশোদানন্দের অভ্যর্থনা করিলেন। অনাথও আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। যশোদানন্দের স্ত্রী ও তদীয় পুত্রদ্বয়ের থাকিবার স্থান অবলা-সুন্দরীর গৃহে নিরূপিত হইল। যশোদানন্দ দীনদয়ালের অমায়িকতায় মুগ্ধ হইলেন; তিনি মনে করিলেন—এরূপ সরল-স্বভাব মহাত্মার নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে বিলম্ব হইবে না। যশোদানন্দ দীনদয়ালকে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার পত্রে লিখিত আছে যে, 'মদীয় পুত্র অনাথ এবং অবলাসুন্দরীর কন্যা সরলা' ইহার অর্থ কিছু বুঝিলাম না।"

দীনদয়াল—আমাদের পরস্পর মধ্যে উক্তরূপ পুত্রকন্যার আদান প্রদান হইয়াছে; সুতরাং সেই ভাবে পত্র লিখিত হইয়াছে।

সতর্ক হইলেও অসরল ব্যক্তি নিজ মনোগত ভাব সম্যক্ গোপন করিতে অসমর্থ হয়; তদীয় প্রকৃতিই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। যশোদানন্দ-সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তিনি স্বয়ং স্ত্রৈণ, সুতরাং অপরকেও তদ্রূপ ভাবিয়া থাকেন,—স্বয়ং স্বার্থপর, সুতরাং লাভালাভ বিলক্ষণ বুঝেন, অন্যেও যে তদ্বৎ বুঝিবে, ইহাও তাঁহার ধারণা ছিল। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ পুত্র-কন্যার আদান-প্রদানে আপনারই অধিক ক্ষতি দেখিতেছি। কন্যা মাতার প্রতি স্বভাবতঃ অধিক আসক্তা হইয়া থাকে; সুতরাং কন্যা মাতারই থাকিবে; অধিকন্তু পুত্রও মাতার হইবে। পুত্র আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিবে না; স্ত্রীজাতির শক্তি অধিক, কন্যা নিজ শক্তিবলে পুত্রকে মাতারই করিয়া লইবে।"

দীনদয়াল যশোদানন্দের অসদভিপ্রায় বুঝিলেন। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ',—সুতরাং তদনুরূপ উত্তর দিলেন—"ইহা আপনি বিপরীত বুঝিতেছেন। স্ত্রী স্বভাবতঃ পুরুষের অনুগমন করিয়া থাকে; সুতরাং পুত্র আমার থাকিলে, পুত্রবধূও আমার হইবে।"

দীনদয়ালের উত্তর শুনিয়া, যশোদানন্দ নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে হতাশ হইলেন; তিনি মনে করিলেন—এইবার ভগিনীর নিকট গিয়া দেখা যাউক কি হয়। ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দিদি, অনাথ ও সরলার উত্তম মিলন হইবে।"

অবলাসুন্দরী—সবই ভগবদনুগ্রহে বুঝিতে হইবে।

যশোদানন্দ—কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি কথায় বিশেষ চিন্তিত আছি; তুমি আত্মীয়া, তোমাকে তাহা অবশ্য বলা উচিত।

অবলাসুন্দরী—তাহা কি ?

যশোদানন্দ—শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, এক্ষণে অনাথ তাঁহার পুত্র ; সুতরাং তাঁহারই অধিকারভুক্ত ; সরলার সহিত অনাথের বিবাহ হইলে, সরলা পুনরায় তাঁহারই অধিকারে আসিবে।

অবলাসুন্দরী—তাহাতে ক্ষতি কি ?

যশোদানন্দ—ক্ষতি সর্ব্বপ্রকারে হইতেছে ; প্রিয়তম পুত্র অপরের হইয়াছে, কন্যাও অনতিবিলম্বে হস্তচ্যুত হইবে।

অবলাসুন্দরী—পুত্র কন্যা এবং পার্থিব সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আমি তাঁহার নিকট একটি বস্তু পাইয়াছি, যাহার মূল্য ইহ-সংসারে সর্ব্বস্বের অপেক্ষা অধিক।

যশোদানন্দ—তাহা কি ?

অবলাসুন্দরী—তাহা হৃষীকেশ।

যশোদানন্দ—তোমার ঐ অন্ধ বিশ্বাসেই সমস্ত নষ্ট হইল। কেবল হৃষীকেশের ধ্যানেই কি সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় ?

অবলাসুন্দরী—হৃষীকেশের ধ্যানে থাকিলে, অভাব বোধ হয় না।

যশোদানন্দ অবলাসুন্দরীকে বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবিয়া, নিরস্ত হইলেন ; স্বকীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধিবিষয়েও আশা ত্যাগ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুখস্বপ্ন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অনাথ মহাসমারোহে বিবাহার্থ যাত্রা করিল। প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে বিবাহকার্য্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যকলাপ যথাবিধি সম্পন্ন হইল। সাধের বিবাহ সুখে সম্পন্ন হইল; এক্ষণে অনাথ বাসরগৃহে সুখোপভোগার্থ অগ্রসর হইতেছে। বাসরগৃহ সুসজ্জিত ও রত্নাদি-খচিত; তথায় সরলা ও তৎসম্পর্কীয় ভগিনীগণ এবং পল্লীবাসিনী অন্যান্য যুবতীগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বরের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন; বর আসিল, উলু উলু ধ্বনি পড়িল, সাধের বর পাইয়া সকলেই উৎফুল্ল: সকলেই সাগ্রহে বরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া সরলার পার্শ্বে বসাইলেন। শ্যালিকা সম্পর্কীয়া দুই একটি নারীর সুকোমল হস্তদ্বারা বরের কর্ণ মর্দ্দিত হইল। পরন্তু তাহা অনাথের পক্ষে কষ্টকর না হইয়া বরং

সুখপ্রদ বলিয়াই অনুমিত হইল। বর ভাবিল—কি বিচিত্র গৃহ! কি বিচিত্র সংযোগ! কি বিচিত্র অবসর! অনাথের চিরকাঙ্ক্ষিত সরলা-মিলন হইল—সরলা তাহারই হইয়া—তাহারই পার্শ্বে শয়ানা রহিয়াছে। সুখাবেশে অনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িল; নিদ্রাবেশে তাহার সুখস্বপ্নের আবির্ভাব হইল। অনাথ দেখিতেছে—

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অনাথ এবং তদীয় বামপার্শ্বে সরলা, একটি বৃহৎ অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে, চারিদিকে পুত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছে। একটি শিশুবালক হামাগুড়ি দিয়া অনাথের ক্রোড়ে আসিয়া বসিল এবং মুখচুম্বনলালসায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনাথের চুম্বনদানে বিলম্ব দেখিয়া, শিশু মাতার নিকট অভিযোগ করিতেছে—'মা, মা, চুমু দিলে না।' মাতা বলিল—'আমার কাছে এস, আমি চুমু দিতেছি।' শিশু মাতাকে প্রতীকারে অসমর্থ ভাবিয়া, স্বয়ং প্রতীকারের চেষ্টা পাইল—সে ত্বরায় অনাথের ক্রোড়োপরি দণ্ডায়মান হইয়া, অনাথের মুখের উপর মুখ দিয়া বলিল,—'চুমু দাও নইলে মুতে দেবো।' অনাথ সাগ্রহে চুম্বনদান করিল; শিশু তাহা যেন আকণ্ঠ পান করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ক্রমশঃ প্রভাতাগমে অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিল—অপর কেহই নাই, কেবলমাত্র সরলা তাহার পার্শ্বে শয়ানা রহিয়াছে। অনাথ ভাবিল—'এ কি ব্যাপার? অয়ি সুখময়ি রজনি, তুমি কেন প্রভাতা হইলে?'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সংসার ত্যাগ।

বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল ;—কুটুম্বগণ ক্রমশঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যশোদানন্দও নিজাবাস অমৃত-সহরে যাত্রার জন্য উদ্যোগী হইলেন। অবলাসুন্দরীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার উদ্দেশে বিফল-মনোরথ হইয়া, এক্ষণে কেবল স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন ; এক্ষণে দেখা যাউক, পত্নী এ সম্বন্ধে কি করিতে পারেন।

বিবাহকার্য্য শেষ হইলে, অবলাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতিকে বিদায় দিবার জন্য নানারূপ উদ্যোগে ব্যতিব্যস্ত—খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, অন্যান্য আর কত কি তাহাদের সমভিব্যাহারে দিতে হইবে, তাহারই সংগ্রহের জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইত্যবসরে ভ্রাতৃজায়া আসিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি, আর কি, বিবাহ ত হ'য়ে গেল, এখন তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

অবলাসুন্দরী—আর অনাথ ও সরলা ?

ভ্রাতৃজায়া—কেন ? ঘরের ছেলে, ঘরে যাবে, বউও তার সঙ্গে ঘর ক'র্‌তে যাবে।

অবলাসুন্দরী—আমি যে তাহাদিগকে গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছি,—এই খানেই যে তাহাদের বাসগৃহ।

ভ্রাতৃজায়া—তবে তুমি চল।

অবলাসুন্দরী—আমারও যাইবার উপায় নাই; আমার বিবাহ হইয়াছে।

ভ্রাতৃজায়া অবলাসুন্দরীর বিবাহের কথা শুনিয়া, চমকিতা হইলেন। নিজ নিজ মনোগত ভাব অনুসারেই সাধারণতঃ বিচার হইয়া থাকে; সুতরাং বিবাহের কথায় ভ্রাতৃজায়ার মনে কত কি কুতর্ক আসিয়া জুটিল; তিনি ভাবিতেছেন—"দীনদয়ালের স্ত্রী নাই; হয়ত তাঁহারই সহিত বিবাহ হইয়া থাকিবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কাহার সহিত বিবাহ হ'ল ?"

অবলাসুন্দরী—হৃষীকেশের সঙ্গে।

ভ্রাতৃজায়া—তিনি কে ? কোথায় থাকেন ? এ বিবাহে কি তিনি উপস্থিত হন্ নি ?

অবলাসুন্দরী—তিনি জগৎপাতা,—উর্দ্ধদেশে তাঁহার স্থান; এ বিবাহের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ভ্রাতৃজায়ার এতক্ষণে চমক্ ভাঙ্গিল; তিনি মর্ম্মকথা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন—"ওঃ। বুঝেছি তুমি 'হৃষীকেশ—ঠাকুরের' কথা ব'ল্‌ছ। তিনিত সব স্থানেই আছেন;

আর তুমি যখন সবই ছেড়েছ, তখন দূরে গিয়ে থা'ক্‌লেই, তোমার হৃষীকেশের কায ভাল হ'বে।"

অবলাসুন্দরী—বাঁচিয়া থাকিতে, সর্ব্বত্যাগী হওয়া যায় না; তোমাদের স্থানে যাইলে, এক ছাড়িয়া অপর এক গ্রহণ হইবে মাত্র। বিশেষ এরূপ ত্যাগে আমি উপদিষ্ট হই নাই; 'সব থাকিয়াও কিছু নাই' যে অবস্থায় হয়, তাহাই ত্যাগের অবস্থা; ইহাই গুরুর উপদেশ।

ভ্রাতৃজায়া—তবে তোমার সব স্থানই ত সমান—আমাদের কাছে যেতে আপত্তি কেন?

অবলাসুন্দরী—এক্ষণে এই স্থানই আমার পক্ষে হৃষীকেশ-সাধনের অনুকূল স্থান; ইহাই গুরু বলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারি না।

যশোদানন্দ ও তদীয় পত্নীর চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবশেষে তাঁহারা বিদায় গ্রহণানন্তর পুত্রদ্বয়ের সহিত অমৃতসহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভব-রোগ।

যেমন জীবদেহ স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহমধ্যস্থিত মনও তাদৃশ স্বভাবাপন্ন। উহা একটি মাত্র বস্তুকে অবলম্বন করিয়া, চিরকাল থাকিতে চাহে না। নব নব অভিলাষে প্রণোদিত হইয়া, নিত্য নূতন অবলম্বনের জন্য যত্নবান্ হয়, ইহাই তাহার প্রকৃতি। রুচিই অবলম্বন-পরিবর্ত্তনের কারণ; সেই রুচির পরিবর্ত্তনে মন ভিন্নাবলম্বনের সন্ধান করিয়া থাকে। রুচি-পরিবর্ত্তনেরই বা কারণ কি? কারণ—সংসর্গ দোষ। অনাথও জীব-শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং তাহারও মন যে চঞ্চল-স্বভাব হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকেই ধরিয়া থাকে; তাহাই তাহার সংসার। বাল্যকালে পিতামাতাই বালকের ভালবাসার বস্তু; সুতরাং তাঁহাদের লইয়াই তাহার সংসার। বয়োবৃদ্ধি

হইলে, আসক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া, স্ত্রী পুত্রাদির উপর স্থাপিত হইলে, জীব তাহাদের লইয়া পুনরায় স্বতন্ত্র সংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন আর আসক্তি একান্তভাবে পিতামাতার প্রতি থাকে না; তাহা কথঞ্চিৎ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি নিহিত হয়। নূতন সংসর্গে নূতন রুচি অনুসারে তাহার নূতন অবলম্বন হইয়া থাকে। অনাথেরও সেই দশা ঘটিল—সে সরলাকে লইয়া নূতন সংসারী হইয়াছে। গুরু ও মাতাকে লইয়া পূর্ব্ব সংসারে আর তাহার তাদৃশ আস্থা নাই। পরন্তু সরলা ত তাহার পূর্ব্বেও ছিল, পরেও তাহারই রহিয়াছে; তবে সে নূতন সংসর্গের দ্বারা নূতন সংসারী কিরূপে হইল? তবে বুঝি সরলার রূপান্তর হইয়া, অনাথের অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে! তাহাই বা কি করিয়া বলি? বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল, সরলার রূপের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে বোধ হয়, অনাথেরই দৃষ্টির দোষ হইয়া থাকিবে; সে কারণে সে সরলার অন্যরূপ দেখিতেছে। তাহাই সম্ভব। পরন্তু দৃষ্টি দূষিত হইবারই বা কারণ কি? কারণ—ভাবান্তর। একই বস্তু ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়া। একটি সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া কাহারও বাৎসল্যভাবের, কাহারও বা ভক্তিভাবের, কাহারও বা অন্য-ভাবের উদ্রেক হয়। একই বস্তুর ভাবের তারতম্য বশতঃ দৃষ্টিরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

জীবের মনের ভাব সকল সময়ে সমান থাকে না। অবস্থা-ভেদে ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে। অনাথেরও সেই দোষ

ঘটিয়াছে। সে যে দৃষ্টিতে সরলাকে পূর্ব্বে দেখিত, এখন আর সে ভাবে দেখে না; ভাবের পরিবর্ত্তনে দৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরন্তু কি ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল?—তাহার মনোমধ্যে সরল, পবিত্র প্রেমভাবের পরিবর্ত্তে, কলুষিত অপবিত্র প্রেমভাব স্থাপিত হইল। তাহার ফলে গুরু ও মাতার প্রতি আর তাহার সে ভালবাসা রহিল না; সরলাই এখন তাহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে; পরন্তু এখনকার সরলা পূর্ব্বকার সরলা নহে, এখন অনাথ কামনা-কলুষিতভাবে যেমত তাহাকে দেখিতেছে, সেও তাহার দৃষ্টিতে সেই রূপ প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বকার সরলতা, সাহস ও তুষ্টি তাহার ঘুচিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে লজ্জা, ভয় ও ক্রোধ আসিয়া জুটিয়াছে—ইহারাই কামের অনুচর।

পক্ষান্তরে দৃষ্টিদোষ, ভাবান্তর প্রভৃতির মূলে একটি কারণ আছে—তাহা মোহসম্ভূত আত্মবিস্মৃতি। যে কারণে অবলাসুন্দরী পুত্রবিচ্ছেদে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান সময়ে অনাথের চিত্তবিলাপের কারণ হইয়াছে। অবলাসুন্দরী বিপদে আত্মহারা হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ অনাথ সম্পদে সেই আত্মনারায়ণকে হারাইল; সুতরাং তাহারও বিপত্তি আসন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মোহমদে মত্ত জীব সাধের তরি অবলম্বন করিয়া, কাল-সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, সে ভাবিতেছে,—বুঝি এমন দিন কখন আর ঘুচিবে না; পরন্তু মোহ জীবের প্রকৃত বন্ধু নহে; উহা 'বিষকুম্ভ পয়োমুখবৎ' অর্থাৎ উহা আপাততঃ রমণীয়, কিন্তু পরিণামে অশেষ দুঃখফলপ্রদ। অনাথেরও সেই

দশা ঘটিল। তাহার সাধের তরি মগ্নপ্রায় হইল,—অকস্মাৎ সরলা কঠিন রোগাক্রান্ত হইল। বিপদ না আসিলে, সম্পদের অসারতা প্রতিপাদিত হয় না—অনাথ বিপদে বুঝিল, তাহার প্রাণের সরলার সারবত্তা নাই। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ঘোর বিকারাদির লক্ষণ প্রকটিত হইল। বিকারে তাহার মুখ হইতে 'আমি যাই' প্রভৃতি কত কি কথা বাহির হইতে লাগিল; অনাথ ভাবিল 'সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সেও যায়।'

রোগী নিজ রোগ সম্বন্ধে বুঝিতে পারে না; পীড়াকালে তৃষ্ণার অসারত্বও বুঝে না; ভাবে জলই তাহার সারবস্তু। মোহান্ধ জীবও রোগগ্রস্ত—ঘোর বিকারাদি তাহাতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে; পরন্তু তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। ভোগতৃষ্ণাই সেই বিকারের প্রবর্ত্তক; সে অন্ধভাবে ভোগের জন্য ধাবিত হয়; মনে করে,—ভোগ্যবস্তুই তাহার চিরকালের সঙ্গী হইবে। কিন্তু ভোগ্যবস্তু ভৌতিক পদার্থ; উহা নানা রূপ ধারণ করে; এই একরূপ,—পরক্ষণে অন্যরূপ! তখনই জীব অধীর হইয়া বলে—'আমার সাধের বস্তু কোথায় গেল।' অনাথেরও সেই দশা ঘটিয়াছে,—সে ভাবিতেছে—তাহার সাধের বস্তু বুঝি অদৃশ্য হয়। অবলাসুন্দরীরও মন চঞ্চল হইল। ভয়ে উভয়ে গুরু দীনদয়ালের নিকট উপস্থিত হইল। অবলাসুন্দরী বলিতেছেন—"পিতঃ, এ কি হইল? সরলাকে রক্ষা করুন।"

দীনদয়াল—ভগবান্ যাহা করেন, তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। তোমাদের কর্ত্তব্য কেবল যত্ন ও চেষ্টা

করা,—তাহাই করিয়া চল; মঙ্গল বা অমঙ্গল, যেমন তাঁহার ইচ্ছা তাহা তিনিই করিবেন।

অবলাসুন্দরী ক্ষান্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন—সরলার উপর তাঁহার অধিকার নাই; দৈবানুগ্রহে তাহাকে লাভ করিয়াছেন, আবার দৈবের ইচ্ছায় তাহাকে ছাড়িতেও হইতে পারে। অতএব দৈবের যেমন ইচ্ছা, তাহাই হউক। এইরূপ ভাবিয়া, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তা হইলেন। পরন্তু অনাথের তাহা হইল না; মোহ তাহাকে অধিকার করিয়াছে; সুতরাং তাহার সে নির্ভরতা কিরূপে হয়? সে পিতার উপদেশানুসারে নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে সরলার কাতরোক্তি শ্রুতিগোচর হইবামাত্র সে নিশ্চিন্তভাব আর রহিল না—সে ধৈর্য্যচ্যুত হইল। এইরূপে কখন ভগবন্নির্ভরতার চেষ্টা, কখন বা মোহকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে স্থিতি,—এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে অনাথ কষ্ট পাইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে বাসরগৃহে সুখস্বপ্নে যে সমস্ত দৃশ্য অনাথের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রজনীযোগে আর এক দিবস স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান হইল। অনাথ দেখিল—সমস্তই আছে, কেবল একটি বস্তু নাই—তাহা সরলা। পুত্রগণের আকার ও অবয়ব পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্র নহে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, পূর্ব্বস্বপ্নে যে শিশুটি তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া খেলা করিতেছিল, কেবল সেইটির হয় নাই; পূর্ব্বস্বপ্নে অনুমিত হইয়াছিল যে, সমস্ত পুত্রগণ তাহারই সংসারভুক্ত এবং একত্রে

মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে—এক্ষণে তাহা নহে—তাহারা যেন ভিন্ন লোক, নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংসার লইয়াই ব্যস্ত, অনাথের সংসারে আর তাহারা থাকিতে চাহে না। কনিষ্ঠ সন্তান—যেটি অবিবাহিত ছিল, সেইটি মাত্র—এখনও অনাথকে ছাড়ে নাই; অপর সকলেই ছাড়িয়াছে। সরলাকে দেখিতে না পাইয়া, অনাথ এই বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মাতা কোথায়?" বালক বলিল,—"শুনিতেছি মাতা মারা গিয়াছেন।" বালকের কথা শুনিবামাত্র অনাথ অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক বলিল—"বাবা কাঁদিতেছেন কেন? মা মরিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ক্ষতি কি? আপনি ত আমাদের আছেন?" উত্তরে অনাথ বলিল—"তোমাদের আমি আছি সত্য; কিন্তু আমার কে রহিল?" বালক বলিল—"কেন বাবা, দাদারা আছেন, আমি রহিয়াছি।" বালকের শেষ কথা শুনিয়া আর একটি পুত্র বলিল—"হাঁ, আমাদের আর কায নাই, বৃদ্ধের সঙ্গে আমরাও ক্ষেপিয়া যাই আর কি? লোকের কি আর স্ত্রীবিয়োগ হয় না?" অকস্মাৎ অন্তরীক্ষ হইতে কে বলিল—

"সঁপিনু সরলা-ধনে সুপাত্র তোমারে।
সরলাঙ্গ পরিহরি হারা'লে তাহারে॥"

বাক্য শেষ হইতে না হইতেই দীনদয়ালের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে প্রকটিত হইল; প্রতিমূর্ত্তি দেখিবামাত্র অনাথ চমকিত হইল এবং পরক্ষণেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নদর্শনে অনাথ মর্ম্মাহত ও বিষণ্ণ; বলিল—

"অয়ি কালরজনি! তুমি কেন আসিয়াছিলে?"

স্বপ্নভঙ্গের পর অনাথের মনোমধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার আসিয়া জুটিল; কখন ভাবিতেছে—'পুত্রাদি কোথা হইতে আসিল' আবার ভাবিতেছে—'সরলার মৃত্যুসংবাদ,' ইহা কি দৈব প্রত্যাদেশ, অথবা ইহা অলীক স্বপ্ন মাত্র?" পরন্তু কিছুতেই তাহার মনে প্রবোধ আসিল না; স্বপ্নেই হউক আর যে কোন অবস্থাতেই হউক, প্রিয়তমা সরলার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপে সে স্থির থাকিতে পারে? অনাথ সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কেমন আছ?" উত্তরে সরলা বলিল—"একটুকু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে।" উত্তর শুনিয়া অনাথ আবার কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল, ভাবিল—'স্বপ্ন অলীক ও মিথ্যা।'

আবার সেই অন্তরীক্ষ-বাণী এবং পিতা দীনদয়ালের আবির্ভাবের কথা স্মরণে আসিল, অনাথ ভাবিল—'ইহাই বা কি?' কিছু সিদ্ধান্ত হইল না; শেষে স্থির করিল—'পিতা দীনদয়ালই ইহার মীমাংসা করিবেন।' পরন্তু তাঁহার নিকট যায় কে? অনাথের আর সে পূর্ব্বভাব নাই—সে সরলতা এবং প্রসন্নভাব নাই—এক্ষণে লজ্জা, ভয় প্রভৃতি তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক 'বিপদে গুরু-শরণ কর্ত্তব্য' এই বাক্যের সার্থকতা বোধে, মনে সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক অনাথ কোন প্রকারে গুরু দীনদয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বপ্নকথা নিবেদন করিয়া বলিল—"পিতঃ, আমার পূর্ব্বকার প্রসন্নভাব, গুরুভক্তি, সরলতা প্রভৃতি হারাইয়াছি; এক্ষণে

লজ্জা, ভয়, শঙ্কা প্রভৃতি মনকে অধিকার করিয়াছে; আপনি গুরু, ইহার যথাবিধি প্রতীকার করুন।"

দীনদয়াল—প্রতীকার তোমারই নিকট,—তাহা তুমি না করিলে, আমি কি করিতে পারি?

অনাথ—আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না—তাহা বুঝাইয়া দিলে অবশ্য করিব।

দীনদয়াল—এমন সুখের সংসারে কষ্ট কিসের?

শেষ কথার গূঢ় অর্থ অনাথ বুঝিল না; তাহার কলুষিত মন অর্থটি অন্যভাবে গ্রহণ করিল। সে বুঝিল, উহা ভর্ৎসনাবাক্য মাত্র, তাহারই দোষের জন্য উক্ত হইয়াছে। তাই বলিল—"পিতঃ, সংসার সুখের আকর বলিয়া পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম; পরে দেখিতেছি, ইহার মধ্যে সর্ব্বৈব প্রচ্ছন্ন দুঃখ। এক্ষণে বুঝিতেছি, সরলা অপরের হইলে ভাল হইত; তাহা হইলে, বর্ত্তমান কালে আমার এ শোচনীয় অবস্থা হইত না।"

দীনদয়াল—বৎস, তুমি মিথ্যা বুঝিয়াছ; এ সংসার সুখেরই আকর; সরলা বা অপর কেহ তোমাকে কষ্ট দেয় নাই বা দিতে পারে না; তুমিই তোমার কষ্টের কারণ হইতেছ, তাহা পরে বুঝিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন।

বৎস, স্বপ্ন-দৃষ্ট যাবতীয় ব্যাপার তুমি দৈবানুগ্রহেই দর্শন করিয়াছ। ঐরূপ দর্শন কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; পরন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহার অর্থের উপলব্ধি করিতে পার নাই। স্বপ্নকে সত্যও বলা যায়, মিথ্যাও বলা যায়। যদি বর্ত্তমান জাগ্রদবস্থা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থাও সত্য কেন না হইবে? যেহেতু যাহা কিছু জাগ্রদবস্থায় হইয়া থাকে, তাহারই অনুরূপ স্বপ্নাবস্থায় প্রকটিত হয়। নিদ্রাবস্থার পর জাগ্রদবস্থা আসিলেই বিচার ও অনুভূতি হয় যে, যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন ও অলীক; পরন্তু নিদ্রাকালে স্বপ্ন সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালের যে অবস্থা—যাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতেছ; তাহা

যে স্বপ্নাবস্থা নহে, তাহাই বা কি করিয়া জানিলে? যেমন স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া, স্বপ্নের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচার হয় না, স্বপ্নাবস্থার পর জাগ্রদবস্থায় তাহার বিচার হয়, তদ্রূপ বর্ত্তমান মোহের অবস্থা গত হইলে, তাহার পরের অবস্থা—মোহাতিরিক্ত তুরীয়াবস্থা—প্রাপ্ত না হইলে, বর্ত্তমান জাগ্রদবস্থার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারও সম্ভবপর হইতে পারে না।

ঐশ্বর্য্য, সরলা প্রভৃতির সংযোগ পূর্ব্বে তোমার ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছে, তাহাই স্বপ্নে দেখিয়াছ; পুত্রাদি যাহা পরে হইতে পারে, তাহারও স্বরূপ দেখিয়াছ; আবার সরলা প্রভৃতি পরে কিছুই থাকিবে না, তাহারও আভাস পাইয়াছ। সংসারে পুত্রাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ সময়ান্তরে পরও হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অন্যত্র দেখিবার আর প্রয়োজন হইবে না—তুমিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পূর্ব্বে তুমি আমাকে ও তোমার মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতে না; পরন্তু এক্ষণে আর আমাদের সঙ্গ তোমার প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে না; এক্ষণে তুমি সরলাকে লইয়া স্বতন্ত্র সংসারী হইয়াছ এবং আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা, ভয় ও বিরক্তি অনুভব করিয়া থাক। এই লজ্জা, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতিই সংসারে কষ্টের কারণ। তোমার বর্ত্তমান মীমাংসা এই যে, সরলাই সেই সকল কারণের কারণ; তাহা ভ্রমাত্মক জানিও; অপিচ সরলারও পতনের কারণ তুমিই। স্ত্রীজাতি পুরুষেরই অনুগমন করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার পতনে তাহারও পতনের কারণ হইয়াছে। তাই সে দৈববাণী—

"সপিনু সরলা-ধনে সুপাত্র তোমারে।
সরলাঙ্গ পরিহরি হারা'লে তাহারে॥"

পরন্তু তুমি কৃতঘ্ন—দৈবানুগ্রহেই তোমার সরলা-লাভ হইল; কিন্তু কৃতঘ্ন তুমি, সেই দৈবকে ত্যাগ করিয়া, সরলাকে সর্ব্বসার ভাবিয়া, তাহারই ধ্যানে নিরত রহিলে। পরন্তু সরলা তোমারও নহে এবং কাহারও নহে; সরলা, তুমি, আমি এবং জগতের যাবতীয় সমস্তই দৈবের অধিকৃত—দৈব হইতে সকলকার উৎপত্তি এবং দৈবেই সকলের পরিণতি হইবে। যে ব্যক্তি দৈবাবলম্বনে থাকে, তাহার কোন বস্তুর অভাব বোধ হয় না; যে দৈবকে ছাড়িয়া, দৈবের সম্পত্তি অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে তস্কর। দৈবের সম্পত্তি দৈবের নিকট সকলকেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; পরন্তু স্বকৃত চৌর্য্যবৃত্তির জন্য তস্কর অধিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। দৈবই তোমার আত্মীয়—দৈব সম্পত্তি নহে; তাঁহাকে ছাড়িলেই কষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

বৎস, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দেখ, যখন নানারূপ কষ্ট পাইয়া জীবিকা-সংগ্রহের জন্য মাতুলালয় হইতে বহিষ্ক্রান্ত হও, তাহা কি বিপদের সময়! কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুরই স্থিরতা ছিল না। দুর্দ্ধর্ষ সূর্য্যতাপ, পথশ্রম প্রভৃতি কি করিয়া সহ্য হইল? কাহার প্রভাবে সেই সমস্ত কষ্ট সুখে সহ্য হইল? কি উপায়েই বা সমস্ত অভাব পূর্ণ হইল? তাহা একমাত্র হৃষীকেশানুগ্রহে নহে কি? হৃষীকেশাবলম্বনে যতদিন ছিলে, ততদিন কোন কষ্ট ছিল কি? বিপদের সময় হৃষীকেশকে ছাড় নাই সত্য; কিন্তু সম্পদের সময় ছাড়িয়াই

বর্ত্তমান সময়ে কষ্টভোগ করিতেছ। যদি সম্পদে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে, তাহা হইলে, বিপদের সম্ভাবনা হইত না। যথা—

"দুখ্ মে সব্ কোই হরি ভজে সুখ্ মে ন ভজে কোই।
যো কোই সুখ্ মে ভজে উস্ কা দুখ্ কহাঁসে হোই॥"

এ সংসারে সকলই দৈব-কর্ত্তৃত্বে পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতেছে। সেই নিত্যবস্তু সূক্ষ্ম দৈবের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য আছে, তিনি ক্রীড়াশীল পুত্তলিকা-দর্শনে মুগ্ধ হয়েন না এবং তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী; পরন্তু যিনি দৈবকে পরিত্যাগ করিয়া, অনিত্য ক্রীড়াশীল পুত্তলিকা দর্শনে মুগ্ধ হয়েন, তিনি পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ আপাততঃ রমণীয় ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া, শেষে অনন্ত কষ্টভোগ করিয়া থাকেন।

অতএব বৎস, আত্মরক্ষা করিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া চল। আত্মাতে থাকিয়া কর্ম্ম করিলেই সুখ, আত্মত্যাগে দুর্গতি ও কষ্ট নিশ্চিত জানিও।

এ জগৎ কর্ম্মস্থল; আত্মপ্রসন্নতালাভই জীবের উদ্দেশ্য; বিপদ্ ও সম্পদ্ উভয়বিধ অবস্থাই জীবের পরীক্ষার অবসর; ভগবৎসঙ্গই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়।

যাহা সর্ব্বাংশে সম বা অভিন্নভাবে অবস্থিত তাহাই সরল; যেখানে সেই অভিন্নভাব নাই অর্থাৎ যাহার আদি অন্ত মধ্যের অসামঞ্জস্য বশতঃ সর্ব্বাংশে সমভাবে লক্ষ্য পড়িতেছে না, তাহাই অসরল। প্রকৃতির দুইটি অঙ্গ—একটি সরল, অপরটি অসরল। সূক্ষ্মত্ববশতঃ আত্মাতে বৈষম্যভাব নাই অর্থাৎ উহা

আদি অন্ত ও মধ্য-বর্জ্জিত; সদা সর্ব্বতোভাবে—একইভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আত্মাই সরল বস্তু, তাহারই সঙ্গগুণে সরলতা লাভ হয়। জড়ভাব উহার বিপরীত অর্থাৎ উহা আদি অন্ত ও মধ্য এই তিন অবস্থার অন্তর্গত। সম বা অভিন্নভাব না থাকায়, উহা অসরল। জড়সঙ্গে সরলতায় কালিমা পড়ায় অসরলদোষ ঘটিয়া থাকে। তাহাই তোমার বর্ত্তমান কালে ঘটিয়াছে—তাই সে দৈববাণী—'সরলাঙ্গ পরিহরি হারা'লে তাহারে।'

জীব হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, কত কি করিতেছে; ইহা সমস্তই এক অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির কার্য্য; নচেৎ মাংসপিণ্ড শরীরের কোন কার্য্য নাই—ঐশী শক্তির অভাবে তাহার জড়বৎ স্থিতি হইয়া থাকে। সেই ঐশী-শক্তি যেমন তোমাতে, সেইরূপ অপর জীবেও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহাই জীবের আত্মশক্তি; তাহাতে লক্ষ্য হইলে, জীবের আত্মময় জগতের উপলব্ধি হয়। সরলা প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছ, তৎসমস্তই আত্মশক্তির নির্দ্দেশক। সেই আত্মায় লক্ষ্য হইলেই বুঝিবে, সরলার মধ্যস্থিত আত্মবস্তুই তোমার আত্মীয়; তখনই সরলা প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমার আত্মীয়; নচেৎ সরলার সহিত শারীরিক সম্বন্ধে আত্মীয়তা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। শরীর ক্ষণভঙ্গুর—ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ কিরূপে হইবে? বালক গোলক লইয়া খেলা করিতেছে, ইহা বালকেরই কার্য্য বুঝিতে হইবে; বালক-নিক্ষিপ্ত গোলক নানাগতিতে চলিতেছে, ইহা গোলকের কার্য্য ভাবিয়া,

গোলকদর্শনে মুগ্ধ হওয়া, বুদ্ধিমানের উচিত নহে। তদ্রূপ জীবদেহ যাহা কার্য্য করিতেছে, তাহা জীবের অন্তঃস্থিত জীবনশক্তিরই কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে—ইহা কখন জীবদেহের কার্য্য হইতে পারে না।

যেখানে সুখবোধ, সেই খানেই দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব সম্বন্ধেই সুখদুঃখবোধ হইয়া থাকে,—আত্মসম্বন্ধে তাহা নাই। অতএব আত্মসম্পর্কে অবস্থান করিয়া, সুখদুঃখের অতীতাবস্থা—শান্তিপদ লাভে যত্নবান্ হও।

দ্বিতীয় খণ্ড।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মোহের স্বরূপ বর্ণন।

জীব দেহ অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং যতদিন সে জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে দেহ অবলম্বনে থাকিতে হইবে। সেই দেহ চিরস্তন বস্তু নহে—তাহা ক্ষয়শীল। ক্ষয় হইলেই অভাবের সৃষ্টি হইল এবং সেই অভাব পূরণের জন্য মন যত্নবান্ হয়। মন না থাকিলে, দেহের অভাব-পূরণ অন্যে কে করিবে? সুতরাং দেহ ও মনের একত্র স্থিতিতে জীবসত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অভাব-পূরণের জন্য মন বহুবিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে। অভাব বোধ হইলে, তত্তদ্‌বিষয়ের সম্পর্কে আসিয়া, মন সুখবোধ করে; অথবা তত্তদ্বিষয়ের

অপ্রাপ্তিতে দুঃখবোধ করে। আবার অত্যন্ত সুখ অথবা অত্যন্ত দুঃখবোধে, প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্ত বিষয়ের একান্ত ধ্যানে মনের তত্তদ্‌বিষয়ে একান্ত লয় হয়; তখন মনের অভাবে দেহের সত্তা থাকে না।

অতএব সুখদুঃখের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় জীবসত্তার স্থিতি হইয়া থাকে; নচেৎ একাদিক্রমে সুখের বা একাদিক্রমে দুঃখের অবস্থায় তৎসত্তা বর্ত্তমান থাকে না। সুতরাং সুখের পর দুঃখ অথবা দুঃখের পর সুখ—ইহা জীবের ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী। সরলার জীবনের এখনও শেষ সময় উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং তাহারও বিপদ চিরকাল থাকিতে পারে না; তাহা ক্রমশঃ ঘুচিয়া গেল। তৎপরে পুনরায় সুখের সময় উপস্থিত—সে রোগমুক্তা হইয়া সুস্থবোধ করিল।

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সুখে সুখ অথবা দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। অনাথও সরলাকে ভাল বাসিত; সুতরাং তাহার দুঃখে সে অবশ্যই দুঃখিত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে সরলা প্রকৃতিস্থা হইল; সুতরাং আশা করা যায়, এখন আর অনাথেরও দুঃখের কোন কারণ নাই। পরন্তু অনাথের আশানুরূপ সুখভাব প্রকটিত হইল না; অভাগার আবার কি আসিয়া জুটিল? গুরু বলিয়াছেন,—সরলার দেহ তাহার আত্মীয় নহে; তদ্দেহমধ্যস্থিত শক্তি-বিশেষ—যাহা সরলার বাহ্যরূপকে রক্ষা করিতেছে,—তাহাই অনাথের আত্মীয়। তাহারই পরিচয়ের জন্য সে ব্যস্ত,—তাহাই তাহার বর্ত্তমান চিন্তা। পরন্তু সরলার বহিঃসৌন্দর্য্যের শক্তি অধিক;

তাহা অনাথকে পরাভূত করিল; অনাথ আভ্যন্তরিক বস্তুর পরিচয় পাইল না—ক্রমশঃ অনাথসত্তা সরলা-সৌন্দর্য্যে লয় পাইতে লাগিল। আবার চেষ্টা ও উত্থান—আবার ব্যর্থভাব ও পতন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনে, অনাথ বহুকাল কষ্ট পাইতে লাগিল। গুরুদেবের—উপদেশবাক্য শ্রবণে অনাথ বুঝিয়াছিল যে,এইবার সে মোহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে সমর্থ হইবে;—কিন্তু মোহের গ্রাস অতি দৃঢ়,—শুদ্ধ উপদেশবাক্যে অব্যাহতি হয় না,—বিশেষ কার্য্য ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায় নাই।

বৈচিত্র্যপূর্ণ এ ভবরাজ্য কাহার? উত্তরে বলিব—ইহা ভগবদ্-রাজ্য। কিন্তু মোহ বলিতেছে—এরাজত্ব তাহার। মূঢ় জীবকে কতই প্রলোভন দেখাইয়া, সে বলিতেছে—'এ সমস্ত তোমারই ভোগ্য বস্তু, অনন্তকালাবধি তুমি উহা সুখে ভোগ করিতে থাক'। অকৃতজ্ঞ জীব তাহাই মানিয়া লয়; কিন্তু সে জানে না যে, ভোগ্যবস্তু কখন তাহার নহে; যাহার রচনা সে তাহা এককালে হরণ করিবে—জীবকে বিরহ দুঃখে অধীর হইতে হইবে। এইরূপ ব্যাপার সংসারে অহর্নিশ হইতেছে—জীব ভোগ্যবস্তুতে সুখী; তদভাবে জ্বালায় অধীর হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যাদি বহুবিধ বস্তুনিচয়ে মোহের স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা ঘোর কপটী; বন্ধুভাবে জীব-সমীপে প্রকাশিত হইয়া, তত্তদ্‌বস্তু-সমূহে জীবের লয় করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অহো, সেই কালসর্পবৎ মোহের কি মনোহর মূর্ত্তি! তাহার বহুবর্ণে চিত্রিত দেহটি কেমন সুন্দর! কেমন সুন্দর

তাহার গতি!—যেন অতি নিরীহ মৃত্তিকার জীব মৃত্তিকায় মিশাইয়া চলিতেছে। অবোধ জীব তাহাকে দেখিয়া, আত্মহারা হয়—সাদরে তাহাকে গ্রহণ করে; কিন্তু সর্পের স্বধর্ম্ম সে ছাড়িবে কেন?—সে দংশনের দ্বারা গরল বর্ষণ করে—জীব জ্বালায় অধীর হইয়া কষ্ট পাইতে থাকে। এখন উপায়?—গুরু বলিয়াছেন,—গরলাভরণ অপরাজিতের শরণ লইলেই তাহার উপায় হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বজীবের—অনাথেরও বটে—হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন। অনাথ শুনিয়াছে যে, সমগ্র দৃশ্যমান বস্তু যতই বাহ্যাড়ম্বর-বিশিষ্ট হউক না কেন, পরিশেষে তাহাদের অপরাজিতেই লয় হইয়া থাকে—যাহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই নিবৃত্তি, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত *। তাই মোহের সমগ্র বস্তু অপরাজিতে অর্পণ করিয়া, তদবলম্বনে অনাথের থাকিবার চেষ্টা হইতেছে। অনাথ সে চেষ্টায় সম্যক্ সমর্থ হইতেছে না; মোহ অতিশয় চতুর—অনাথের সম্মুখে তাহার অনন্ত উপাদানাদি আনিয়া উপস্থিত করিতেছে; একটার পর আর একটা, তৎপরে আর একটা, এইরূপে যতই উৎসর্গীকৃত হইতেছে, ততই নূতন নূতন উপাদান সৃষ্ট হইয়া, সম্মুখে আনীত হইতেছে; কোন ক্রমেই উৎসর্গের এককালে উদ্‌যাপন হইতেছে না।

* [illegible]ঃ কারণলয়ঃ—ইতি সাংখ্য।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারের অবয়ব।

স্রোতস্বিনী নদী খরতর বেগে চলিতেছে। বর্ষাদির সাহায্যে জলরাশি প্রবৃদ্ধ হইয়া, স্রোতস্বিনীর আকার বর্দ্ধিত করিতেছে; স্রোতস্বিনী বেলাকূল উত্তীর্ণ হইয়া, বৃহদাকার ধারণ করিতেছে। আবার কখন বা বর্ষাদির সাহায্যাভাবে ক্ষীণসলিলা প্রবাহিণী মন্দগতি প্রাপ্ত হইতেছে। সংসার-স্রোতেরও এই নিয়ম; স্রোত অনিবার-গতিতে চলিতেছে; অবয়ব কখন প্রবৃদ্ধ, কখন বা হ্রস্ব হইতেছে। অনাথেরও একটি সংসার আছে; মাতা, গুরু ও স্ত্রী লইয়া অনাথের ক্ষুদ্র সংসার; বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ আয়তন-বৃদ্ধির সূচনা হইল। চারিটি প্রাণী লইয়া সংসার ছিল; এক্ষণে আর একটি যুক্ত হওয়ায়, সংসারের, আয়তন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল—সরলা একটি পুত্র প্রসব করিল। লোকে বলে, ইহা সৌভাগ্যের কথা—পুত্রের দ্বারা

বংশ রক্ষা হইবে,—পুত্র পিণ্ডদান করিবে,—পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিবে। শিশু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—শিশু চলিতে শিখিল,—তাহার কথা ফুটিল,—অনাথকে অস্পষ্টস্বরে 'বাবা' বলিতে লাগিল। সমস্তই সুখের সমাচার বটে। বাসর-গৃহের স্বপ্নের কথা অনাথের স্মরণপথে আসিল,—অনাথ প্রফুল্ল হইল। বিবাহের পরবর্ত্তী স্বপ্নের কথাও মনে পড়িল; সরলার পীড়াকালে নিজ চিত্ত-বিক্ষেপের কথা ভাবিল,—গুরুদেবের উপদেশ বাক্য স্মরণ করিল—অনাথ বিষণ্ণ হইল। শেষে স্থির হইল,—সংসারে সমস্তই মায়িক। ইহাতে মুগ্ধ হইলেই পরক্ষণে কষ্ট অনিবার্য্য। সেই মায়াজাল ভেদ না করিতে পারিলে, হৃষীকেশ-লাভ হইবে না। অনাথের হৃষীকেশ-লাভেই লক্ষ্য। পরন্তু মায়াপাশ অতি দৃঢ়; সুতরাং তাহা ছিন্ন করিয়া, সে হৃষীকেশ-লাভে কোন মতে সমর্থ হইতেছে না। অনাথ এইবারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল,—ভাবিল যে কোন প্রকারেই হউক, এইবারে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

অনাথ বুঝিল, মোহের উপাদান-প্রাচুর্য্যে, মায়াজালের ঘন সন্নিবেশে উহা ক্রমশঃ নিবিড়তর হইতেছে; অতএব উপাদান-বর্জ্জনই কর্ত্তব্য। এতৎপক্ষে যুক্তিরও অভাব হইল না; ভাবিল, 'অন্যে পরে কা কথা' স্বয়ং বুদ্ধদেবই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেব স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী ও সুকুমার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, অলক্ষিত-ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, ইহা তাহার মনে উদয় হইল। সুতরাং 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—

সে পন্থাই বা অনাথ অবলম্বন করিবে না কেন ? এসম্বন্ধে গুরু-দেবের সহিত পরামর্শেরও অপেক্ষা করিল না ; ভাবিল, তাহার অবর্ত্তমানে সরলার কষ্ট হইবে মনে করিয়া, হয়ত গুরুদেব তাহার অন্তরায় হইতে পারেন। তাই একদিন নিশীথ সময়ে অনাথ, পুত্র ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

মিথ্যাচারের পরিণাম ফল।

যাহা বর্ত্তমান সময়ে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহা যে ভবিষ্যতে যথাযথ থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে? মোহ কত প্রকার মোহনদৃশ্যে আবির্ভূত হইতেছে, মোহাধীন জীবও তত্তদ্দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিতেছে। পূর্ব্বে অনাথ রাজর্ষি জনক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া স্থির করিয়াছিল, 'এ সংসার পরিত্যাজ্য নহে।' আজ বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্তে স্থির করিল—'এ সংসার দুঃখের আকর; সুতরাং পরিত্যাজ্য।' পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল—'মাতা পিতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ তাহার অবশ্য-প্রতিপাল্য; তাঁহারা কদাপি পরিত্যাজ্য নহেন। আজ স্থির করিল, ইঁহারাই তাহার সুখ-দুঃখের কারণ; সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বচনেরও অভাব হইল না; মোহমুদ্গরের কথা—'কা তব কান্তা কস্তে

পুত্রঃ' ইত্যাদি অনাথের স্মরণে আসিল; সুতরাং তাহার বর্ত্তমান মতের সমর্থন জন্য প্রমাণেরও অভাব হইল না। ফলতঃ অন্ধ জীবের প্রত্যক্ষদর্শনাভাবে এইরূপ বহুবিধ মিথ্যা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? পরোক্ষদর্শনের ফল অন্ধের হস্তি-দর্শনের মতই হইয়া থাকে। অন্ধ স্পর্শানুভূতি দ্বারা দর্শনকার্য্যের সিদ্ধান্ত করিতে গেল; শুণ্ডে হস্ত দিয়া বুঝিল, হস্তী স্তম্ভবৎ; কর্ণে হস্ত দিয়া বুঝিল, হস্তী সূর্পবৎ ইত্যাদি। দর্শনের কার্য্য স্পর্শনের দ্বারা কিরূপে হইবে? তদ্রূপ হৃষীকেশের সাক্ষাৎকার বিনা, যতক্ষণ মায়াপাশ ছিন্ন না হইতেছে, ততক্ষণ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া, যখন যে অবস্থায় নীত হইতেছে, তদবস্থানুরূপ সিদ্ধান্তই করিতেছে। মাতার দুরবস্থা দেখিয়া, পূর্ব্বে অনাথ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, হৃষীকেশ-সাহায্যে প্রতিকারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছিল; তখন ভণ্ড সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণকে মিথ্যাচারী বিবেচনায় ত্যাগ করিয়াছিল; আজ—সংসারমোহের নিরাকরণে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, উক্ত মিথ্যাচার সন্ন্যাসকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

অনাথ সংসারীর বেশ ত্যাগ করিয়া, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া, কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসীর বেশে বহির্গত হইল; অভিসন্ধি তীর্থ পর্য্যটন। সদ্ভাবে ও সরলভাবে কৃতকর্ম্মেও প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণে অনাথের কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না সত্য; কিন্তু অভিসন্ধি যেমতই হউক, সকল কর্ম্মেই কিছু কিছু মন্দ ফল ঘটিয়া থাকে; ইহাই স্বাভাবিক

নিয়ম। অনাথের বিচিত্র বেশ দর্শনে কোথাওবা কুকুরের দল 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দ করিতে লাগিল,—কোথাও বা পরিহাস-প্রিয় যুবকবৃন্দ পরিহাস ছলে সম্বোধন করিয়া বলিল—'কি হে নবীন সন্ন্যাসী, কোথায় চ'লেছ ? দিন্‌কা যোগী রাত্‌কা চোর, ঝুলির ভিতর সিঁধ্‌কাঠিটা আছে ত ?' আবার কখন বা কেহ সন্ন্যাসী দেখিয়া, ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদা-কাঙ্ক্ষী হইয়া, সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই অদ্ভুত সাজ-সজ্জায় ঈদৃশ বহুবিধ বিপত্তি আসিয়া জুটিতে লাগিল ; শেষে অনাথ এক মদ্যপায়ীর কবলে পতিত হইল। মদ্যপায়ী অনাথের গ্রীবাদেশ আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিল—'ফ্রেণ্ড্‌, আজ অনেক কালের পর সাক্ষাৎ হ'য়েছে, আজ ছা'ড়ব না।'

অনাথ বলিল—'আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী মানুষ,—আমাকে লইয়া কি করিবেন ?'

মদ্যপায়ী—চট কেন বাবা ! একটু মদ্‌ খাবে ?

অনাথ—আমি উহাতে অভ্যস্ত নহি।

মদ্যপায়ী—ভয় কি ? এক গেলাস খেলেই অভ্যাস হবে।

কৌতুক দেখিবার জন্য দর্শকবৃন্দ দাঁড়াইয়া গেল। অনাথ আপনাকে মহা বিপন্ন বোধ করিল, ভাবিতে লাগিল—কিসে অব্যাহতি পায়। করুণস্বরে দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহাশয়েরা আমাকে ছাড়াইয়া দিউন।" মদ্যপায়ী বলিল—"মহাশয়েরা ওঁর কথা শুনিবেন না ; উনি আমার পুরাকালের বন্ধু ; বাটীতে ঝগড়া করিয়া মা বাপকে কাঁদাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছেন।" দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ

কেহ বলিল—'তবে ছাড়িও না।" মদ্যপায়ী অনাথের মুখাগ্রে মদ্যপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় বলিল—"চট কেন বাবা, একটু মদ্ খাও।"

ইনি মা বাপকে কাঁদাইয়া পলাইয়া আসিয়াছেন'—মদ্য-পায়ীর এই উক্তি মদিরার আবেশে অথবা যে কোন কারণেই কথিত হউক না কেন, উহা অনাথের প্রাণে লাগিল। তাহার মনে কত কি উদয় হইতে লাগিল; সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে বুদ্ধ-দেবের দৃষ্টান্ত তার মনে স্থান পাইল না; নিজ স্বার্থপরতা সে বুঝিতে পারিল। তাই স্থির করিল—'কার্য্যটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।' পুনরায় বিপরীত যুক্তি আসিয়া জুটিল। ভাবিল—সৎকার্য্যে বহু বাধা ও বিঘ্ন ঘটিয়াই থাকে; সে সকল বাধা ও বিঘ্ন দর্শনে চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করা, কাপুরুষের লক্ষণ। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে' শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার এই কথা তাহার স্মরণে আসিল। সে পুনরায় মনকে দৃঢ় করিল; ভাবিল, কার্য্য যথাযথই করা হইয়াছে; এক্ষণে উপস্থিত বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মদ্যপায়ীর অধিকার হইতে অনাথ কোন ক্রমে অব্যাহতি পাইল না। অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল—সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মদ্যপায়ীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যেও কেহ কেহ রহস্যভেদে ক্ষুণ্ণমনাঃ হইয়া 'ধর' 'ধর' বলিয়া পশ্চাদনুগমন করিল। প্রাণভয়ে পলায়ন এবং রহস্যছলে অনুগমন, উভয়ের পার্থক্য অনেক;

সুতরাং অনাথ অনুগমনকারী ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল।

এইরূপ বহুবিধ বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অনাথ বারাণসীতীর্থের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে নগরের দৃশ্য অতি মনোহর বলিয়া বোধ হইল। এইরূপে দূর হইতে জগতের অনেক বস্তুই সুন্দর বলিয়া অনুমিত হয়, ; পরন্তু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে উহা অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। অনাথও তদ্রূপ দেখিল ; তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

নগরটি উর্দ্ধভূমিতে অবস্থিত ; তলবাসিনা গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খরতরবেগে নগরটি পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেছে ; নগর হইতে গঙ্গাতটে অবতরণ জন্য অগণ্য সোপানাবলী বিরাজ করিতেছে ; অসংখ্য বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকার দ্বারা নগরটি সুশোভিত ; দেবমন্দিরেরও সংখ্যা নাই—এমন সুন্দর-দৃশ্য বারাণসী-ক্ষেত্র দর্শনে অনাথ ভাবিল যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে দেবপুরীই বটে। নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সে দেবতা ও সাধুসন্দর্শনে স্বকীয় কলুষিত চিত্ত পবিত্র করিতে মানস করিল ; ভাবিল, যে সমস্ত বাধা ও বিপত্তি ঘটিয়াছে, তাহা শুভসংযোগের পূর্ব্বসূচনা মাত্র ; গুরুদেব দীনদয়ালের সহিত মিলনের পূর্ব্বেও তাহাকে এইরূপ অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অতএব হৃষীকেশকে ধন্যবাদ দিয়া, অনাথ পুরীপ্রবেশে অগ্রসর হইল। দূর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির মধুরধ্বনি, সাধকগণোচ্চারিত 'বোম্' 'বোম্' শব্দ প্রভৃতি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। এই সমস্ত লক্ষণ দর্শনে অনাথ ভাবিল, অদৃষ্ট তাহার বুঝি এইবার

সুপ্রসন্ন,—সে বুঝি দেবাদিদেবের প্রিয়পুরী কৈলাসধামে প্রবেশ করিতেছে।

অনাথ পুরী প্রবেশ করিয়া, অধিকতর চমৎকৃত হইল; দেখিল, কত ভিন্ন ভিন্ন-দেশীয় লোক তথায় অবস্থান করিতেছে, শতশত ভক্তবৃন্দ পুষ্প-বিল্বপত্র হস্তে, নগ্নপদে, দেবার্চ্চনাভিলাষে দেবদেব বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে গমন করিতেছে; জটাজূটধারী কতশত সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—এই কৈলাসপ্রতিম বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকাঘাট সান্নিধ্যে অনাথের আবাসভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। উক্ত প্রদেশে আরও অনেকানেক সাধু সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। অনাথ তাঁহাদের ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। পর্য্যালোচনার ফলে বিষণ্ণ হইল। একস্থানে দেখিল,—সাধুদিগের মধ্যে গঞ্জিকাপান, গীতিপ্রভৃতি চলিতেছে। অনাথ ইতিপূর্ব্বেই এরূপ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে পরিহার করিল। অন্যস্থলে আসিয়া দেখিল,—একজন সাধুবেশধারী দীর্ঘাবয়ব পুরুষ বহু ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সাধু একজন ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া স্বীয়পদ প্রসারণপূর্ব্বক তদীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে অনাথের ভক্তিরস পরিশুষ্ক হইয়া গেল; অনাথ অন্যত্র গমন করিল। এখানে আসিয়া দেখিল,—একজন বিরাটপুরুষ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগ্নশরীরে অবস্থান করিতেছেন। বাবাজীর নাম মৌনী বাবা। মৌনী বাবা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইঁহার বাক্যসংযম

হইয়াছে বলিয়া, ইনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। অনাথ গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিল,—বাক্যসংযম বাক্যরোধের দ্বারা হয় না; তাহা মনের সংযম হইলে হয়—"মৌনী সংলীনমানসঃ।" সুতরাং ইঁহাকেও প্রবঞ্চকবোধে ত্যাগ করিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া, ক্ষুণ্ণমনে অনাথ স্বস্থানে গিয়া বসিল।

সাধু, সন্ন্যাসী দর্শনার্থ কত শত ইতরজন আসিতেছে,—প্রণামীস্বরূপ অর্থরাশি তদীয় পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে; বড় বড় সন্ন্যাসীর বড় বড় প্রণামী! অনাথও ভেকধারী ছিল,—তবে নিম্নশ্রেণীর; সুতরাং তাহারও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী সংগ্রহ হইল। যেমন অন্ধবিশ্বাসে ভক্তের দল সাধুদর্শনে আসিতেছে, সেইরূপ বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশে অভক্তের দলও আসিতেছে। নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত এক দল মৌনী বাবাকে সন্দর্শন করিয়া, পরে অনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে অনাথ ভণ্ড সন্ন্যাসিগণের কার্য্যাদি দেখিয়া, অন্যমনস্কভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করিতেছিল। যুবকবৃন্দ আসিয়া বলিল,—"ইনিও দেখিতেছি আর একটি 'স্পিক্‌টি-নট্‌'।" অনাথ ইহাদের কথা বুঝিল, উত্তরে বলিল,—"মহাশয়গণ, আমি 'স্পিক্‌টি' করি, তবে মহাত্মাদের ভাব ও গতি দেখিয়া 'স্পিক্‌টিনট্‌' হইয়া বসিয়া আছি।" যুবকদল অনাথের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার বৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক হইল। অনাথ নিজ বার্ত্তা তাহাদিগকে বলিল। অনাথের প্রতি যুবকদলের সহানুভূতি হইল; তাহারা বলিল—

"মহাশয়, আপনিও যেমন পাগল হইয়াছেন, সাধু কি এইরূপ জনাকীর্ণ স্থানে নগরমধ্যে পাওয়া যায়? তাঁহাদের এখানে থাকিবার ও আসিবার প্রয়োজন কি? সাধুরা এইরূপ পালে পালে, দলে দলে, ঘুরিয়া বেড়ান না। সাধুর সংখ্যা অতি অল্প; কদাচিৎ কেহ কোন নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় অথবা অরণ্যে বাস করিয়া থাকেন।"

যুবকগণের বাক্য শ্রবণে, অনাথের নিরাশ হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল; অনাথ মনে করিল,—বুঝি হৃষীকেশ দীনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, যুবকদলের মুখ হইতে সাধনের উপযুক্ত স্থান ও সাধুর উদ্দেশ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতঃপর অনাথ স্থির করিল,—নগর সাধনের স্থান নহে; পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্যে জনশূন্যস্থানে যাইতে হইবে। তথাপি একবার তাহার দেবমন্দিরাদি পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা হইল; অনাথ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির দেখিতে চলিল। দেখিল, চন্দনাদি-চর্চ্চিত দেহ, নামাবলী প্রভৃতি উত্তরীয় বস্ত্রধারী দেবতার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত পাণ্ডাগণ আগন্তুক কতশত যাত্রিগণকে অভয়াদি বর প্রদানে আশ্বস্ত করিতেছে। যাত্রিগণ পত্রপুষ্পাঞ্জলির দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছে, প্রণামী-স্বরূপ অর্থাদিও প্রদত্ত হইতেছে। পরন্তু দেখা গেল যে, প্রায় সকলেই কতিপয় বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক উক্ত প্রণামী অর্পণ করিতেছে। অনুমানে বুঝা গেল যে, যাহারা নিঃশব্দে অর্পণ করিতেছে, তাহাদেরও মুখেমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই; পরন্তু অন্তরে তদ্রূপ বাক্যের অর্থ জাগরূক আছে। কেহ বলিতেছে,

—'ঠাকুর, সম্পত্তি দাও; আমি তোমাকে সোণার সিংহাসন গড়াইয়া দিব।' কেহ বলিতেছে—'মা রক্ষা কর; এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইলে, আমি তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা দিব' ইত্যাদি বহুবিধ উৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়া, দেবতার নিকট কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। ইহা দেখিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল,—'বাস্তবিকই কি উৎকোচ গ্রহণে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া, লোকের মঙ্গল করিয়া থাকেন?' পর-ক্ষণেই বুঝিল, দেবতা এ উৎকোচ গ্রহণ করেন না; ইহা দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া, পাণ্ডাগণ উপভোগ করিয়া থাকে। সমস্ত পূজাই স্বার্থযুক্ত ও সকাম বলিয়া বোধ হইল; নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভক্তি তাহার কারণ নহে। পূজার উদ্দেশে পূজা হইতেছে না,—অন্য কোন অভিসন্ধি সাধনের জন্য পূজার আবশ্যকতাবোধে পূজা হইতেছে। ধর্ম্মের ভাণে ভেকধারীরা কত কি অন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতেছে, ইহা অনাথ বুঝিল; বুঝিয়া ভেকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল—সে অবিলম্বে আপন ভেক পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে মণিকর্ণিকাঘাটে গিয়া বসিল।

জনসাধারণে ইহা লক্ষ্য করিল। পরস্পরের মধ্যে কত কি কথা চলিতে লাগিল; অবশেষে প্রচারিত হইল যে, এ ব্যক্তি কাহারও গুপ্তচর। গুপ্তচরগণ বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকে; তাহারা কখন আমীর কখনবা ফকিরের ভেক ধারণ করে—অনাথ সেই সম্প্রদায়ের লোক, ইহাই প্রচারিত হইল। বহুপ্রকার প্রশ্নের দ্বারা লোকে অনাথকে

ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল; সুতরাং অনাথ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে উদ্যোগী হইল।

মনুষ্যসমাজের প্রতি অনাথ বীতশ্রদ্ধ হইল; সে কোন জনশূন্য স্থানে বাস করিবে, অধুনা ইহাই তাহার স্থির সঙ্কল্প হইল। শুনিয়াছে, তাদৃশ স্থানই সাধুগণের আবাসভূমি; সুতরাং সে সাধুর উদ্দেশে নিভৃত বন বা পর্ব্বতগুহার অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কালের কার্য্যের রোধ নাই।

নিশীথ সময়ে অনাথ সরলার নিকট হইতে অলক্ষিত ভাবে প্রস্থান করিবার পর, সরলা দেখিল, অনাথ নাই; দেখিয়া চমৎকৃত হইল, মনে করিল—'ব্যাপার কি? হয়ত কোন কার্য্যোপলক্ষে স্বামী স্থানান্তরে গিয়া থাকিবেন। এক দণ্ড, দুই দণ্ড, ক্রমশঃ কয়েক দণ্ড কাল সে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল; তথাপি অনাথের দেখা নাই; শেষে অগত্যা শ্বশ্রূ অবলাসুন্দরীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। অবলাসুন্দরী শ্রবণমাত্র বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। স্বয়ং স্ত্রীলোক কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে গুরু দীনদয়ালের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। দীনদয়াল অনাথের কার্য্যকলাপ ইতিপূর্ব্ব হইতেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; সুতরাং অনাথের পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণে, তাঁহার

বিস্মিত হইবার কোন কারণ ছিল না। তাই নিজ কন্যা সরলা ও অবলাসুন্দরীর ব্যাকুলভাব দর্শনে, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, —"চিন্তার কোন কারণ নাই, সময়ে সমস্ত সুযোগ হইবে।" পরে নিজ কন্যা ও অবলাসুন্দরীর সন্তোষের জন্য তিনি অনাথের অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন—সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল—"অনাথকে কুত্রাপি পাওয়া গেল না।"

এক্ষণে 'অনাথ কোথায় গেল ?' আর 'কেনই বা গেল ?' অবলাসুন্দরীর ও সরলার মনে অহর্নিশ এই চিন্তা হইতে লাগিল। কখন কখন আশার সঞ্চার হইতেছে; তাঁহারা ভাবিতেছেন,—হয়ত এইবার আসিবে; পরন্তু অনাথ আসিল না,—সুতরাং মনের আশা মনেই বিলীন হইল। প্রবাদ আছে, তন্ত্রমতে কতকগুলি ভৌতিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়; চলিত ভাষায় তাহা 'নিশিকার্য্য' নামে অভিহিত; ইহাতে কোন কোন তান্ত্রিক, কার্য্য বিশেষের সিদ্ধির জন্য, ব্যক্তি বিশেষকে নিশাকালে তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিতে থাকে। আহূত ব্যক্তি সেই আহ্বান শুনিবামাত্র, মুগ্ধভাবে আহ্বানকারীর নিকট গমন করে। সরলা ভাবিল,—'ইহা তাহাই নয় ত ?' তাই সে অবলাসুন্দরীকে বলিল—"মা, তাঁকে নিশিতে ডাকিয়া লইয়া যায় নাই ত ?" সে কথা অবলাসুন্দরীর মনে লাগিল; তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন— "কিছুই বুঝিতেছি না মা, ভগবানের যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।" যতই হউক তাঁহারা স্ত্রীজাতি; তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। 'তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন'

এ কথায় তাঁহারা মনকে দৃঢ় করিতে পারেন নাই; সুতরাং অহর্নিশ তাহাদের সেই ভাবনা—তাঁহাদের আত্মীয় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গেল? সরলার শিশুপুত্রটি সম্প্রতি 'মা' 'বাবা' ইত্যাদি কতিপয় মাত্র শব্দ অস্ফুটস্বরে বলিতে শিখিয়াছে; তাহাই সে মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতেছে। তাহা ইতিপূর্ব্বে সরলার কর্ণে অমৃত-বর্ষণবৎ অনুভূত হইত; এক্ষণে উহা মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।—পিতার নিরুদ্দেশ সময়ে, অনভিজ্ঞ শিশুর মুখে পিতৃ-সম্বোধন, মাতার নিকট নিদারুণ উক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কালের অনন্ত লীলা; পতিপ্রাণা সতীর অথবা পুত্রবৎসলা জননীর শোকোচ্ছ্বাসের ভয়ে, তাহার অবধারিত কার্য্যের রোধ হয় না। সে আপন কার্য্য করিবেই, তাহার কার্য্য-নিষ্পত্তির জন্য অপরের সুখ দুঃখের প্রতি সে কখন দৃষ্টিপাত করে না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কৃতকর্ম্মের ফল।

অনাথ কাশীধাম ত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে চলিল। যাহার যেরূপ চেষ্টা, সে তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে।—অনাথ ক্রমশঃ বিন্ধ্যাচল-তলে একটি শালবৃক্ষ-পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের শোভা অতি রমণীয়; সম্মুখে গগনস্পর্শী উন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা—নিম্নভূমিতে বৃহদরণ্য; তথায় জনমানবের সমাগম নাই; পশু পক্ষী ইতস্ততঃ সুখে বিচরণ করিতেছে; ইহা তাহাদেরই বাসভূমি। পক্ষীর মধুর কলরব, পশুর স্বেচ্ছাসম্ভূত উল্লাস ধ্বনি শ্রবণে অনাথ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল। দৃশ্যাবলী আপাততঃ অতি মনোহর বলিয়াই বোধ হইল; সহসা একটি বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইল—পক্ষিগণ বিপত্তিসূচক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনাথকে দেখিয়া অশ্ব, গো, ছাগ প্রভৃতি পশুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল।

অনাথ বুঝিল, অভ্যাগত বিজাতীয় মূর্ত্তি দর্শনে, তাহারা ভীত হইতেছে মাত্র; পরন্তু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সম্প্রীতি হইবে।

অদূরে পর্ব্বতপৃষ্ঠে একটি সুবিস্তৃত গুহা দেখা গেল। সেই গুহা মধ্যে এবং ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত জীব-কঙ্কালাদি পড়িয়া রহিয়াছে। অনাথ শুনিয়াছে, পর্ব্বতগুহা তপস্বিগণের বাসস্থান; সুতরাং ভাবিল, হয়ত কোন তপস্বী উক্ত গুহায় বাস করিয়া শব-সাধনাদি কার্য্য করেন। এইখানেই অনাথের আবাসগৃহ স্থিরীকৃত হইল। মৃত্তিকা তাহার শয্যা, প্রস্তরখণ্ড শিরোধান, আহার্য্য বস্তু স্বচ্ছন্দজাত বনের ফলমূল, পরিজনবর্গ পশ্বাদি। এইরূপে কঠোরভাবে অনাথের দিনাতিপাত হইতে লাগিল। সে নিজ ব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন। এখন আর পশুগণ তাহাকে দেখিয়া পলায় না; তাহাদের সহিত তাহার সম্প্রীতি হইয়াছে।

হায়, কোথায় সেই দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যা! কোথায় জননীর পরম যত্নে সংগৃহীত সেই রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যাদি! কোথায় সেই সহচরী গুণবতী ভার্য্যা! কোথায়ই বা সেই ক্রোড়স্থিত নবশিশুর আধ আধ ভাবে উচ্চারিত 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া আদর সম্ভাষণ! আজ তৎসকলের পরিবর্ত্তে কঠিন ভূমি তাহার শয্যা, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদি তাহার খাদ্য, গো, হরিণীগণ বাৎসল্যভাবে তাহার গাত্র লেহন করিতেছে, বন্য পশুগণ তাহার সহচর হইয়াছে, অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ছাগশিশু বা মৃগশাবককে সে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছে। ইহাতে কি বুঝিব যে, অনাথ পুনরায় নূতনবিধ

সংসার পাইয়া, তাহার পূর্ব্ব কাহিনী সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে? না, তাহা ভুলিবার নহে, তাহা সংস্কারগত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, সে সমস্ত ভাব তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে,—তাহার অপসারণ দুঃসাধ্য। তবে এরূপ নূতন সংসারের আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা মনের প্রবোধের জন্য; মধুর অভাবে গুড় খাইয়া যেরূপ তৃপ্তিবোধ হয়, ইহা সেইরূপ।

সংসার ছাড়িয়া পলায়নের পর, অনাথ আপন হৃদয় মধ্যে চিরপরিচিত সরলা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হৃষীকেশকে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সরলা প্রভৃতির মূর্ত্তি তথায় আধিপত্য স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছে; সুতরাং হৃষীকেশ স্থান পাইলেন না। যতই হৃদয়ে হৃষীকেশকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই দেখিতেছে কৈ হৃদয়ে ত হৃষীকেশ নাই,—সরলা প্রভৃতিই হৃদয়কে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে। আশা ছিল বিচ্ছেদে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে; পরন্তু সমস্ত বিপরীতবৎ প্রতীয়মান হইল। এক্ষণে অনাথ বুঝিল, বিচ্ছেদে প্রণয় অধিকতর দৃঢ়তাসহকারে হৃদয়কে অধিকার করিয়া অবস্থান করে। প্রকৃতির প্রতিকূলে যতই বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, ততই উহার অনুকূল পূর্ব্বকাহিনী সমস্ত স্মরণ-পথে আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল চলিল; অনাথ কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এখন আর সে জনসমাজের বিদ্বেষী নহে; জনসমাজে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকা বরং শ্রেয়স্কর, তথাপি পশ্বাদি-সংসর্গে জনশূন্য বনে

বাস করা কিছুতেই সুখকর নহে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ গুহার অধিকারী কে? তাহা জানিবার জন্য অনাথ একান্ত সমুৎসুক হইল। যিনিই হউন, কালক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, অনাথ এই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

যে যাহা চাহে, সে তাহা পায়। কিছুদিন পরে গুহাধিকারী আসিয়া জুটিলেন। অধিকারী একটি ভামকায় শার্দ্দূল। শার্দ্দূল ঘোর তপস্বী; বহুকাল যাবৎ সেই বনের পশ্বাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিতেন এবং তাহাদের কলুষিত দেহ অকর্ম্মণ্য বোধে আত্মসাৎ করিতেন। গুহামধ্যে অবশিষ্ট অস্থিসমূহ এবং কঙ্কালাদি রক্ষা করিয়া রাখিতেন। যখন পশ্বাদির অভাব হইত, তখন তৎকঙ্কালাদি চর্ব্বণে রসনার তৃপ্তি করিতেন। বহুকাল এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ইতিপূর্ব্বে তপস্বীর বৈরাগ্য জন্মে; তাই তিনি তীর্থযাত্রা ব্যপ-দেশে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তীর্থে বহু জীবের অসার জীবলীলা সাঙ্গ করাইয়া, তাহাদের উদ্ধার সাধন করিলেন; পরে পুনরায় নিজ আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক অনাথ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনাথকে দেখিয়া, অভ্যাগত অতিথি বোধে তপস্বী পরম সন্তুষ্ট হইলেন; তদীয় লোল রসনা হইতে লালা ক্ষরণ হইতে লাগিল; তপস্বী আনন্দের আতিশয্য বশতঃ ইতস্ততঃ লাঙ্গুল আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

গৃহস্বামী আসিয়াছেন, সুতরাং আজ অনাথেরও আনন্দের অবসর; পরন্তু সে বিষণ্ণ কেন? যাঁহার প্রতীক্ষায় আশা-লতা পোষণ করিতেছিল, তিনি আসিয়াছেন, তথাপি সে বিষণ্ণ কেন?

একের মনোগত ভাব অন্যে প্রতিফলিত হয়; ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম; তথাপি হর্ষোৎফুল্ল তপস্বী দেখিয়া অনাথ বিষণ্ণ কেন? উত্তরে বলিব, সে নিয়ম সমপ্রকৃতিতে—অনুকূলে অনুকূলে—প্রয়োজ্য; প্রতিকূলে প্রতিকূলে বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়।

অনাথ তপস্বীর 'অঁ্যা' 'ও' শব্দোত্থিত সাদর সম্ভাষণে নিস্তব্ধ হইল। অনন্যোপায় দেখিয়া, জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বদ্ধকরে হৃষীকেশের ধ্যানে নিবিষ্ট হইল। বিপদের সময় সকলেই ফেলিয়া পলায়, তৎকালের এক মাত্র সহায় মধুসূদন। মধুসূদন অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ প্রকাশে অনাথের নিকট ব্যক্ত হইলেন; অনাথ সেই মণ্ডলাকার জ্যোতির্ম্মধ্যে দেখিল, স্বগুরু দীনদয়াল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। দেখিয়া বুঝিল, গুরু প্রত্যক্ষদেবতা। তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক বন্দনা করিল।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অনাথ মনে মনে বলিল—"দেব রক্ষা করুন; আমি না বুঝিয়া আপনাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

মনোমধ্যে উত্তর আসিল—"ভয় নাই, এই স্থান পরিত্যাগ করিলেই উপস্থিত বিপত্তি দূর হইবে।"

সহসা মহাগর্জ্জনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অনাথ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল,—নবাগত আর একটি তপস্বী আসিয়াছেন। পূর্ব্ব-পরিচিত তপস্বীর সহিত ইঁহার ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে। তপস্বিগণ অত্যন্ত ভক্তবৎসল; তাই এই দ্বিতীয়

তপস্বী দূর হইতে অনাথকে লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন ; সম্মুখে প্রথম তপস্বীকে দেখিয়া, রোষসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এক্ষণে ভক্ষ্যাধিকারের নিমিত্ত দুই তপস্বীর মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছে। অনাথ সুযোগ বুঝিয়া বেগে পলায়নপরায়ণ হইল, তপস্বীদের যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সংসার স্রোতে জীব কুবাতাসের দ্বারা চালিত হইয়া, কত প্রকার বিপথে গিয়া পড়িতেছে ; বিপত্তিরূপ বাধা আসিয়া তখন তাহাকে রক্ষা করে। বিপত্তিরূপ বাধা না থাকিলে, জীবের গতি যে কোথায় গিয়া শেষ হইত, তাহা বলা যায় না। আবার সকল বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় মধুসূদন। তিনি সহায় থাকিলে, কুবাতাস সুবাতাসে পরিণত হয়, তাঁহার সমক্ষে বিপত্তি স্থিতিপদ পায় না। অনাথেরও আজ সেই অবস্থা ; দ্বিতীয় তপস্বীটি না আসিলে, অনাথের কি দশা ঘটিত, তাহা বলা যায় না। আবার মধুসূদনের আবির্ভাব না হইলে, হয়ত অনাথের জীবসত্তা এইখানেই শেষ হইত। কিন্তু ভগবৎকৌশল অতি বিচিত্র ; নচেৎ কোথা হইতে এই অপর শার্দ্দূল আসিয়া জুটিল, জুটিয়া অসহায় অনাথকে শত্রুগ্রাস হইতে রক্ষা করিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—○০○—

রাজার স্বরূপবর্ণন।

যতক্ষণ ভয়ের কারণ সম্মুখে উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ তর্ক বা বিচার মনে স্থান পায় না; ভয় গত হইলে, নানারূপ তর্ক ও বিচারের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অনাথেরও তাহা হইল; বর্ত্তমান বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া. তাহার মনোমধ্যে কত কি তর্ক ও বিচার হইতে লাগিল। কখন ভাবিতেছে—প্রবঞ্চনা, হিংসা প্রভৃতি ব্যাপার, ইহাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ? মীমাংসা হইল যে, না—ইহা ভ্রষ্টজীবেরই কার্য্য মোহবশে হইয়া থাকে, ঈশ্বরাভিপ্রায়ে নহে।

কখন ভাবিতেছে যে, দুষ্ট প্রবঞ্চকের ও শ্বাপদ জন্তুগণের অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করা—ইহা কি প্রজাপতির অভিপ্রেত নহে। মীমাংসা হইল যে. সঙ্গদোষজনিত ফল প্রজাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে; অথবা প্রজা রাজার

অধিকারভুক্ত মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া, অরণ্যে পশুসমাজে বাস করিলে, তাহাকে অবশ্যই কষ্ট পাইতে হইবে। রাজা ঈশ্বরাংশ ও নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; (নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। সুতরাং তাঁহার অধিকারমধ্যে কষ্ট কেন হইবে? তবে রাজবিদ্বেষীর কষ্ট সর্ব্বত্র; যথা—সয়তান ঈশ্বররাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নিজকৃত দোষের জন্য নরকে কষ্ট পাইয়া থাকে। এইরূপ নানা তর্ক ও বিচারের দ্বারা অনাথ বুঝিল—সম্পদ ও বিপদ-সঙ্কুল কর্ম্মজগৎ হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ-সঙ্গ; সেই সঙ্গের সহায়তা ঈশ্বরাংশ রাজারই অনুগ্রহে হইয়া থাকে; রাজবিদ্বেষীর কষ্ট নিশ্চিত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

ভবসিন্ধু-পারের জন্য কাণ্ডারী-নির্ব্বাচন।

গুরুর সাক্ষাৎকার হইলেই মোহ বিদূরিত হয়, ইহা অনাথ বুঝিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতদোষের কথা স্মরণে আসিল; ভাবিল—'কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি।' বুঝিল—'কৃতকার্য্যের উপযুক্ত ফলই পাইয়াছি।' সঙ্গদোষে সবই ঘটিয়া থাকে, ভণ্ডের সঙ্গদোষে অনাথ জনসমাজে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে; পশুপ্রেমের ফলও সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। এইরূপ সঙ্গ ও প্রেম অনাথের আর উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না; তাই সে সত্বর স্বগৃহাভিমুখে পুনর্যাত্রায় প্রবৃত্ত হইল।

তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত গভীর সমুদ্রে জীব ভাসিতেছে—সম্বল তাহার দেহতরি। অনন্ত সমুদ্রে জীব যে দিকে দেখে, সেই দিকেই জল; স্থলের সম্পর্ক মাত্র দেখিতে পায় না; সুতরাং কূলের আশায় নিরাশ হইয়া ভাসিতে থাকে; তরঙ্গক্ষেপণে কখন

অগ্র, কখন পশ্চাৎ, কখন তির্য্যক্ ইত্যাদি বহুবিধ গতির দ্বারা নীয়মান হইয়া থাকে। এইরূপে অনন্যোপায় হইয়া তরঙ্গের অনুগ্রহে যথা তথা চালিত হয়; কি করে, অভাগা কোন মতে বেলাকূলের সন্ধান প্রাপ্ত হয় না। দূরে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার হিল্লোল দর্শনে মনে করে যে, হয়ত উহাই ভূমি হইবে; সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ধাবিত হইতে থাকে; পরন্তু অবশেষে মগ্নপ্রায় হইয়া, অধিকতর ক্লিষ্ট হয়। সমুদ্রে নক্রাদি অসৎসঙ্গের ভয় আছে, উদ্ধারকারী সৎসঙ্গেরও সম্ভাবনা আছে। সবই কর্ম্মফল সাপেক্ষ। যে জীব বীচি-হিল্লোল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তৎপ্রতি ধাবিত হয়, তাহার ভাগ্যে মগ্নপ্রায় গতি; পক্ষান্তরে যে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া, কাণ্ডারীর অন্বেষণ করে, তাহার ভাগ্যে তাহাও জুটিয়া থাকে। সুকৃতি-শালী অনাথের ভাগ্যে কাণ্ডারী জুটিয়াছিল; পরন্তু সে তাঁহাকে হেলায় হারাইল,—হারাইয়া কি না দুর্গতি সহ্য করিল? আজ আবার তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; কাণ্ডারী স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন; সুতরাং তাহার বেলাকূল পাইবার পুনরায় আশার সঞ্চার হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নির্দ্দোষের দোষ-নিরূপণ।

ক্রমশঃ অনাথ জলন্ধর প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; ক্রমশঃ তাহার চিন্তা ঘনীভূত হইতে লাগিল—কি করিয়া সে মাতা অবলাসুন্দরী, ভার্য্যা সরলা এবং গুরু দীনদয়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল—"নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ"—গুরু অন্তর্যামী এবং হৃদয়ের বস্তু, তাঁহার নিকট আবার লজ্জা কি? বিশেষতঃ অনাথের মানসপটে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। তৎপরে অবলাসুন্দরী ও সরলা সম্বন্ধে গুরু যেরূপ বলাইবেন, সেইরূপই বলিবে, সে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিল—"ত্বয়া হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

অনাথ স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গুরু দীনদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক উপবেশন

করিল। কিন্তু কি বলিতে হইবে, তাহা সে জানে না; সুতরাং নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। গুরু আশীর্ব্বাদানন্তর বলিলেন—"বৎস, ভীত হইবার কোন কারণ নাই; অনভিজ্ঞ মানুষহৃদয়ে কত কি সন্দেহের আবির্ভাব হয়; প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সম্যক্ মীমাংসা হয় না। অনাথ বলিল—প্রত্যক্ষ জ্ঞান আপনারই অনুগ্রহে হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ আছি।"

অনাথের আগমনবার্ত্তা তড়িদ্‌বেগে বাটীর চারি দিকে প্রচারিত হইল। অবিলম্বে অবলাসুন্দরী ও পুত্রসহ সরলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সাক্ষাৎকার কালে পরস্পরের মনোভাব বাক্যের দ্বারা কিছুই প্রকাশিত হইল না; ভাবের আদান প্রদান মনে মনেই হইল। অবলাসুন্দরীর ও সরলার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল; তাহাতে অনাথের হৃদয় সিক্ত হইল; অনাথেরও চক্ষু হইতে অশ্রু-বারি বিগলিত হইল। এ সংযোগ সমপ্রকৃতি মধ্যে—অনুকূলে অনুকূলে হইতেছে; সুতরাং সুখে সুখ, হাসিতে হাসি, কান্নায় কান্না—আপনিই আকৃষ্ট হয়। পাঠক বলিতে পার, সুখমিলনে অশ্রুপাত কেন? অশ্রু ত বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সহচর; আনন্দ-সংযোগে তাহার আবির্ভাব কেন হয়? উত্তরে বলিব—উহা বিচ্ছেদেরই অনুচর; সুখ-মিলনে বিচ্ছেদ স্বীয় সত্তালোপের আশঙ্কায় ভাবিতেছে যে, এইবার বুঝি তাহার শেষ সময় উপস্থিত; তাই যাত্রা-কালে অশ্রুপাতের দ্বারা গমনোন্মুখী বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। ক্রমশঃ উভয় পক্ষ হইতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল,—পরস্পরে কত কথা, কত প্রশ্ন, কত উত্তর হইয়া শেষে সম্মিলন সম্পূর্ণ হইল।

অনাথ মাতা ও স্ত্রীকে কাঁদাইয়া নিষ্ঠুর-ভাবে পলায়ন করিল—সে দোষ কাহার? অবশ্য উত্তরে বলিব,—সে দোষ অনাথেরই এবং সেও তাহার জন্য যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছে। পরন্তু নির্দ্দোষী অবলাসুন্দরী ও সরলার ত কোন দোষ দেখি না; তবে তাহারা অনাথবিরহে কষ্ট পাইল কেন? স্বভাবের বিচিত্র রহস্য কে ভেদ করিতে পারে? আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি জীবের তাহা বোধগম্য নহে; দেখা যাউক গুরু দীনদয়াল ইহার কি মীমাংসা করেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

যাহার যে বিষয়ের পিপাসা, সে তাহা না পাইলে, তাহার শান্তি হয় না। এক বিষয়ের পিপাসারও অন্য বিষয়ের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না; দুগ্ধের পিপাসা তক্রাদি পানে প্রশমিত হয় না। অনাথেরও তদ্রূপ হইল; মাতা, স্ত্রী সবই পাইল, তথাপি মনের শান্তি নাই। শান্তি নাই কেন?—সে যাহা চাহে, তাহা পায় নাই বলিয়া। কিসে তাহা পাইবে, তাহাও সে জানে না; সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, গুরু দীনদয়ালকে বলিল:—"প্রভো আমি অজ্ঞ; জ্ঞানলাভের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে; কিসে মঙ্গল হইবে, তাহাও আমার বুঝিবার শক্তি নাই; আপনি গুরু, আপনার শরণাপন্ন হইলাম; যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

দীনদয়াল বলিলেন :—"বৎস, তুমি অতি সরলস্বভাব; সে কারণে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, সংসারত্যাগে অধ্যবসায় করায়, তুমি যে ঘোরতর অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু তজ্জন্য তুমি আপনাকে মনে মনে বৃথা ভৎর্সনা করিতেছ কেন? তুমি ত কোন অসদভিপ্রায়ে তাহা কর নাই; তোমার অভিসন্ধি সৎই ছিল; তবে অনভিজ্ঞতা দোষে তুমি প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পার নাই। যে যাহা জানে না, তাহার নির্দ্দেশ সে স্বয়ং কিরূপে করিতে সমর্থ হইবে? সে নির্দ্দেশ আমার দ্বারা হইতে পারিত; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তোমার সে চেষ্টা হয় নাই; সে দোষও তোমার নহে; কারণ তুমি তখন স্বায়ত্ত ছিলে না; তুমি তখন মোহ-বশে। মোহবশে তোমার দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও দায়ী তুমি নহ; কারণ তত্তৎকার্য্যের কর্ত্তা তুমি নহ,—তাহা মোহের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বলিতে পার যে, কৃতকর্ম্মের ফলভোগী যখন তুমি, তখন তাহা তোমার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ যুক্তিও মোহের উক্তি জানিবে। যখন মোহের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইবে, তখন দেখিবে যে, তুমি কিছু কর নাই; সুতরাং কিছুর জন্যই ফলভাগীও নহ। পরন্তু যতক্ষণ অব্যাহতি না পাইতেছ, ততক্ষণ তুমি স্বভাবচ্যুত ও ভিন্নপ্রকৃতি যুক্ত; ততক্ষণ তুমি সবই করিতেছ এবং সকলের জন্য তুমিই ফলভাগী। প্রকৃতপক্ষে তোমাতে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। বহিঃপ্রকটিত রূপ তোমার স্বরূপ

নহে; তাহা মোহবশে স্বরূপ বলিয়া তোমার ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হইতেছে মাত্র।

বৎস, বাহ্য ভাবে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, সরলা ও অবলাসুন্দরী কোন দোষ করে নাই; কিন্তু যদি দোষই না করিয়া থাকে, তবে উহারা তোমার বিচ্ছেদে কষ্ট পাইল কেন? তুমিও নিজ সংসার ত্যাগ করিয়া, অরণ্যাদিতে গমন করিয়া, ভিন্ন সংসার অবলম্বন করিয়াছিলে; তাহাতেও ত তোমার অসৎ অভিসন্ধি ছিল না—ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশেই তুমি সে সমস্ত করিয়াছিলে; তথাপি তুমি কষ্ট পাইলে কেন? বাল্মীকি মাতাপিতার পোষণাভিপ্রায়ে অবৈধ কার্য্যাদি করার জন্য দোষী বলিয়া বিবেচিত হইলেন কেন? যিনি স্বয়ং ভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে, সত্যব্রত যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথনরূপ পাপের জন্য নরক দর্শন হইতে অব্যাহতি পাইলেন না কেন? স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া খ্যাত যীশুগ্রীষ্ট * ক্রুশে অবস্থান কালে ক্ষণকালের জন্য ঈশ্বরধ্যান হইতে বিচ্যুত হইয়া, দেহে লক্ষ্য পড়িবামাত্র বিচলিত হইয়া 'ভগবন্ আমাকে ছাড়িলেন কেন?' এবম্প্রকার খেদোক্তি করিলেন কেন? উত্তরে বলিব—ভগবানের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; কোন কারণেই তাহার খণ্ডন হয় না; অগ্নি-সংযোগে দাহ্য বস্তু নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে, অথবা শৈত্য-সংযোগে শীতলতা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই বিধির নিশ্চিত ব্যবস্থা। জগতে দৃশ্যমান বস্তু সমস্তই ভগবদধিকারাগত; চৌর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীব সেই

* হোলি বাইবেল—সেণ্টম্যাথিউ ২৮ অধ্যায় ৪৬ পয়ার দেখ।

ভগবৎ-সম্পত্তিতে মোহবশে স্বার্থ বোধে কার্য্য করে বলিয়াই তাহার কষ্ট। এত দেখিয়াও অভাগা জীবের চৈতন্য হয় না—প্রত্যক্ষ দেখিতেছে ভগবন্নিয়ম লঙ্ঘনে, অন্যে পরে কা কথা, যিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার, তাঁহারও অব্যাহতি নাই; তথাপি সে আপনাকে চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে—ভাবে তাহার কার্য্য কলাপ অক্ষুণ্ণই থাকিবে; তাহাকে পরাভূত করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।

ফলকথা জীবমাত্রেই মোহের বশীভূত; স্বাবলম্বন ত্যাগে মোহবশে থাকাই তাহার দোষ। এরূপ মোহাধিকারভুক্ত জীবের ভাগ্যে মোহজন্য কষ্ট অনিবার্য্য। যতক্ষণ মোহবশে, ততক্ষণ তাহার জীবাখ্যা; মোহগত হইলে, জীবই শিব হইয়া যায়। আত্মীয় পর ভাবনা, ইহাও মোহকল্পনা; সজ্জনের নিকট সকলই আত্মীয়—'উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' পার্থিব বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই হৃষীকেশের অংশোদ্ভূত; অপর কিছু থাকিলে ত পর বলিয়া অভিহিত হইবে? ব্রহ্ম-জ্যোতিতে যে ভাবে আমার প্রকাশ প্রতিফলিত দেখিয়াছিলে, তদ্বৎ সর্ব্ব বস্তুই তাঁহাতে প্রতিফলিত জানিও; ক্রমশঃ সাধন দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে। সেই সাধন-প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব কিছুই নাই; তাহা অতি সহজ ও সুখসাধ্য। হৃষীকেশের অবলম্বনে থাক, হৃষীকেশের অবলম্বনে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া চল, দেখিবে সবই হৃষীকেশে লয় পাইতেছে। বস্তুর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই। মোহ বলিতেছে—মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদিই তোমার আত্মীয়, অন্য সমস্ত পর;

হৃষীকেশ বলিতেছেন—বস্তুমাত্রই তোমার আত্মীয়, পরের সত্তাই নাই।

সমগ্র জগৎই ভগবানের সৃষ্টি; ভগবৎসৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পরস্পর সংসর্গে দোষ কেন ঘটিবে? তবে অবৈধ সংযোগে দোষ ঘটিয়া থাকে। বাহ্য বস্তুতে বাহ্য বস্তুতে বৈধ সংযোগে দোষ নাই; কিন্তু যদি বাহ্যে অন্তরে অবৈধ সংযোগ হয়, অস্বাভাবিক বলিয়া, তাহাতেই যত গোলযোগ; যাহা অস্বাভাবিক, তাহা স্বাভাবিক করিয়া লইবার চেষ্টাতে কষ্ট হইয়া থাকে। হৃষীকেশ অন্তরের বস্তু, অন্তরে তাঁহারই স্থিতি বৈধ; বাহ্যগুণবিশিষ্ট বস্তুর অন্তরে সত্তা—ইহা অবৈধ সংযোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যেমন স্থির সমুদ্রের জল কোন কারণে প্রতিহত হইলে, প্রথমে সমুদ্র-বক্ষে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়; বায়ু ও জলের পরস্পর সংঘর্ষণে পুনরায় সেই তরঙ্গ অনন্ত তরঙ্গশ্রেণীতে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই ভবসমুদ্রেও তরঙ্গ অনন্ত,—তাহার মূলীভূত কারণ ভগবানের অষ্ট প্রকৃতি—পঞ্চতত্ত্ব এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই পঞ্চতত্ত্বের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগে অনন্ত রূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে; ইহাই ভবসমুদ্রের তরঙ্গ; ইহাতেই মুগ্ধ হইয়া, জীব সংসার-সমুদ্রে মগ্নপ্রায় হইতেছে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—হৃষীকেশ। তাঁহাকে অবলম্বন করিলে জীবের মগ্ন হইবার আর ভয় থাকে না; বরং তরঙ্গোৎক্ষেপণে জীব ভাসমান হইয়া, অনায়াসে বেলাকূল প্রাপ্ত হয়। তরঙ্গগণও বেলাকূল প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃই

লয় পাইয়া থাকে। এইরূপে হৃষীকেশের অবলম্বনে পঞ্চতত্ত্বের সাধন দ্বারা জীব তত্ত্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়া, মোহের অধিকার হইতে অব্যাহতি পায়। অতএব বৎস, তোমার ভীতির কারণ কিছুই নাই; হৃষীকেশ সারথি থাকিলে, সাধন-ক্ষেত্রে শক্ররূপে কেহই দাঁড়াইতে পারে না।

অনাথ গুরুনিয়োগে সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইল, আমরাও সেই অবকাশে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিলাম।

তৃতীয় খণ্ড।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দ্বিতীয় জন্ম।

পুত্র পিতার অনুরূপ বলিয়াই পুত্রকে পিতার আত্মজ বলা হয়। অনুরূপ কেবল বাহ্যদর্শন সম্বন্ধে নহে; পরন্তু পুত্রের মানসিক ভাব ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে পিতার সহিত সামঞ্জস্য থাকায়, পুত্রকে পিতার আত্মজ বলা হয়। জন্মের দ্বারা পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতার আত্মজ বটে; পরন্তু জন্মের পর ভিন্ন সংসর্গ হেতু প্রকৃতিপ্রভৃতির পরিবর্ত্তন বশতঃ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইলে, তখন সন্তান প্রকৃত-প্রস্তাবে আত্মজ পদবাচ্য নহে। পোষ্যপুত্র পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়া, প্রতিপালকেরই প্রকৃতি পাইয়া থাকে; তখন সে প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রতিপালকেরই

আত্মজ বা তাঁহারই উপাধি গ্রহণ করে। কন্যা বিবাহানন্তর শ্বশুরগৃহে বাস করিয়া, শ্বশুরকেই পিতৃ-সম্বোধন করিয়া থাকে; তখন তাহার গোত্রান্তর হইয়া, সে স্বামী বা শ্বশুরেরই গোত্র পাইয়া থাকে। এইরূপে সংসর্গের পরিবর্ত্তনে জন্মলব্ধ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, সে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতিরেকে জীবের আর একটি স্বতন্ত্র জন্ম আছে। জীব ইন্দ্রিয়-সম্পর্কে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় আত্ম-সম্পর্কে আসিয়া দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া থাকে।

ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মনু বলিয়াছেন—'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।' অর্থাৎ জীব জন্মের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ভাবাপন্ন) শূদ্র; পরন্তু সংস্কারের (দীক্ষা) দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মীয় হোলি বাইবেলে লিখিত আছে—"যীশুখৃষ্টের বেপ্‌টাইজ্‌ কার্য্যানন্তর স্বয়ং ভগবান্ স্বর্গধাম হইতে অবতীর্ণ হইয়া যীশুকে আত্ম-জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করিয়া বলিলেন—"ইহাই আমার প্রিয়পুত্র।" * ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেপ্‌টাইজ্‌ কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-সহবাস ঘুচিয়া ভগবৎ-সহবাসে তিনি আর মনুষ্য পুত্র নহেন; এক্ষণে তিনি ভগবানের পুত্র হইলেন। সুতরাং ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম ও ধর্ম্মজীবন।

সেই মত আর্য্য-সন্তানেরও দীক্ষা-গ্রহণানন্তর সদ্‌গুরু-সহবাসে দ্বিতীয় জন্ম হয়; তখন সদ্‌গুরুই তাঁহার নেতা। সেই

* হোলি বাইবেল, সেণ্ট ম্যাথিউ, তৃতীয় অধ্যায় ১৬ এবং ১৭ পদার দেখুন।

সদ্‌গুরু-শরীরে ভগবৎ-প্রকৃতির সম্যক্ বিকাশ প্রতিফলিত রহিয়াছে; তাঁহারই সহবাসে শিষ্যও ভগবৎ-প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মজীবনে সদ্‌গুরুই শিষ্যের পিতা। তাই অনাথ আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইয়াছে—দীনদয়াল তাঁহার উপদেষ্টা; তিনিই তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনের পিতা!

কিন্তু কেবল বেপ্‌টাইজ্‌ কার্য্যোপলক্ষে মস্তকোপরি জল-সেচন কার্য্য দ্বারা অথবা দীক্ষা কার্য্যের বহিঃ-প্রক্রিয়াদির অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভ ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইবে না; পরন্তু ভক্তি ও বিশ্বাসরূপ বারি-সেচন দ্বারা অন্তর হইতে ইন্দ্রিয়াদি মল নির্দ্ধৌত না হইলে, * অথবা দীক্ষা দ্বারা আত্মদেশের নির্দ্দেশ হইয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার না হইলে, ভগবল্লাভ অথবা ধর্ম্মজীবনপ্রাপ্তি হইবে না। যেমন সাধারণ জন্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে বহুতর অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়াদি করিতে হয়—জীবকে দশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া, পুষ্ট হইতে হয়; ক্রমশঃ পার্থিব সহবাস দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হইয়া, পার্থিব-সংসারের পরিচয় পাইতে হয়; আত্মজন্মেও তদ্রূপ ব্যবস্থা—গুরুর নিয়োগে আত্ম-সহবাসে থাকিয়া, সাধন কর্ম্মানুষ্ঠানে দিব্যচক্ষুর স্ফুরণে আত্মসংসারের পরিচয় পাইতে হয়।

এই ধর্ম্ম-জীবন লাভই অনাথের উদ্দেশ্য। পরন্তু এ

* হোলি বাইবেল, সেণ্ট ম্যাথিউ, পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম পদার দেখুন।

উদ্দেশ্য থাকিবার কারণ কি ? কারণ—সে পার্থিব সম্পর্কে সুখ-দুঃখের অসারত্ব বুঝিয়াছে বলিয়া, আত্মসাধনের দ্বারা তাহার শান্তিলাভের চেষ্টা হইতেছে। পরন্তু এ নবীন বয়সে অনাথের বৈরাগ্য কোথা হইতে আসিল ? উত্তরে বলিব—বৈরাগ্যের স্ফূর্ত্তি বয়সের তারতম্যে হয় না ; তাহা সংসর্গ ও নিজ নিজ কর্ম্মগুণে আপনিই হইয়া থাকে। অশীতি বৎসরের মনুষ্যও সামান্য সামান্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, শিশুবৎ অবস্থান করিতে পারেন ; অল্পবয়স্ক বালকেরও সমস্ত প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিবার চেষ্টা হইতে পারে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গুরুর সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়।

গুরু শিষ্যকে আত্মবৎ করিয়া লয়েন বলিয়া, গুরু শিষ্যের পিতা। গুরু শিষ্যের বন্ধনী যে কেবল পিতাপুত্র সম্বন্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা নহে; সে বন্ধনী আরও অনেকানেক কারণে দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। গুরুকে শিষ্যের পতিও বলা যায়। যেমত স্ত্রী নিজ সর্ব্বস্ব স্বামীতে অর্পণ করিয়া, তাহাতেই লয় পাইবার চেষ্টা করে; শিষ্যও আত্মস্বরূপ গুরুতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আত্মভাবাপন্ন হইয়া থাকে। গুরুকে বর্ত্তমান মোহ-জীবনের মহান্ শত্রুও বলা যায়। বর্ত্তমান মোহজীবনে জীবের যাহা কিছু স্বার্থ আছে, তাহা আত্ম-সম্বন্ধীয় নহে; পরন্তু তাহা পরকীয় মোহসম্বন্ধীয়—মোহবশে মোহেরই স্বার্থ নিজস্ব হইয়াছে। গুরু সেই সমস্ত স্বার্থের উচ্ছেদে যত্নবান্ হইয়া, আত্মস্বার্থ স্থাপনের চেষ্টা করেন বলিয়া, শিষ্য তাঁহাকে পরম

শত্রু বলিয়া ভাবে। যেমন চিকিৎসক শরীরের দূষিতাংশ উচ্ছেদ করিয়া, রোগিদেহের অবশিষ্ট অঙ্গাদির হিতসাধন করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে রোগীর উপকারই করিয়া থাকেন; পরন্তু রোগী দূষিতাঙ্গের উচ্ছেদ জন্য আপাততঃ কষ্টকর অনুভূতি বশে চিকিৎসককে শত্রুবৎ দেখে, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধও সেইরূপ—গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন; আর শিষ্য বলিতেছে, 'আমার সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে'।

আবার গুরুই জীবের পরম মিত্র। এই মোহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, শিষ্যকে আত্মধনে ধনবান্ করিয়া, গুরুই পরম মিত্রের কার্য্য করিয়া থাকেন। জগতে অনেকানেক বন্ধু আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থানুসারে বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ; পরন্তু স্বীয় স্বার্থে আঘাত পড়িলেই বন্ধুত্ব-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু গুরুর বন্ধুত্ব নিঃস্বার্থভাবে সাধিত; তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। বিশ্বামিত্র গুরু বশিষ্ঠের শত পুত্র হনন করিয়াও গুরুর বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বহুবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া, শিষ্যের মোহাবরণ নিরাকৃত হইলে, মোহাতীত অবস্থায় গুরুর স্বরূপ লাভে সমর্থ হইয়া. শেষে বন্ধুভাবে শিষ্য তাঁহাতেই লয় পাইয়া থাকে।
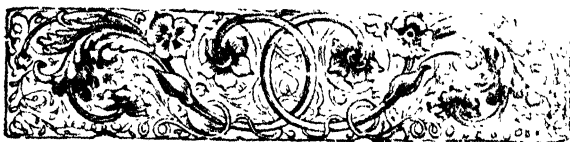
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মোহজন্য ভ্রমাত্মক উপলব্ধি।

প্রবাদ আছে, এক জীবের প্রেতাত্মা অন্য জীবদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া, বস্তুতর কার্য্য করিয়া থাকে। তখন যাহার দেহ, তাহার নিজদেহে নিজসত্তার কিছুমাত্র বোধ থাকে না; যেন তাহার নিজসত্তা লুপ্ত হইয়া, প্রেতাত্মায় মিশিয়া গিয়াছে—এক্ষণে সেই প্রেতাত্মাই জীবদেহের অন্তরাত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেইরূপ জীবমাত্রই মোহরাজ্যে আসিয়া, আত্মহারা হইয়া, মোহবশে থাকিয়া, মোহের বস্তু লইয়া, সংসারী হইয়া থাকে—বোধ হয় যেন তাহার স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হইয়া, মোহ-সংসারেই আত্মসত্তা স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সংসার যেন অনন্ত কালের স্থাপিত,—অনন্ত কালাবধি তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। এইরূপ সংসারের সময়ে সময়ে অঙ্গহানি দেখিয়াও জীবের চৈতন্য হয় না; সে মনোমধ্যে আশাবীজ রোপণ করিয়াছে;

তাহার ফলে সে ভাবে যে, সময়ান্তরে নষ্ট বস্তুর উদ্ধার সাধন আপনিই হইবে। অথবা ইহাও ভাবে যে, ভবিষ্যতে সাবধান হইলে, আর অঙ্গহানির সম্ভব হইবে না। পরন্তু সংসারাবয়ব ভঙ্গুর পদার্থে গঠিত; তাহা নিরবচ্ছিন্ন এক ভাবে থাকে না; জীবের সমস্ত সতর্কতা ও উদ্যোগাদি অতিক্রম করিয়া, অভাবনীয় বিপদ আসিয়া, তাহার অঙ্গহানি করিবেই, ইহা স্বভাবের নিয়ম।

মদিরার আবেশে জীব নিজ প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়াছে; আবেশের কল্পনাসকল সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে—জীব কল্পনায় কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন ধনী, কখন নির্ধন সাজিয়া বসিয়া আছে। তদ্রূপ স্বপ্নের অলীক ঘটনাদিও স্বপ্নকালে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু জীবের প্রেতাত্মাক্রান্ত শরীর হইতে প্রেতাত্মার অন্তর্ধান হইলে, আত্মসত্তার উপলব্ধি হয়—তখনই বুঝা যায় যে, 'প্রেতাত্মার সংযোগ' ভৌতিক ব্যাপার মাত্র, আত্মারামের আবির্ভাবে উহার তিরোভাব হইল। মদিরার আবেশ ঘুচিয়া গিয়া, স্বপ্রকৃতিস্থ হইলে, বুঝা যায় যে, আবেশ কালে যে সকল কাল্পনিক উপলব্ধি হইয়াছিল, তৎসমুদয় অলীক। তদ্রূপ স্বপ্নান্তে জাগরূক অবস্থায় স্বপ্নের অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়।

পরন্তু জীবের বর্ত্তমান মোহজীবনের অসারত্ব অপ্রামাণিক বলিয়াই অনুমিত হয়; প্রমাণাভাবেই তাহা অপ্রামাণিক; মোহাতিরিক্ত অবস্থা না পাইলে, তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। সে কারণ সেই মোহাতিরিক্ত অবস্থা লাভের জন্য বিশেষ কার্য্য সাধনের আবশ্যক। গুরু বলিতেছেন,—

আত্মকার্য্য সাধন দ্বারা সেই অবস্থা লাভ হইবে। কিন্তু মোহ বলিতেছে যে. প্রত্যক্ষের অভাব হেতু আত্মা কাল্পনিক ও মিথ্যা। মোহ ভূরি ভূরি জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তাদি জীব সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে ও বলিতেছে—"জীব, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বুঝ যে, মদর্পিত বস্তু সত্য কি মিথ্যা।" জীব বুঝিল—অনুমান দ্বারা নহে—পরন্তু প্রত্যক্ষ বুঝিল যে, মোহ যাহা বলিতেছে, তাহাই সত্য। গুরু বলিতেছেন—জীব মোহবশে তুমি মূঢ়বুদ্ধি হইয়াছ ; যাহা দেখিতেছ, তাহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা পরোক্ষ দৃশ্য ; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সাহায্যে উপলব্ধি হইতেছে—তাহারা যেরূপ দেখাইতেছে, তুমিও সেইমত দেখিতেছ। যেমত কোন একটি বস্তু পীতবর্ণ কাচখণ্ড মধ্য দিয়া দেখিলে, উক্ত বস্তু পীতবর্ণই প্রতীয়মান হয়, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে 'পীতবর্ণ' উক্ত বস্তুর গুণ নহে, কাচ দ্বারা যেমত দেখা গেল, উহা তাহাই ; তদ্রূপ মোহবস্তুর সত্যাসত্যের নির্দ্দেশ ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে হইবে না ; পরন্তু আত্মায় লক্ষ্য হইলেই সে নির্দ্দেশ আপনিই হইবে। সেই আত্মায় লক্ষ্য এই জড় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে হইবে না ; আত্মপ্রকাশ স্বতঃ ও নিজ বোধ রূপ হইয়া থাকে।

সেই নিজবোধরূপ আত্মজ্ঞানের জন্য অনাথ যত্নবান্ হইয়াছে। পরন্তু তাহার চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না ; মোহ নানারূপ ধারণ করিয়া বাধা দিতেছে। তাই সে গুরুর নিকট গিয়া বলিল—"পিতঃ মোহ নিরাকরণের উপায় কি ?"

গুরু বলিলেন—"আত্মায় একান্ত ধ্যানে থাকা—ইহাই তাহার উপায়। যেমত যেমত ভাবে মন অন্য পথাবলম্বনের চেষ্টা করিবে, সেই সেই পন্থা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই রাখিতে হইবে।" *

অনাথ বলিল—"পিতঃ আত্মা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন অন্যত্রগামী হইলে, তাহার পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়াই অনেক সময়ে বোধ হয়। কারণ তত্তৎকালে মন এরূপ তন্ময়ভাবে বিষয়াদিতে নিবিষ্ট থাকে যে, আত্মকথা একেবারেই স্মরণ-পথের অন্তর্গত থাকে না—স্মরণ বহির্ভূত হইলে, তাহাতে চেষ্টাই বা কি করিয়া হইবে?"

গুরু বলিলেন—"আত্মসহবাসে সর্ব্বদা থাকিবার চেষ্টা হইলে, আত্মবিস্মৃতি হয় না। উহা ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা সাধিত হইবে।"

* যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সংশয়।

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অনাথ আত্মসাধনে যত্নবান্ হইল; পরন্তু যাবৎ বস্তুর প্রত্যক্ষ না হয়, তাবৎ মনে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হয় না। গুরুবাক্যে অবিশ্বাসের কারণ না থাকিলেও মোহবশে অনাথের মনে বহুবিধ সংশয়ের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অনাথ ভাবিল—'সংসারে কতপ্রকার কর্ম্ম করিতে হইতেছে; তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বদা আত্মধ্যানে স্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? তবে সমস্ত কর্ম্মের বর্জ্জন—ইহাই কি গুরুর অভিপ্রায়? তাহা হইলে, তিনি 'সংসার ত্যাগ' ও 'অরণ্যগমন' কেন দূষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? আর আত্মকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম যদি দূষণীয় হয়, তাহা হইলে, তাহার সম্যক্ বর্জ্জনেই বা দোষ কেন হইবে?

এইরূপ বহুবিধ সংশয় লইয়া অনাথ গুরু-সমীপে উপস্থিত

হইয়া বলিল—"পিতঃ, আপনিই ইহার প্রতিবিধান করুন; আমার দ্বারা আত্মসাধন সম্যক্ হইতেছে না; যখনই আত্ম-ধ্যানের চেষ্টা হইতেছে; তখনই কত কি বিষয় মনে উদিত হইয়া, উহাকে বিষয়ান্তরে লইয়া ফেলিতেছে। সেই সমস্ত চিন্তার মধ্যে সরলার চিন্তাই প্রধান।"

গুরু বলিলেন—"মন যাহাকে ভালবাসে, সেও তাহার মনকে অধিকার করিয়া থাকে। সরলাকে তুমি অধিক ভালবাস, তাই সেও তোমার মন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। যখন 'আত্মার' সহিত তোমার ঐরূপ ভাবে ভালবাসা সম্বন্ধ দৃঢ় হইবে, তখন আত্মাও তোমাকে ছাড়িবে না।" *

অনাথ—আপনি বলিয়াছেন যে, আত্মসহবাস বিনা আত্মার সহিত ভালবাসা হইবে না; পরন্তু সেই আত্মসহবাসই বা কি করিয়া হয়? যখন অন্যান্য বিষয় সমূহ মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে, সেখানে আত্মার স্থান কি করিয়া হইবে? তবে কি বিষয় বৰ্জ্জনই যুক্তিযুক্ত?

গুরু—বৎস, এ সম্বন্ধে সরলার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে।

সরলার সহিত পরামর্শ করিবার অর্থ অনাথ সম্যক্ বুঝিল না। কখন ভাবিতেছে—'সরলা তাহার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া, হয়ত গুরু তাহার বৰ্জ্জন বিধেয় বিবেচনায় তাহার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য পরামর্শ করিতে বলিলেন'। আবার

* যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভাবিতেছে—'সরলা হয়ত ডাকিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে এবং হয়ত মন্ত্রবলেই তাহার মনকে অধিকার করিয়া আছে। শুনিয়াছে, এইরূপ ডাকিনীর দল কামাখ্যা প্রদেশে অনেক পাওয়া যায়,—তাহারা মন্ত্রবলে অনেক মনুষ্যের আকার পরিবর্ত্তন করিয়া, মেষাকারে পরিণত করিয়া রাখে। তাই সে স্থির করিল, সরলাকে করযোড়ে মিনতি করিয়া, অথবা যে কোন প্রকারেই হউক সেই মন্ত্রমোহ হইতে তাহাকে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাই অনাথ সরলার নিকট গিয়া বলিল—"সরলা আমায় রক্ষা কর, আমার মনকে আর অধিকার করিও না।"

সরলা তথ্য কিছু বুঝিল না, বলিল—"কি হইয়াছে, আমি তোমার কি করিয়াছি।"

অনাথ—তুমি আমার মনকে অধিকার করিয়াছ,—আমার আত্মসাধন হইতেছে না ; তাই তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার প্রতীকার নির্দ্দেশ জন্য গুরু আদেশ করিয়াছেন।

সরলা—পুরুষ আত্মধ্যানে থাকিয়া আত্মভাবাপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির স্বামীই প্রত্যক্ষ দেবতা। * সুতরাং তুমিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছ এবং তোমারই সাহায্যে আমার 'বিশ্বপতির' সহিত পরিচয় হইবে। পরন্তু আমি তোমার হৃদয়কে কিরূপে অধিকার করিলাম, তাহা বুঝিলাম না।

অনাথ অপ্রতিভ হইল, বুঝিল ডাকিনী মন্ত্রের বীজ সরলার

* ৩১৮ পৃষ্ঠায় ১ম পঙ্‌ক্তি দেখুন।

মধ্যে নাই, তাহারই মনোমধ্যে উহা নিহিত রহিয়াছে ; সুতরাং সে পুরুষ হইয়াও স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়াছে।

অনাথ গুরুর নিকট গিয়া বলিল—"পিতঃ, সরলা বলিতেছে যে, আমি 'পুরুষ' আমাকেই আত্মধ্যানে থাকিয়া আত্মবান্ হইতে হইবে এবং সরলা আমাকেই অবলম্বন করিয়া আত্ম-ভাবাপন্ন হইবে।"

গুরু বলিলেন—"এ মীমাংসা যথাযথই হইয়াছে। বৎস, ভাবিয়া দেখ, পূর্ব্বে কিরূপে সরলার ধ্যানে সরলাকে লাভ করিয়াছিলে। যখন তাহার সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব বুঝিলে, তখন স্বীয় মনোমধ্যে তাহারই স্বরূপ অঙ্কিত দেখিয়াছিলে, * এক্ষণে সেই ভাবেই হৃদয়মধ্যে আত্মস্বরূপ অঙ্কিত করিতে হইবে ; তখন দেখিবে যে যাবতীয় বহির্ব্বস্তুর ছবি আত্মাঙ্কিত হৃদয়োপরিই প্রতিফলিত হইতেছে ; সুতরাং তখনই বাহ্যবস্তুর ছবি ও আত্মস্বরূপ একই মনের উপরে স্থিতি সম্ভব হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা ভিন্ন অপর বস্তুর সত্তাই নাই ; যখন মোহ প্রদর্শিত ভ্রমাত্মক বস্তু আত্ম-সমীপে আনীত হইবে, তখন প্রত্যক্ষ দেখিবে যে, তত্তদ্বস্তুর সত্তা আত্মাতেই বিলীন হইতেছে ; তখনই সমস্ত বস্তুতে আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ বুঝিবে। অনাথ আভাসে গুরূপদেশ বুঝিল এবং তদনুসারে সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

---

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন—"আর চাঁদ ব'লে শিশু হৃদে পাতে ক'াদ।
অঙ্কিত তাহাতে দেখ আকাশেরি চাঁদ।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আত্মসংযোগের পূর্ব্বাবস্থা।

এক্ষণে অনাথ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, একান্তমনে আত্মসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মনে যেমত যেমত অন্যান্য চিন্তা আসিতেছে, সেই সেই চিন্তা আত্মধ্যানেই বিলীন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। বাক্যের দ্বারাই মানসিক বিভিন্ন চিন্তার প্রকাশ হইয়া থাকে; পরন্তু আত্মায় একান্ত ধ্যান হেতু, সেই বিভিন্ন চিন্তার অভাবে, বাক্যস্ফূর্ত্তির অভাব হইল। অনাথ বুঝিল—ইহাই মৌনাবস্থা।*

ক্রমশঃ অনাথের আত্মানন্দের প্রত্যক্ষ হইল; আত্মসংসর্গ-সম্ভূত অত্যন্ত সুখের অনুভূতি হইতে লাগিল†। পরন্তু এখানেও বিরহ দুঃখ আছে। আকাশের চাঁদ হস্তগত হইয়াও

* ১১৯ পৃষ্ঠার ৩ পঙক্তি দেখুন।—'মৌনী সংলীন-মানসঃ।'

† যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মধ্যে মধ্যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়—তখন মোহরূপ রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। আবার আত্মোদ্ধারের চেষ্টা, আবার আত্মধ্যানেই তাহার মুক্তি সাধন হয়।

পরন্তু এ বিরহ-যন্ত্রণা চিরকাল থাকিবে না। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জীব বেলাকূল * দেখিতে পাইয়াছে। বেলাকূলের সৌন্দর্য্য-দর্শনে উৎকর্যাতিশয়ে আপনাকে প্রফুল্ল ভাবিতেছে। ভাবোত্থিত আনন্দের বিকাশ আননে পরিব্যক্ত রহিয়াছে—তাহা কপট সন্ন্যাসীর † ভাণ-মিশ্রিত বিকট হাসির দ্বারা পরিস্ফুট নহে,—পরন্তু মৃদু কোমলতা-মিশ্রিত সৌম্য ও সুন্দর দৃশ্য তদাননে স্বতঃই প্রকাশ রহিয়াছে। তরঙ্গ-হিল্লোলে আর বিকম্পিত হইবার কারণ নাই; জীব ভাবিতেছে—'তরঙ্গ, তোমার সমস্ত আস্ফালন বেলাকূলে গিয়াই লয় পাইবে'; দেখিতেছে, তরঙ্গগণ আর বিক্ষেপ সাধন করিতেছে না, অধিকন্তু অনুকূল হিল্লোলের দ্বারা বেলাকূল সমীপে আনয়ন করিতেছে। অনুকূল তরঙ্গের সাহায্যে বেলাকূল সমীপে আনীত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত তরঙ্গের দ্বারা কথঞ্চিৎ বিক্ষেপও হইতেছে, ইহাই সেই যুঞ্জান অবস্থায় সাময়িক বিরহ ভোগ।

তদ্রূপ বিরহভোগ অনাথও সহ্য করিতেছে, বেলাকূলের ধ্যানাবেশে আনন্দও অনুভব করিতেছে; সে আনন্দ মদিরার

* ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৪ পঙ্‌ক্তি দেখুন।
† ৪৬ পৃষ্ঠায় ১৬ পঙ্‌ক্তি দেখুন।

বা গঞ্জিকার আবেশে সম্ভূত নহে*—তাহা আত্মক্ষরিত সুধারস পানে সম্ভূত হইয়াছে। আবেশের ফলে, মদিরা ও গঞ্জিকা-পান-সম্ভূত অশান্তি ও অস্থিরতা নাই; পরন্তু স্থৈর্য্য ও শান্তিই ইহার পরিণাম ফল।

* ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।—রামপ্রসাদ সেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আত্মসংযোগের পরাবস্থা।

ক্রমশঃ জীব বেলাকূল পাইল,—এখানে তরঙ্গাদির উৎপাতও ফুরাইল। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া জীব তরঙ্গগণের ভ্রূকুটি দেখিতেছে, দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া বলিতেছে—"তরঙ্গগণ এখানে তোমাদের বল ও বিক্রম ব্যর্থ হইবে।" অকস্মাৎ সমুদ্রের সমস্ত জল শুকাইয়া গেল, জীব দেখিতেছে—কোথায় সেই মোহ-সমুদ্র! কোথায় তাহার তরঙ্গ! কোথায়ই বা মগ্ন হইবার আশঙ্কা! সে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে মোহের কোন বস্তুই নাই—শূন্য হইতে কাল্পনিক দৃশ্যের উৎপত্তি হইয়া আবার শূন্যেই তাহার লয় হইতেছে। *

অনাথ সে অবস্থা প্রত্যক্ষ বুঝিল। এখন আর তাহার মোহ নিরাকরণের জন্য অভ্যাসের আবশ্যক নাই—আর কিই

* ১৪১ পৃষ্ঠার ১ পঙক্তি দেখুন।

বা অভ্যাস করিবে ? যতক্ষণ সে বস্তু না পাইয়াছিল, ততক্ষণ তাহার লাভের জন্য সে অভ্যাসী ছিল। যখন তাহা পাইল, তখন আবার অভ্যাসের কি প্রয়োজন ? অভ্যাসকাল এবং তৎপূর্ব্ব ও পর—এই তিন অবস্থাই সম হইয়াছে ; সুতরাং অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে আর কার্য্যের বোধ নাই ; 'কারণ' উপস্থিত হইলেই কার্য্য আপনিই হইয়া থাকে, কার্য্যান্তে পূর্ব্বাপর দুই অবস্থাই সম প্রতীয়মান হইতেছে। যেমত যন্ত্রের কার্য্য হইবার পূর্ব্বাপর দুই অবস্থাই স্থির থাকে ; মধ্যাবস্থায় কার্য্য হইল বটে ; কিন্তু যন্ত্র কার্য্যকরণের কারণ নয় বলিয়া, তাহা বুঝিল না।

এইরূপে অনাথের মোহনিদ্রা ঘুচিল, নিদ্রাকালে স্বপ্নানুভূত মোহ-সমুদ্র শুকাইল, স্থূলের জাব স্থূলে মিলাইল।

উপসংহার।

অভয় পদেতে হেরিয়ে জীবেরে
ভামিনী ভাবিত। তাই।
প্রকৃতি-রূপিণী জীব সোহাগিনী
গণিছে নিজ বালাই॥
হস্তগত ধন হস্তচ্যুত হ'ল
নির্ব্বাক্ নির্ব্বিণ্ণ তায়।
প্রাণের রতনে অতি সযতনে
লভিবারে পুনঃ ধায়॥
কভু রোষ-বলে কভু প্রেমছলে
বিবিধ ছলনা করে।
অচল অটল জীব মহাবল
দৃঢ় নিজপদ ভরে॥
ধরিয়ে গোপনে অব্যর্থ সন্ধানে
হানিল সে মোহ-বাণ।

শূন্যেতে প্রেরিত শূন্যে লয়গত
ব্যর্থ হইল সন্ধান ॥
(তখন) করিবারে অন্ত বিষধর দন্ত
জীব-দেহে আঘাতিল।
ওঝা আত্মারাম হ'য়ে আগুয়ান
বিষদোষ নিবারিল ॥
পিরিতি করিতে কত কি ভাবেতে
জীবে গিয়া মাগী বলে।
(বলে) এস বঁধু এস মম বুকে ব'স
ব'স বঁধু যথাস্থলে ॥
পিরিতি করিতে প্রেতিনীর সাথে
জীব আত্মসঙ্গে যায়।
প্রেতিনী কুপিতা অতিশয় ভীতা
সে সঙ্গ নাহিক চায় ॥
(বলে) ও জঞ্জাল যদি সাথে নিতি নিতি
আসিবে হে মম ঠাঁই।
হ'বে না কদাপি মম বক্ষে স্থিতি
সাথে ও পাপ বালাই ॥
(বলে) জীব হাসি হাসি শুনলো প্রেয়সী
আত্মারে ছাড়িতে নারি।
আমি যে তাহারি সে হয় আমারি
অভিন্ন দেহ তাহারি ॥

আমরা দোঁহেতে এই কর্ম্মক্ষেত্রে
একত্র বসি বিচারি।
বিচারে নিষ্পন্ন ভাল মন্দ যত
উভয়ে বিভাগ করি॥
(তখন) মোহন মুরতি ধরে সে কুমতি
যতনে স্বদেহ দানে।
(বলে) বিবর্জ্জিত রূপ আত্মারই স্বরূপ
(কেন) তাকাইয়ে তারি পানে॥
বিকসিত রূপ এদেহ স্বরূপ
স্বদেহ'পরি ধরিয়ে
তুষিবে আমারে তুমি তুষ্ট হবে
(মম) হিয়া'পরি বিরাজিয়ে॥
জীব রোষভরে বলে প্রকৃতিরে
বুঝিনু বলিছ যাহা।
অরূপের রূপ তাহা অপরূপ
তুমি কি বুঝিবে তাহা॥
অভিন্ন আত্মারে ছাড়িয়ে অজ্ঞানে
বিভিন্ন গ্রহণে হায়।
দুঃখ-পারাবারে ভাসি বারে বারে
কত যে সহিনু তায়॥
পরধনে ধনী পরকার্য্যে খ্যাতি
ইহাতে না শ্রদ্ধা ধরি।

স্বকীয় সম্পত্তি তাহাতেই খ্যাতি
পরকীয়ে তুচ্ছ করি॥
ও দেহ ত্বদীয় ভৌত সর্ব্বময়
গ্রহণেতে লাগে ভয়।
পলকে প্রকাশ পলকেতে নাশ
আস্থা তায় নাহি হয়॥
স্বভাবে পিরিতি চাহনা যদ্যপি
নাহিক বাসনা তাতে।
ফিরি যাই এবে স্বকীয় ভবনে
আত্মারামে ল'য়ে সাথে॥
অগত্যা কামিনী প্রকৃতি-রূপিণী
পিরিতি করিতে চায়।
প্রকৃতি পুরুষে মিলিল হরষে
(শেষে) পুরুষে মিশিয়া যায়॥
পুরুষ-কামিনী সুখ সম্মিলনী
ঠারে ঠোরে বুঝা যায়।
হরি পঞ্চানন সুখ সম্মিলন
প্রত্যক্ষে দেখিবে তায়॥

সমাপ্ত।